ওয়ার্ল্ড মাস্টার থ্রিলার রাইটার

জ্যাক হিগিন্স

এর

দ্য প্রেসিডেন্ট'স ডটার

অনুবাদ

অনীশ দাস অপু

সৃজনী

ভিয়েতনাম
১৯৬৯

জেক কাজালেটের ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি ঘটনা ওর পুরো জীবনটাকেই পাল্টে দিল।

জেকের পরিবার বোস্টনে থাকে। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একটি পরিবার, তার মা খুবই ধনবতী, বাবা সফল অ্যাটর্নি এবং সিনেটর, জেকেরও এ পেশা বেছে নেয়াই ছিল স্বাভাবিক। হার্ভার্ডে পড়াশোনা করছিল জেক, ধনীর দুলাল, কাজেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে তার মাথা না ঘামালেও চলত।

হার্ভার্ডে বেশ ভালোই রেজাল্ট করছিল ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র জেক কাজালেট। সে হার্ভার্ড ল স্কুলে আইন নিয়ে পড়ছিল। তার ভবিষ্যৎ যে অতিশয় উজ্জ্বল তা আর বিচিত্র কী! সে ডক্টরেট করছে। একদিন ঘটল এক বিচিত্র ঘটনা।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের ছবি প্রতি রাতেই টিভিতে দেখছে জেক। যুদ্ধের নৃশংসতা প্রায়ই তার মন খারাপ করে দেয়। মাঝে মাঝে মনে হয় নারকীয় কোনো দৃশ্য অবলোকন করছে সে। ভিয়েতনামীদের প্রতি জেক কিছুটা একাত্মবোধও করছিল। এর কারণ সম্ভবত এই, তের বছর বয়সে তাকে কিছুদিন ভিয়েতনামে কাটাতে হয়েছে বাবার মার্কিন দূতাবাসে চাকরির কারণে।

সেদিন কলেজের ক্যাফেটেরিয়ায় লাঞ্চ কাউন্টারে ছাত্ররা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে লাঞ্চ খেতে। এদের মধ্যে নতুন ছাত্রের সংখ্যাও কম নয়। এদেরই একজনের বয়স কুড়ির কোঠায়, তার গায়ে আরও অনেকের মতো সাদা টি-শার্ট এবং জিন্স, এক বগলে চেপে রেখেছে কিছু বইপত্র। তবে তার ডান হাতটা নেই। কনুই থেকে কাটা হাতখানা। ছাত্ররা তার দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছিল না। কিম্বার্লি নামে গাট্টাগোট্টা এক ছাত্র ফিরে তাকাল তার দিকে।

'অ্যাই, তোমার নাম কী?'

'টেডি গ্রান্ট।'

'ভিয়েতনামে গিয়ে হাতটা হারিয়েছ, না?'

'হুঁ।'

টেডির গালে চাপড় বসাল কিম্বার্লি। 'ওখানে ক'টা বাচ্চাকে জবাই করেছ হে?'

গ্রান্টের চেহারায় ফুটে ওঠা ব্যথার ছাপ স্পর্শ করল জেককে। সে কিম্বার্লিকে লাইন থেকে টেনে সরিয়ে আনল। 'এই মানুষটা তার দেশের সেবা করেছে। তুমি কী করেছ?'

'আর তুমি কী করেছ হে, ধনীর দুলাল?' নাক সিঁটকাল কিম্বার্লি।

'তুমি নিশ্চয় ওখানে যাওনি। এখানেই থেকেছ।' সে ঘুরে দাঁড়াল। আবার চড় কষাল গ্রান্টের মুখে। 'আমাকে কখনো দেখলে আগেই লাইন থেকে সরে দাঁড়াবে।'

জেক কাজালেটের প্রিয় খেলা বক্সিং এবং সে নিয়মিত এটা প্রাকটিস করে। কিম্বার্লির ওজন তার চেয়ে কুড়ি পাউন্ড বেশি, তবে তাতে কিছু এসে গেল না। রাগে শরীর জ্বলছিল তার, তীব্র আক্রোশ নিয়ে কিম্বার্লির পেট বরাবর প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল। ছিটকে পড়ে গেল কিম্বার্লি। পরক্ষণে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। ষাঁড়ের মতো ছুটে গেল জেককে লক্ষ্য করে। জেকের ভয়াবহ হুক এবার কিম্বার্লির মাথায় আঘাত হানল। দানবাকৃতির লোকটা হুড়মুড় করে পড়ল একটা টেবিলে, ওজন সইতে না পেরে চারপেয়ে আসবাবটা সশব্দে ভেঙে পড়ল কিম্বার্লিসহ। যেন নরক গুলজার হয়ে উঠল। মেয়েরা ভয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে লাগল। ছুটে এল সিকিউরিটির লোকজন, সেই সঙ্গে ডাক্তারও।

কিম্বার্লিকে ধরাশায়ী করতে পেরে ভালো লাগছিল জেকের। সে ঘুরে দাঁড়াতেই গ্রান্ট বলল, 'ইউ ড্যাম ফুল, তুমি তো আমাকে চেনোই না।'

'অবশ্যই আমি তোমাকে চিনি।'

পরে ডিনের অফিসে তলব করা হলো জেককে। সে ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ডিনের লেকচার শুনল। ডিন বললেন, 'সব কথা শুনেছি আমি। বুঝতে পারছি কিম্বার্লিই গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়েছে। তবে আমি ক্যাম্পাসে কোনোরকম সন্ত্রাস প্রশ্রয় দেব না। তোমাকে এক মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হলো।'

'ধন্যবাদ, স্যার। তবে আপনাকে আরো দুশ্চিন্তামুক্ত করার জন্য আমি কলেজই ছেড়ে দিচ্ছি।'

অবাক হলেন ডিন, 'কলেজ ছেড়ে দিচ্ছ মানে? কেন? তোমার বাবা কী বলবেন? তুমি করবেটা কী?'

'আমি শহরের রিক্রুটিং অফিসে যাব। আর্মিতে যোগ দেব।'

ডিনের চোয়াল ঝুলে পড়ল, 'জেক, বিষয়টা নিয়ে আরেকবার ভাবো। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' বলে অফিস থেকে বেরিয়ে এল জেক কাজালেট।

এরপর কেটে গেছে দেড় বছর। জেক কাজালেট এখন স্পেশাল ফোর্সের একজন লেফটেনেন্ট। সে ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশ নিয়ে ইতোমধ্যে দু'বার আহত হয়েছে। অত্যন্ত অভিজ্ঞ কমব্যাট হিসেবে অর্জন করেছে প্রশংসা।

জেক কাজালেট এ মুহূর্তে মেডেভাক হেলিকপ্টারে মাটি থেকে হাজার ফুট উঁচুতে। ভিয়েতনামে এটা তার দ্বিতীয় সফর। যাচ্ছে কাটুমে। ওখানে এক উচ্চপদস্থ ভিয়েতনামী রেগুলার অফিসারকে জেরা করার ভার দেয়া হয়েছে তাকে।

কাজালেটের উচ্চতা টেনেটুনে পাঁচ ফুট সাত হবে, চুলের রঙ টকটকে লাল। চোখ বাদামী, রোদেপোড়া চামড়া তার ডান থুতনির বেয়োনেটের সাদা ক্ষতটাকে লুকোতে পারেনি।

ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম পরে রয়েছে জেক, শার্টের আস্তিন গোটানো। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তার চেহারায় নিষ্ঠুর একটা ভাব এনে দিয়েছে। দেখলেই মনে হয় এ

লোক অত্যন্ত বিপজ্জনক। তরুণ ডাক্তার কাম এয়ার গানার হার্ভে এবং নিগ্রো ক্রু চিফ হেডলি জেককে নিয়ে ফিসফাস করছে নিজেদের মধ্যে।

'ওই লোক নাকি এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কাজ করেনি,' ফিসফিস করল হেডলি, 'প্রথমে ছিল প্যারাট্রুপস। তারপর এয়ারবোর্ন রেঞ্জার। এখন যোগ দিয়েছে স্পেশাল ফোর্সে। ওর বাবা সিনেটর।'

হার্ভে মুখের প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা দরজা দিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে কী যেন দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল। 'আরে, ওখানে কী হচ্ছে?'

উঁকি দিল হেডলি। তারপর হাত বাড়াল হেভি মেশিনগানের দিকে। 'আমরা ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছি, লেফটেনেন্ট।' ওরা এ মুহূর্তে রয়েছে রিভার সিটিতে।

ওদের সঙ্গে যোগ দিল কাজালেট। নিচে দিগন্তবিস্তৃত ধান ক্ষেত এবং নদী তীরে নলখাগড়ার ঝোপ। বাঁধের ওপর একটি গাড়ি দেখা যাচ্ছে। রাস্তায় একটি স্থানীয় বাসও আছে। বাসে বেশ কয়েকজন ভিয়েত কং। তাদের মাথায় তেকোনা খড়ের হ্যাট, পরনে কালো পাজামা। বাস থেকে নামল একজন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটি AK47। গুলি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। বাস থেকে দু-তিনজন মহিলা নেমে চিৎকার করতে করতে পড়িমড়ি করে ছুটল। কিন্তু যেতে পারল না বেশিদূর। তার আগেই গুলি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

পাইলটের কাছে গেল কাজালেট। ঝুঁকে বলল, 'আমাদেরকে নিচে নামিয়ে দাও। আমি হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে পড়ব। দেখি কী করা যায়।'

'পাগল হলে নাকি!' বলল পাইলট।

'যা বললাম করো। হেলিকপ্টার নিচে নামাও, আমাকে ফেলে দিয়ে এখান থেকে দূর হয়ে যাও।'

ঘুরল কাজালেট, একটা M16 এবং প্রচুর পরিমাণে গুলির পাউচ ঝোলালো গলায়। বেল্টে গুঁজল গোটা ছয় গ্রেনেড এবং ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেটের পকেটে কয়েকটি সিগনাল দেয়ার ফ্লেয়ার রাখল। হেলিকপ্টার দ্রুত নেমে আসছে, ভিয়েত কংরা ওদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। হেভি মেশিনগান চালিয়ে প্রত্যুত্তর দিল হেডলি।

ফিরল সে, দাঁত কেলিয়ে হাসল, 'তোমার কী মরার ইচ্ছে হয়েছে?'

'বা অন্য কিছু,' জবাব দিল কাজালেট। হেলিকপ্টার মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে, সে লাফ দিল মাটিতে।

পেছন থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ, 'আমি আসছি।' ফিরল কাজালেট। হার্ভে। এক কাঁধে মেডিকেল ব্যাগ।

'পাগল একটা,' বলল কাজালেট।

'আমরা তো সবাই তা-ই, নয় কী?' বলল হার্ভে। ধান ক্ষেতের মাঝ দিয়ে বাঁধ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল ওরা। উড়ে চলে গেল হেলিকপ্টার।

লাশের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছে। দাউদাউ জ্বলছে বাস। সশব্দে ফেটে যাচ্ছে কাচের জানালা। বাসের ভেতর থেকে ভেসে আসছে আর্তনাদ। কয়েকজন

মহিলা নামল লাফ মেরে, দুজন ছুটল নলখাগড়ার ঝোপের দিকে, রাস্তায় আবির্ভূত হলো তিন ভিয়েত কং। হাতে উদ্যত রাইফেল।

নিজের M16 তুলল কাজালেট, ঝটিকা গুলিতে দুই ভিয়েত কং পপাত ধরণীতল হলো। নীরবতা নেমে এল এক মুহূর্তের জন্য। হার্ভে এক মহিলার পাশে উবু হলো, হাতের পালস পরীক্ষা করছে।

'কোনো আশা নেই,' বলল সে, ঘুরল কাজালেটের দিকে, বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ। 'তোমার পেছনে।'

এক মুহূর্তে দুটি ঘটনা ঘটল। একটা বুলেট বিঁধল হার্ভের বুকে, চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে। বিদ্যুৎচমকের মতো ঘুরে দাঁড়াল কাজালেট, বাঁধ থেকে উঠে আসা দুই ভিয়েত কংকে লক্ষ্য করে নিতম্বের কাছ থেকে গুলি ছুঁড়ল। একজন গুলি খেয়ে ঢলে পড়ল, অপরজন ছুটে পালাল নলখাগড়ার ঝোপে। এখন শুধু সুনসান নীরবতা চারদিকে।

বাসে মোট পাঁচজন যাত্রী বেঁচে আছে। এদের তিনজন ভিয়েতনামী মহিলা, একজন বুড়ো, সে পাশের গাঁয়ে যাচ্ছিল, এবং শেষের জন কালো চুলের অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী। সে ভয়ে কাঁপছে। তার পরনে খাকি শার্ট, প্যান্ট। জামায় রক্তের দাগ। তবে তার নয়, অন্য কারো।

তরুণী বৃদ্ধের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলছিল। একটা বুলেট ফুয়েল ট্যাংকে ঢুকে বিস্ফোরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসে আগুন ধরে গেল।

'এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়,' বুড়ো বলল তরুণীকে।

'নলখাগড়ার ঝোপে লুকাতে হবে।' সে ভিয়েতনামী মহিলাদেরকে একই কথা বলল।

মহিলারা খেঁকিয়ে উঠে কী যেন বলল। বুড়ো কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরল তরুণীর দিকে, 'ওরা ভয় পেয়েছে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

লোকটার গলার স্বরে জরুরি আর্তিতে সাড়া দিতে কসুর করল না তরুণী। বুড়োর পেছন পেছন নেমে এল দরজা দিয়ে। বুড়ো প্রথমে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল তারপর সিধে হয়ে ছুটতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে গুলি খেল সে। তরুণী জান বাজি রেখে বাঁধের পাশ দিয়ে এক ছুটে ঢুকে পড়ল নদী তীরের লম্বা শরবনে। কাজালেট দূর থেকে তাকে দেখতে পেল।

তরুণী কাদা-পানির মধ্যে নলখাগড়া ঠেলে সরিয়ে সামনে এগোচ্ছে, সামনে দেখতে পেল দুই ভিয়েত কংকে। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছে। হাতে AR47 রেডি। এদের বয়স ষোলো-সতেরোর বেশি হবে না, গোঁফের রেখাও নেই ঠোঁটে। কিন্তু পনেরো গজ দূরে দাঁড়ানো দুই কিশোরকে অস্ত্র হাতে যমদূতের মতো লাগল।

ওরা রাইফেল তুলল, সভয়ে চোখ বুজল তরুণী। এমন সময় একটা ভয়ংকর চিৎকার শুনতে পেয়ে চাইল চোখ মেলে। শরবন থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এসেছে কাজালেট, নিতম্বের কাছ থেকে গুলি করল। ঝপাস করে পানিতে আছড়ে পড়ল দুই

সৈনিকের প্রাণহীন দেহ।

কাছেই শোনা গেল মনুষ্যকণ্ঠ। কাজালেট বলল, 'কথা বলবেন না।' সে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পিছু নিল তরুণী।

অনেকটা রাস্তা হাঁটার পরে কাজালেট বলল, 'এখন থামা যাক।' ওরা ধানক্ষেতের কিনারে চলে এসেছে। সামনেটা আড়াল করে রেখেছে শরবনের ঘন পর্দা। পানির মধ্যে মাথা উঁচিয়ে আছে মাটির ছোট ঢিবি। ঢিবির ওপর তরুণীকে বসাল কাজালেট। নিজেও বসল পাশে। 'অনেক রক্ত দেখছি। কোথাও লেগেছে?'

'এটা আমার রক্ত নয়। আমার পাশে বসা এক মহিলাকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম আমি।'

'আপনি ফরাসি।'

'জি। আমার নাম জ্যাকুলিন ডি ব্রিসাক।' বলল সে।

'আমি জেক কাজালেট। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' ফরাসিতে বলল ও।

'আপনি তো ফরাসি ভালোই বলেন,' বলল তরুণী। 'নিশ্চয় স্কুলে বসে শেখেন নি?'

'না। ষোলো বছর বয়সে আমি প্যারিসে ছিলাম। আমার বাবা দূতাবাসে চাকরি করতেন।' মুচকি হাসল কাজালেট। 'আমার সবগুলো ভাষা এভাবেই শেখা। বাবা চাকরির সুবাদে সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছেন।'

তরুণীর মুখে এবং চুলে কাদা লেপ্টে আছে। সে জট ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে হাসল। 'আমাকে নিশ্চয় বিশ্রী লাগছে।'

জেক কাজালেট সে মুহূর্তে তরুণীর প্রেমে পড়ে গেল। একেই হয়তো বলে প্রথম দর্শনে প্রেম।

মেয়েটি যখন জানল কাজালেট হেলিকপ্টার নিয়ে কাটুম যাচ্ছিল, বলল, 'আমি ওখানে গিয়েছি তো!'

'গুড গড, কীসের জন্য? ওটা তো যুদ্ধক্ষেত্র।'

এক মুহূর্ত নীরব থাকল তরুণী। 'আমার স্বামীকে খুঁজতে।'

বুকের ভেতরটা ফাঁকা ঠেকল কাজালেটের। ঢোক গিলল। 'আপনার স্বামী?'

'হ্যাঁ। ফ্রেঞ্চ ফরেন লিজিয়নের ক্যাপ্টেন জাঁ ডি ব্রিসাক। সে মাস তিনেক আগে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের সঙ্গে কাটুমে যায়। মোট কুড়িজন ছিল ওরা।'

'ঘটনাটা শুনেছি আমি,' ধীরে ধীরে বলল কাজালেট। ওর ভেতরে দুঃখ, সহানুভূতি এবং আশ্চর্য ব্যাপার খানিকটা স্বস্তিও বোধ হচ্ছে।

'তারা সবাই তো...'

'জি,' শান্ত গলায় বলল মেয়েটি। 'সবাই মারা যায়। ভিয়েত কংরা হ্যান্ড গ্রেনেড ব্যবহার করেছিল। লাশ সনাক্ত করার উপায় ছিল না। আমি আমার স্বামীর রক্তমাখা ফিল্ড জ্যাকেট এবং কাগজপত্র পেয়েছি। ও মারা গেছে সন্দেহ নেই।'

'তাহলে আপনি এখানে এলেন কেন?'

'নিশ্চিত হতে।'

'ওরা আপনাকে আসতে দিল?'

মৃদু হাসল তরুণী। 'আমার স্বামীর রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। আমার স্বামী কমতে ডি ব্রিসাক পরিবারের সন্তান। এটি ফ্রান্সের অতি প্রাচীন সামরিক পরিবার। ওয়াশিংটনের সঙ্গে ওদের প্রচুর যোগাযোগ আছে। বিশ্বের সবখানেই যোগাযোগ আছে।'

'আপনি তাহলে একজন কাউন্টেস?'

'জি।' জবাব দিল মেয়েটি। সে আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিল, মানুষজনের চিৎকার শুনে থেমে গেল। ভিয়েতনামী ভাষায় কী যেন বলে উঠল কাজালেট।

সতর্ক গলায় প্রশ্ন করল তরুণী, 'আপনি কী বললেন?'

'ওরা ঝোপঝাড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। বলে দিলাম এদিকে আমাদের চিহ্নমাত্র নেই।'

'বাহ্, আপনার মাথায় অনেক বুদ্ধি তো!'

'ধন্যবাদটা আমাকে নয়, বাবাকে দিন। সাইগনে বছরখানেক থাকার কারণে ভিয়েতনামী ভাষাটাও কিছু কিছু জানি।'

'ওখানেও ছিলেন?' হাসছে মেয়েটি।

'হ্যাঁ। ওখানেও ছিলাম।'

মাথা নাড়ল তরুণী, 'আপনি একদম অন্যরকম একজন মানুষ, লেফটেনেন্ট কাজালেট।' বিরতি দিল। 'এখান থেকে যদি বেরোতে পারি, আপনার কাছে এজন্য ঋণী হয়ে থাকব। আমার সঙ্গে ডিনার করবেন?'

দাঁত বের করে হাসল কাজালেট। 'কাউন্টেস, সেটা আমার জন্য বড়ই খুশির খবর হবে।'

দূর থেকে রোটর ব্লেডের শব্দ ভেসে এল। সার বেঁধে উড়ে আসছে হুই কোবরা গানশিপ। পকেট থেকে একজোড়া ফ্লেয়ার বের করল কাজালেট। আগুন ধরিয়ে ছুড়ে দিল আকাশে। গানশিপ দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল ভিয়েত কংরা। কাজালেট মেয়েটির হাত ধরল।

'সৈন্যরা ঠিক সময়ে এসে পড়েছে, সিনেমার মতো। এখন আর আপনার চিন্তা নেই।'

মেয়েটি শক্ত করে ধরে থাকল কাজালেটের হাত। দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে এল ধানক্ষেত থেকে, পা বাড়াল এইমাত্র অবতরণ করা একটি গানশিপের দিকে।

সাইগনের এক্সেলসিয়র অনেক আগে ফরাসি কলোনি ছিল। এর দোতলার রেস্টুরেন্টে ঢুকলে মনে হয় যুদ্ধের নারকীয়তা থেকে প্রত্যাবর্তন ঘটল স্বর্গে। সাদা টেবিলক্লথ, লিনেন ন্যাপকিন, রুপোর বাসনকোসন, টেবিলে জ্বলছে মোম। ট্রপিক্যাল ইউনিফর্ম পরে বার-এ অপেক্ষা করছিল কাজালেট। ঝলমল করছে ইউনিফর্মের মেডাল রিবন। উত্তেজনা বোধ করছে সে। কাজালেটের জীবনে আগেও

নারীদের আগমন ঘটেছে কিন্তু কোনো মেয়ের গভীর প্রেমে এই প্রথম হাবুডুবু খাচ্ছে সে।

বার-এ জ্যাকুলিনকে ঢুকতে দেখে দম বন্ধ হয়ে এল কাজালেটের। সে খুব সাধারণ সাদা একটা কাপড় পরেছে, পুঁতি বসানো, চুল বেঁধেছে চুড়ো করে, মুখে মেকআপ নেই বললেই চলে, হাতে একজোড়া সরু বালা, বিয়ের আংটির পাশে হীরের একটি আংটিও ঝলমল করছে। কিন্তু এতেই অনন্য এবং অভিজাত লাগছে ওকে। ভিয়েতনামী হেড ওয়েটার জ্যাকুলিনকে দেখে এগিয়ে গেল।

'এ গ্রেট প্লেজার, কাউন্টেস,' চোস্ত ফরাসিতে বলল সে, চুমু খেল জ্যাকুলিনের হাতে। 'লেফটেনেন্ট কাজালেট আপনার জন্য বার-এ অপেক্ষা করছেন। আপনি কী সরাসরি ওখানে গিয়ে বসবেন?'

হাসল জ্যাকুলিন, জেকের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। সে এগিয়ে আসছে এদিকেই। 'ওহ্, হ্যাঁ। আমাদেরকে ডম পেরিগনন পরিবেশন করবে। এটা একটা সেলিব্রেশন।'

' সেলিব্রেশনের উদ্দেশ্যটা কী জানতে পারি, কাউন্টেস?'

'হ্যাঁ পিয়েরে। বেঁচে থাকার আনন্দটুকু উপভোগ করব আমরা।'

হেড ওয়েটার হাসল। জ্যাকুলিনকে নিয়ে উঠে এল দোতলায়। বাইরে, বারান্দায় কিনারের একটি টেবিলে বসাল দুজনকে।

'শ্যাম্পেন সরাসরি এখানে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

'ধূমপান করলে কিছু মনে করবেন?' জ্যাকুলিন জিজ্ঞেস করল কাজালেটকে।

'না। যদি আমাকেও ধূমপানের সুযোগ দেয়া হয়।'

সামনে ঝুঁকে জ্যাকুলিনের সিগারেটে আগুন জ্বেলে দিল কাজালেট।

'আপনাকে অপূর্ব লাগছে।'

হাসি থেমে গেল জ্যাকুলিনের। তারপর আবার হাসি ফোটাল মুখে।

'আর আপনাকে খুব হ্যান্ডসাম লাগছে। আপনার সম্পর্কে বলুন। আপনি কি রেগুলার সোলজার?'

'না, দু'বছরের চুক্তিতে এসেছি।'

'তার মানে নিজেই ইচ্ছে করে এখানে এসেছেন? কিন্তু কেন?'

'লজ্জায়। আমি কলেজে পড়তাম। তাই যুদ্ধটুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। এরপরে হার্ভার্ডের ল স্কুলে গেলাম। আমি ওই সময় ডক্টরেট করছিলাম।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তারপর একটা ঘটনা ঘটল। আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।'

শ্যাম্পেন চলে এসেছে, সেই সঙ্গে মেনু। চেয়ারে হেলান দিল জ্যাকুলিন। 'কী ঘটেছিল?'

ক্যাফেটেরিয়ার পুরো ঘটনার বর্ণনা ওকে দিল কাজালেট। 'তো তারপর আমি এখানে।'

'আর যে ছেলেটি হাত হারিয়েছে তার কী হলো?'

'টেডি গ্রান্ট? সে ভালোই আছে। ল স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয় বাড়িতে ছুটি কাটাতে যাবার সময়। সে ছুটির সময় আমার বাবার সঙ্গে কাজ করে। টেডি খুব প্রতিভাবান।'

'আপনার বাবা কি কূটনীতিক?'

'এক অর্থে তাঁকে তা-ই বলা যায়। বাবা আইনজীবী, স্টেট ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি সিনেটর।'

ভুরু কপালে তুলল জ্যাকুলিন। 'আপনার আর্মিতে যোগ দেয়ার কথা শুনে কী বললেন?'

'মেনে নিয়েছিলেন ব্যাপারটা। আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার সময় উনি ক্যাম্পেইন করছিলেন। সত্যি বলতে কী, তাঁর পাশে ইউনিফর্ম পরা সন্তান মানিয়ে গেছে।'

'এবং একজন হিরো?'

'আমি তা বলিনি।'

'আপনি বলেননি। তবে আপনার মেডেল বলছে। আমরা কিন্তু কথা বলতে গিয়ে শ্যাম্পেনের কথা ভুলে গেছি।' নিজের গ্লাস তুলল জ্যাকুলিন। 'কীসের উদ্দেশ্যে পান করব?'

'আপনি যেমন বলেছেন, বেঁচে থাকার আনন্দে।'

ওরা পরস্পরের গ্লাসের সঙ্গে মৃদু শব্দে টোস্ট করল। 'আপনি ফিরছেন কবে?' জিজ্ঞেস করল কাজালেট।

'প্যারিসে?' মাথা নাড়ল জ্যাকুলিন। 'আমার তাড়া নেই তেমন। নিজেও জানি না এরপরে কী করব।'

ডিনার খুব সুস্বাদু ছিল। ওরা ডিনার শেষে হাত ধরাধরি করে কিছুক্ষণ নাচল। মেয়েটিকে নিজের হাতের মধ্যে খুব হালকা লাগল কাজালেটের। ওর পারফিউমের গন্ধ চুরি করল সংগোপনে।

জ্যাকুলিনের সঙ্গে কত বিষয় নিয়ে যে কথা বলল কাজালেট! কারো সঙ্গে জীবনেও এতক্ষণ কথা বলেনি সে। মেয়েটি সব কথা জানতে চায়। ওরা দ্বিতীয় বোতল শ্যাম্পেন নিল, সেই সঙ্গে আইসক্রিম এবং কফি। জ্যাকুলিন বলল সে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে কিছুক্ষণ চড়বে। কাজালেট কি তাকে সঙ্গ দেবে? 'সানন্দে' বলে চেয়ার ছাড়ল কাজালেট।

সাইগনের রাস্তা বরাবরের মতোই হট্টগোলে পূর্ণ। রাস্তায় ছুটে চলেছে গাড়ি, স্কুটার, সাইকেল এবং পথচারী। মক্ষীরাণীরা বার-এর বাইরের দেয়ালে হেলান দিয়ে খদ্দেরের আশায় তাকাচ্ছে চারপাশে।

'আমরা চলে যাবার পরে এদের দশা কী হবে ভাবছি,' মেয়েগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল কাজালেট।

'আমরা, ফরাসিরা চলে যাবার পরে ওরা কিন্তু ঠিকই নিজেদের জীবন চালিয়ে নিয়ে গেছে,' বলল জ্যাকুলিন। 'জীবন কখনো থেমে থাকে না।'

'ঠিক বলেছেন,' বলে কাজালেট ওর হাত ধরল।

বাধা দিল না জ্যাকুলিন, বরং সাড়া দিল। ঘোড়ার গাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি দিল। 'আমি শহর দেখতে ভালোবাসি। সব ধরনের শহর। বিশেষ করে রাতের বেলা। প্যারিসের কথাই ধরো। প্যারিসের রাস্তায় রাতের বেলা চলার সময় এক ধরনের উত্তেজনা কাজ করে মনে। মনে হয় এখনই বোধহয় কিছু ঘটবে।'

'কিন্তু সাধারণত কিছু ঘটে না।'

'তুমি সত্যিকারের রোমান্টিক নও।'

'তাহলে কীভাবে রোমান্টিক হবো শিখিয়ে দাও,' অন্ধকারে কাজালেটের দিকে ফিরল জ্যাকুলিন। ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে চুমু খেল কাজালেট।

'ওহ্, জেক কাজালেট, তুমি সত্যিই চমৎকার একজন মানুষ।'

জ্যাকুলিন কাজালেটের কাঁধে মাথা রাখল।

এক্সেলসিয়রে ফিরে এল ওরা। রিসেপশন থেকে নিজের সুইটের চাবি নিল জ্যাকুলিন, তুলে দিল কাজালেটের হাতে। তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে কার্পেটে মোড়া চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল জ্যাকুলিন, অপেক্ষা করছে কাজালেটের জন্য। দরজার তালা খুলল কাজালেট, মেলে ধরল কপাট। সরে দাঁড়াল একপাশে। ভেতরে ঢুকল জ্যাকুলিন। পেছন পেছন কাজালেট।

খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডো পাশ কাটিয়ে ব্যালকনিতে চলে এল জ্যাকুলিন। তাকাল নিচের ব্যস্ত রাজপথে। কাজালেট পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল ওর কোমর।

'তুমি সত্যিই এটা করতে চাইছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল জ্যাকুলিন,' 'আমরা তো বলি জীবন বেঁচে থাকার জন্য। আমাকে অল্পক্ষণ সময় দাও। তারপর এসো।'

কিছুক্ষণ পরে, বালিশে মাথা রেখে সিগারেট ফুঁকছে জেক কাজালেট। জীবনেও এত তৃপ্তি পায়নি সে। জ্যাকুলিন তার পাশে ঘুমাচ্ছে। ঘড়ি দেখল কাজালেট। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভোর চারটে বাজে। সকাল আটটায় বেস-এ ব্রিফিং আছে।

আস্তে বিছানা থেকে নামল সে, পোশাক পরতে লাগল। অস্পষ্ট গলায় কথা বলল জ্যাকুলিন, 'চলে যাচ্ছ, জেক?'

'ডিউটিতে আছি আমি। জরুরি ব্রিফিং আছে। লাঞ্চে দেখা হতে পারে?'

'অবশ্যই।'

ঝুঁকল কাজালেট। চুমু খেল মেয়েটির কপালে। 'আবার দেখা হবে, মাই লাভ।' বলে বেরিয়ে গেল সে।

ব্রিফিং জেনারেল-স্টাফ পর্যায়ের। ফাঁকি দেয়া যাবে না। কাজালেট, কর্নেল আর্চ প্রোসার বললেন, 'জেনারেল আর্লিংটন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মুখিয়ে আছেন।'

জেনারেলের মাথার সমস্ত চুল সাদা। ছোটখাটো গড়ন, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর।

কাজালেটের হাত মুঠোতে পুরে বললেন, 'তোমাকে নিয়ে আমাদের খুব গর্ব হচ্ছে, লেফটেনেন্ট কাজালেট। তোমার রেজিমেন্টও তোমাকে নিয়ে গর্বিত। তুমি যা করেছ তা এককথায় অসাধারণ। অন্যরাও আমার সঙ্গে একমত। তোমাকে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত করার জন্য সুপারিশ করেছি আমি।' একটা হাত তুললেন তিনি, 'জানি পদটির জন্য তোমার বয়স কম হয়ে যায়। তবে ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমাকে ডিস্টিংগুইসড সার্ভিস ক্রস দেয়ার কথাও বলেছি।'

'আমি অভিভূত, স্যার।'

'অভিভূত হতে হবে না। এটা তোমার প্রাপ্য ছিল। হপ্তা তিনেক আগে হোয়াইট হাউজের এক অনুষ্ঠানে তোমার বাবার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। চমৎকার আছেন তিনি।'

'শুনে ভালো লাগছে, জেনারেল।'

'উনি তোমাকে নিয়ে খুবই গর্বিত। তোমার মতো ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে ইচ্ছে করলেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারতে। কিন্তু উল্টো তুমি হার্ভার্ড ছেড়ে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগ দিয়েছ। তুমি দেশের সম্পদ।'

জেনারেল কাজালেটের হাত প্রবলভাবে নেড়ে প্রস্থান করলেন। কাজালেট কর্নেল প্রোসারের দিকে ঘুরল। 'আমি এখন যেতে পারি?'

'অবশ্যই, ক্যাপ্টেন,' মুচকি হাসলেন প্রোসার। 'তবে আগে বেস-এ গিয়ে কোয়ার্টারমাস্টারের সঙ্গে দেখা করো। সে তোমাকে তোমার নতুন পদের ইনসিগনিয়া দিয়ে সাজিয়ে দেবে।'

এক্সেলসিয়রের বাইরে নিজের জিপ পার্ক করল জেক কাজালেট। ঢুকল ভেতরে। স্কুল ছাত্রদের মতো উত্তেজনা নিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বাইল। জ্যাকুলিনের সুইটের দরজায় নক করল সে। দরজা খুলল জ্যাকুলিন। চোখ ভেজা। কাজালেটকে জড়িয়ে ধরল সে।

'ওহ্, জেক, থ্যাংক গড, তুমি এসেছ। আমি চলে যাচ্ছিলাম। ভাবিনি আর কখনো তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

'চলে যাচ্ছ? কিন্তু... কী হয়েছে?'

'ওরা জাঁকে খুঁজে পেয়েছে। আমার স্বামী মারা যায় নি, জেক! একটি পেট্রল ওকে ঝোপ থেকে উদ্ধার করেছে। মারাত্মক আহত হয়েছে জাঁ। আজ সকালে ওরা ওকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। ও মিশেল মিলিটারি হাসপাতালে আছে। তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে?'

ঘরটা জেকের চারপাশে বনবন করে ঘুরতে লাগল।

'অবশ্যই নিয়ে যাব। আমার জিপ বাইরে আছে। তোমার আর কিছু লাগবে?'

'না, জেক। আমাকে শুধু ওখানে নিয়ে চলো।'

হাসপাতালের প্রাইভেট রুমের দরজার কাচ দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল জেক। দেখতে পেল ক্যাপ্টেন কমতে জাঁ ডি ব্রিসাক শুয়ে আছে ওখানে। মাথায় পুরু

ব্যান্ডেজ, জ্যাকুলিন এক ডাক্তারসহ তার পাশে। ওরা একসঙ্গে বেরিয়ে এল। 'কেমন আছেন উনি?' জিজ্ঞেস করল জেক।

জবাব দিলেন ডাক্তার,"একটা বুলেট ওনার খুলির ছাল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। ওকে যখন আমরা খুঁজে পাই তিনি তখন অনাহারে ধুঁকছেন। ওকে যে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে সেটাই ভাগ্য।'

চলে গেলেন তিনি। চোখভরা জল নিয়ে হাসল জ্যাকুলিন ব্রিসাক। 'আসলেই আমি ভাগ্যবতী, না?' ওর গলা ধরে এল। 'ওহ্ গড, এখন আমি কী করব?'

চুপ করে রইল কাজালেট। জ্যাকুলিনের গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে, সে আলগোছে রুমাল দিয়ে মুছে দিল অশ্রু। 'কেন, তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাবে।'

কাজালেটের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল জ্যাকুলিন। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। প্রাইভেট রুমের দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। মেইন এন্ট্রান্সের করিডোরে চলে এল কাজালেট। সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

'তুমি জানো, জেক, আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত,' নরম গলায় কথাটা নিজেকে শোনাল ও। তারপর দ্রুতগতিতে এগোল জিপের দিকে। চোখে আসা অশ্রু ঠেকাতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

আর্মির সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক কাজ শেষ হবার পরে হার্ভার্ডে ফিরে এল জেক কাজালেট। শেষ করল ডক্টরেট। বাবার ল ফার্মে যোগ দিল। অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়ল রাজনীতির সঙ্গে। কংগ্রেসম্যান পদে অধিষ্ঠিত হলো কাজালেট। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করল সুহাসিনী, সুভাষিণী এবং সুদর্শনা এলিস বিডলকে। কাজালেটের পিতা পুত্রকে তাগাদা দিলেন বাবা হবার জন্য। কিন্তু ওদের কোনো সন্তান হলো না। এলিসের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, ধরা পড়ল লিউকেমিয়া।

জেক কাজালেট শুনেছে জাঁ ডি ব্রিসাক এখন ফরাসি সেনাবাহিনীর জেনারেল পদ দখল করেছেন। জ্যাকুলিনের স্মৃতি এতই দূরে মনে হয় ওটা একটা স্বপ্ন ছিল। ডি ব্রিসাক একদিন হার্টঅ্যাটাকে মারা গেলেন। নিউইয়র্ক টাইমসে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছাপা হলো, জ্যাকুলিনের ছবিসহ। কাগজ পড়ে কাজালেট জানতে পারল জ্যাকুলিনের একটি মেয়ে আছে, মেরী নাম। ভাবল সান্ত্বনা জানিয়ে জ্যাকুলিনকে চিঠি লিখবে, পরে বদলাল মত। বিব্রতকর অতীতের প্রতিধ্বনি তুলতে চায় না ও। এতে লাভ কী?

তারচেয়ে জ্যাকুলিনকে একা থাকতে দেয়াই ভালো...

সিনেটর হিসেবে কাজালেটকে সরকারি কাজে প্রায়ই দেশের বাইরে যেতে হয়। এলিস সঙ্গে থাকে না। ১৯৮৯ সালে প্যারিসে গেল কাজালেট এরকম একটি কাজে। সঙ্গে থাকল বিশ্বস্ত এইড এবং প্রাইভেট সেক্রেটারি একহাতি আইনজীবী টেডি গ্রান্ট। প্রেসিডেন্সিয়াল বল-এ আমন্ত্রণ পেল কাজালেট। রিজ হোটেলে নিজের সুইটের বসার ঘরের ডেস্কে বসে কাজ করছে কাজালেট, এমন সময় ঘরে ঢুকল টেডি।

‘তোমাকে এলিসি প্রাসাদে দাওয়াত দেয়া হয়েছে,’ বলল সে, ‘না বলতে পারবে না।’

‘না বলতে চাইও না,’ বলল কাজালেট। ‘তবে এবারে সিনেটর জ্যাকব কাজালেটের সঙ্গে তার এক বন্ধুও যাবে। আর সেটা হবে তুমি, টেডি। কাজেই কালো টাই পরে এসো।’

‘আমিও যেতে আপত্তি করব না,’ বলল টেডি। ‘ফ্রি শ্যাম্পেন, স্ট্রবেরি, সুন্দরী নারী। তবে তোমার জন্য, এনিওয়ে।’

‘সুন্দরী ফরাসি নারী, টেডি। আর আমি এখন এসব থেকে একশো হাত দূরে, মনে আছে? এখন ভাগো তো।’

একটি বলরুমে যা যা থাকা দরকার সবই আছে এখানে। একটি অবিশ্বাস্য সুন্দর সেলুন, এক কোণে অর্কেস্ট্রা বাজছে, গোটা দুনিয়া যেন চলে এসেছে এখানে। সুদর্শন পুরুষ, অপূর্ব সুন্দরী নারী, ইউনিফর্মধারী। আরেকটা শ্যাম্পেনের গ্লাস আনতে গেল টেডি, কাজালেট ডান্স ফ্লোরের কিনারে দাঁড়িয়ে রইল একা।

একটি কণ্ঠ বলে উঠল, ‘জেক?’

ঘুরল ও, তাকে দেখতে পেল। হিরের ছোট টায়রা মাথায়, গায়ে কালো সিল্কের বলগাউন। ‘মাই গড, তুমি জ্যাকুলিন!’

জ্যাকুলিনের হাত নিজের মুঠোয় টেনে নিল জেক। বুকের ভেতরে দিড়িম দিড়িম ঢাক। মেয়েটি এখনো আগের মতোই ধরে রেখেছে রূপ, যেন সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ওর কাছে। ‘তুমি এখন সিনেটর কাজালেট। তোমার ক্যারিয়ারের সমস্ত খবরই আমি রাখি। ওরা বলে তুমি ভবিষ্যতের প্রেসিডেন্ট।’

‘গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল,’ বলল জেক। ইতস্তত করে যোগ করল। ‘তোমার স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে খুব কষ্ট পেয়েছি।’

‘হ্যাঁ। হঠাৎ করেই মরে গেল। কাউকে কিছু বুঝতেও দিল না।’

হাতের ট্রেতে শ্যাম্পেনের দুটি গ্লাস নিয়ে হাজির হলো টেডি গ্রান্ট। কাজালেট বলল, ‘টেডি, ইনি কমেতেস ডি ব্রিসাক... আমার পুরানো এক বন্ধু।’

‘আপনি নিশ্চয় হার্ভার্ড ক্যাফেটেরিয়ার সেই টেডি গ্রান্ট?’

হাসল জ্যাকুলিন, ‘আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যিই খুশি হলাম, মি. গ্রান্ট।’

‘আরে, উনি কী বলছেন?’ জিজ্ঞেস করল টেডি।

‘ও কিছু না। টেডি, যাও। আরেক গ্লাস শ্যাম্পেন পান করে এসো।’

চলে গেল টেডি। জ্যাকুলিনকে নিয়ে কাছের টেবিলটি দখল করল কাজালেট। ‘তোমার বউ কই?’ জানতে চাইল জ্যাকুলিন।

‘এলিসের লিউকেমিয়া হয়েছে।’

‘ওহ্, আই অ্যাম সরি।’

‘ওর মনে অনেক জোর। কিন্তু অসুখটা ওকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে। এজন্য আমরা কোনো সন্তান নিতে পারিনি। ব্যাপারটা অদ্ভুতই বলতে পারো। আমার বাবা, গত বছর গত হয়েছেন তিনি, এলিসকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন যাতে বাবা

হতে পারি। কিন্তু তাঁর আশা পূরণ হয়নি।'

'তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালোবাস না?'

'এলিসের প্রতি আমার যথেষ্ট মায়া-মমতা আছে। কিন্তু ভালোবাসা?' ডানে-বামে মাথা নাড়ল কাজালেট। 'ভালো আমি জীবনে শুধু একজনকেই বেসেছি।'

ওর হাত স্পর্শ করল জ্যাকুলিন। 'আমি দুঃখিত, জেক।'

'আমিও। আমরা সবাই হারিয়ে গেছি—এলিস, তুমি এবং আমি। সন্তান নেই বলে মাঝে মাঝে এমন খারাপ লাগে!'

'কিন্তু তোমার সন্তান আছে, জেক,' নরম গলায় বলল জ্যাকুলিন।

সময় থমকে গেল কাজালেটের জন্য। 'মানে?' অবশেষে বলল সে।

'ওইদিকে তাকাও। টেরেসের ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর দিকে।' বলল জ্যাকুলিন।

মেয়েটির চুল বেশ লম্বা, গায়ে সাধারণ সাদা একটি ড্রেস। অবিকল মায়ের চেহারা পেয়েছে।

'আমার সঙ্গে মশকরা কোরো না,' ফিসফিস করল কাজালেট।

'মশকরা করছি না, জেক। এটাই সত্যি। সাইগনে এক রাতে ও আমার পেটে আসে। ওর জন্ম প্যারিসে, ১৯৭০ সালে। ওর নাম মেরী। অক্সফোর্ডে পড়তে যাচ্ছে ও।'

মেয়েটির ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না জেক।

'জেনারেল জানতেন ব্যাপারটা?'

'সে ভাবত মেরী তারই সন্তান। তবে হার্ট-অ্যাটাকের সময় ভিয়েতনামের এক হাসপাতালে কেউ তাকে একটি চিঠি পাঠায়। চিঠিতে লেখা ছিল জেনারেলের স্ত্রী এক আমেরিকান অফিসারের সঙ্গে হোটেল এক্সেলসিয়রে ভোর চারটা পর্যন্ত ছিলেন।'

'কিন্তু কে?—'

'স্টাফদের কেউ। মানুষ এত খারাপ হতে পারে? বেচারা জাঁ। সে মৃত্যুর আগে লিখে দিয়ে যায় সে মেরির খেতাবী পিতা মাত্র, আসল বাবা নয়।'

'মেরী ব্যাপারটা জানে?'

'না। ওকে জানতে দিতে চাইও না। তুমিও ওকে কিছু বলবে না, জেক। তুমি একজন ভালোমানুষ, সম্মানিত ব্যক্তি, একইসঙ্গে রাজনীতিবিদও। আমেরিকার মানুষ রাজনীতিবিদদের অবৈধ কন্যাকে মেনে নেবে না।'

'কিন্তু ব্যাপারটা তো আসলে তা নয়। সবাই ভেবেছিল তোমার স্বামী মারা গেছেন।'

'জেক, আমার কথা শোনো। একদিন হয়তো তুমি প্রেসিডেন্ট হবে, সবার তা-ই ধারণা, কিন্তু এ ধরনের স্ক্যান্ডাল মাথায় নিয়ে প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না। আর মেরীরই বা কী হবে? সে তার জেনারেল পিতার স্মৃতি নিয়েই থাক না! মেরীকে ব্যাপারটা জানতে দেয়া যাবে না। শুধু তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না ব্যাপারটা। ঠিক আছে?'

জানালার পাশে দাঁড়ানো সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকাল জেক। ফিরল তার মায়ের দিকে। 'ঠিক আছে।'

জেকের হাত ধরল জ্যাকুলিন। 'তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে?'

'একশোবার!'

ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর দিকে হেঁটে গেল জ্যাকুলিন। 'ও তোমার চোখ আর হাসি পেয়েছে, জেক।'

মেরী ডি ব্রিসাক এক সুদর্শন তরুণ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিল। ফিরল, 'মা,' হাসল সে, 'কথাটা আগেও বলেছি। তবু আবার বলছি—ড্রেসটিতে দারুণ মানিয়েছে তোমাকে।'

মেয়ের দু'গালে চুমু খেল জ্যাকুলিন। 'থ্যাঙ্ক ইউ, চেরি,' মেরি বলল, 'ইনি লেফটেনেন্ট মরিস গুইয়োঁ, ফ্রেঞ্চ ফরেন লিজিয়ন, চাদ থেকে মাত্র ফিরেছেন।'

মিলিটারি ভঙ্গিতে খটাশ করে দুই হিলের ওপর দাঁড়িয়ে গেল মরিস, চুম্বন করল জ্যাকুলিনের হাতে। 'আ প্লেজার, কাউন্টেস।'

'সিনেটর জ্যাকব কাজালেটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। উনি ওয়াশিংটন থেকে এসেছেন। আমরা পরস্পরের খুব ভালো বন্ধু।'

উৎসাহ নিয়ে মরিস বলল, 'আ প্লেজার, সিনেটর! গত বছর Paris Soir-এ আপনার আর্টিকেলটা পড়েছি। ভিয়েতনামে আপনি দারুণ দেখিয়েছেন।'

'ওয়েল, থ্যাঙ্ক ইউ, লেফটেনেন্ট,' বলল জেক কাজালেট। মেয়ের দিকে ফিরল সে। হাত ধরল। 'তুমি তোমার মায়ের রূপ পেয়েছ।'

'সিনেটর,' হাসছিল মেরি, হাসি মুছে গিয়ে বিস্ময় ফুটল চেহারায়। 'আপনার সঙ্গে আগেও কোথাও কী কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে আমার?'

'নিশ্চয় হয়েছে,' হাসল জেক। 'আমি কী করে তা ভুলি?' ওর হাতে চুমু খেল। 'এখন যদি অনুমতি দাও, তোমার মায়ের সঙ্গে একটু নাচব আমি।'

ডান্স ফ্লোরের দিকে যেতে যেতে জেক জ্যাকুলিনকে বলল, 'তুমি যা যা বললে—সব মিলে গেছে। ও সত্যি অপূর্ব।'

'বাবা যেমন মেয়েও তো তেমনই হবে।'

প্রগাঢ় প্রেম নিয়ে জ্যাকুলিনের দিকে তাকাল জেক। 'জানো, একটা মুহূর্তও তোমাকে ভুলতে পারিনি আমি, জ্যাকুলিন। যদি শুধু...'

'চুপ,' ওর ঠোঁটে আঙুল রাখল জ্যাকুলিন। 'আমি জানি, জেক, আমি জানি সে কথা। তবে আমাদের যা আছে তা নিয়েই সুখে থাকতে পারব।' হাসল সে। 'চলো, পাগুলোতে একটু জীবন সঞ্চার করি, সিনেটর।'

জ্যাকুলিনের সঙ্গে আর দেখা হয়নি জেকের। পার হয়ে যেতে লাগল বছর, লিউকেমিয়ায় ভুগে ভুগে একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল ওর স্ত্রী। উপসাগরীয় যুদ্ধের তিন বছর বাদে ওয়াশিংটনে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো জেকের। হোয়াইট হাউজের লনে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলল জেক। পাশে রয়েছে

টেডি।'

রাষ্ট্রদূত বললেন, 'প্রেসিডেন্সিয়াল নমিনেশন পাবার জন্য অভিনন্দন।'

'ধন্যবাদ,' বলল জেক। 'তবে সিনেটর ফ্রিম্যান আছেন। তিনিও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।'

'ওর কথা শুনবেন না, মি. অ্যামবাসাডর। ও অবশ্যই পাশ করবে।' বলল টেডি।

'জানি আমি,' কাজালেটের দিকে ফিরলেন রাষ্ট্রদূত।

'সবাই জানে।'

'হয়তো,' হাসল জেক। তারপর উদাস গলায় জানতে চাইল, 'আচ্ছা, অ্যামবাসাডর, আমার এক বান্ধবী, কমতেসে ডি ব্রিসাক, অনেক দিন তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। ওর কোনো খবর জানেন?'

রাষ্ট্রদূতের চেহারায় অদ্ভুত একটা ছাপ পড়ল। তিনি বললেন, 'ওহ্‌হো, আমার তো মনেই ছিল না আপনি ভিয়েতনামে ওনার জীবন বাঁচিয়েছিলেন। ওর সঙ্গে আপনার কোনো যোগাযোগ নেই?'

'না।'

'তার মেয়ের সঙ্গে ক্যাপ্টেন মরিস গুইয়োঁর এনগেজমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা বেশ ভালোই ছিল। পরিবারটির সঙ্গে সখ্য ছিল আমার। তবে দুর্ভাগ্যবশত ছেলেটি উপসাগরীয় যুদ্ধে মারা যায়।'

'শুনে খারাপ লাগছে। আর কাউন্টেস?'

'ক্যান্সার, বন্ধু, উনি এখন মৃত্যুর দোরগোড়ায়।'

টেডিকে বলল কাজালেট, 'আমি চলে যাচ্ছি।' হোয়াইট হাউজের করিডোর ধরে দ্রুত হাঁটছে। 'তোমাকে দুটো কাজ করতে হবে। প্যারিসে আমাদের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করো এবং কমতেসে ডি ব্রিসাকের বর্তমান অবস্থার খবর নাও। তারপর ফোন করো এয়ারপোর্টে। প্যারিসে যাত্রার জন্য গালফস্ট্রিমকে রেডি থাকতে বলো।'

জেকের মা মারা যাবার সময় ছেলের নামে নিজের বিপুল ধন-সম্পদ রেখে গেছেন। জেক এখন একটি গালফস্ট্রিম জেটের মালিক।

টেডি মোবাইলে কথা বলতে বলতে লিমুজিনের সামনে চলে এল। জেক ওকে নিয়ে গাড়িতে বসল। ড্রাইভার এবং ওদের মাঝখানের কাচের পার্টিশনটা টেনে দিল। 'জেক, কোনো সমস্যা? আমাকে বলা যাবে?'

দিনের বেলা সাধারণত যে কাজটি করে না, আজ তাই করল জেক। হাত বাড়াল বার-এ, টেনে নিল ক্রিস্টালের গ্লাস। 'আমাকে স্কচ দাও, টেডি।'

'জেক, তুমি ঠিক আছ তো?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল টেডি।'

'আছি। আমি আমার জীবনে যে একটি মাত্র নারীকে ভালোবেসেছি সে ক্যান্সারে ভুগে মারা যাচ্ছে আর আমার মেয়েটি একা হয়ে পড়েছে।'

গ্লাসে মদ ঢালছে টেডি, বড় বড় হয়ে উঠল চোখ। 'তোমার মেয়ে, জেক?'

এক ঢোকে পুরোটা স্কচ গিলে ফেলল জেক।

'ভালো,' বলল সে। তারপর টেডিকে সব কথা খুলে বলল।

চেষ্টা বিফল হলো। বাঁচিয়ে রাখা গেল না জ্যাকুলিন ডি ব্রিসাককে। ভ্যালেন্সের ব্রিসাক পারিবারিক গোরস্তানে সমাহিত করা হলো তাকে। রিজ হোটেলে বসে জেককে খবরটা দিল টেডি। জেক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যেতে পারেনি।

'ধন্যবাদ, টেডি। আমরা আমাদের পূর্ণ সম্মান দেখাব,' বলল ও।

লিমুজিনে বন্ধুকে নিয়ে চড়ে বসল টেডি। এ কদিনে কাজালেটের বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। এই মানুষটিকে পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালোবাসে টেডি। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের চেয়েও। এই অধ্যাপক টেডির দীর্ঘদিনের বিছানার পার্টনার।

কাজালেট শুধু তার বন্ধু নয়, ভাইও। হার্ভার্ডের ওই ঘটনার পর থেকে টেডির ক্যারিয়ারের সমস্ত দেখভাল করে আসছে জেক। প্রথমে তাদের পারিবারিক ল ফার্মে একটি চাকরি জুটিয়ে দিয়েছে, তারপর ব্যক্তিগত সহকারী হওয়ার প্রস্তাব দিলে তা লুফে নেয় টেডি। তবে টেডি সমকামী বলে তার ব্যাপারে সিনেট কমিটির অনেকের আপত্তি ছিল। রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল জেক। বলেছিল, 'টেডি গ্রান্ট হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে গ্রাজুয়েশন করেছে। ভিয়েতনামে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে দেয়া হয়েছে ব্রোঞ্জ স্টার এবং ভিয়েতনামিজ ক্রস অব ভ্যালর। দেশের জন্য সে তার একটি হাতও খুইয়েছে।' গনগন করছিল জেকের চেহারা। 'তবে তারচেয়েও মুখ্য ব্যাপার হলো সে আমার বন্ধু এবং তার সেকসুয়াল কার্যকলাপ একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার।'

'আরে, শুনুন তো,' বলেছিলেন একজন সিনেটর।

'না, আপনারা শুনুন। আমি আর কমিটিতে থাকছি না।'

সে ঘুরে দাঁড়ায় গ্রান্টের দিকে। 'চলো, টেডি।'

প্রেসিডেন্টের কানে যায় এ খবর। তাঁর হস্তক্ষেপে টেডি জেকের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদটি ধরে রাখতে সমর্থ হয়। এ কথা জীবনেও ভুলবে না টেডি।

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। হালকা কুয়াশা ঘিরে রেখেছে সমাধিস্থল। ছোট একটি রেকর্ড অফিস আছে, ডিউটি করছে একজন ক্লার্ক। টেডি তার কাছ থেকে লোকেশন জেনে এল। ড্রাইভারকে বলল, 'উত্তরে যাও। তারপর বামে যাবে। আমরা ওখানে নামব।'

কাজালেটকে কিছু বলল না টেডি। তাকে ক্লান্ত এবং আড়ষ্ট লাগছে। গোরস্তানটি প্রাচীন, গথিক মনুমেন্ট এবং কবর দিয়ে ঘেরা। ওরা গাড়ি থেকে নামল। জেকের মাথার ওপরে কালো একটি ছাতা মেলে ধরল টেডি।

'এই পথে,' সরু একটি রাস্তা ধরে এগোল ওরা। দাঁড়াল জাঁকাল একটি সমাধির সামনে। 'এটা, সিনেটর,' বলল টেডি। কবরের ওপরে মৃত্যু দেবতার মূর্তি। ওক

কাঠের একটি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। দরজার গায়ে ডি ব্রিসাক নামটি খোদাই করা।

'আমি একটু একা থাকতে চাই, টেডি,' বলল কাজালেট।

'অবশ্যই,' সেলোফেনে মোড়া একটি তাজা গোলাপ দিল টেডি জেককে। ফিরে গেল লিমুজিনে।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল কাজালেট। একটি পাথরের ফলক চোখে পড়ল। তাতে লেখা ব্রিসাক পরিবারের কে কে এ সমাধিস্থলে শুয়ে আছেন। জ্যাকুলিন ডি ব্রিসাকের নামটি সবার নিচে, সোনার অক্ষরে খোদাই করা।

কবরে কয়েকটি ফ্লাওয়ার হোল্ডার আছে। সেলোফেন থেকে গোলাপটি মুক্ত করল জেক, চুমু খেল, ঢুকিয়ে দিল একটি হোল্ডারে। বসল পাথরের বেঞ্চিতে। তারপর কাঁদতে লাগল। এভাবে কোনোদিন কাঁদেনি সে।

কিছুক্ষণ পরে—ও জানে না কতক্ষণ পরে—নুড়ি পাথরে পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল জেক। মেরি ডি ব্রিসাক। বারবেরি ট্রেঞ্চকোট পরেছে, মাথায় স্কার্ফ জড়ানো। জেকের মতো একটি গোলাপ রাখল সে। তার মাথায় ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছে টেডি গ্রান্ট।

'মাফ করবেন, সিনেটর। কিন্তু আমার মনে হলো ব্যাপারটা ওর জানা দরকার।' বলল টেডি। সে লোকের সামনে জেককে 'আপনি' সম্বোধন করে।

'ঠিক আছে, টেডি,' আবেগে বুক কাঁপছে কাজালেটের।

ওদেরকে রেখে লিমুজিনে ফিরে গেল টেডি। ওরা পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'ওর ওপর রাগ কোরো না,' বলল মেরি। 'আমি কথাটা আরো আগেই জানি। বলরুমে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার এক কী দুই বছর আগে মা সব কথা বলেছে আমাকে। ওই সময় মা প্রথম অসুস্থ হয়ে পড়ে।'

হোল্ডারে ফুল রাখল মেরি। 'তোমার জন্য, মা,' মৃদু গলায় বলল সে। 'আমাদের দুজনের তরফ থেকে যে দুজন মানুষ তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত।' ফিরল সে। হাসল, 'এই তো, বাবা।'

আবার কাঁদতে লাগল কাজালেট। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে রাখল মেয়ে। তাকে কাঁদতে দিল। ওরও গাল বেয়ে ঝরছে অশ্রু।

কিছুক্ষণ পরে, বেঞ্চে পাশাপাশি, হাত ধরাধরি করে বসে জেক বলল, 'আমি সবাইকে জানিয়ে দেব তুমি আমার মেয়ে।'

'না,' আপত্তি জানাল মেরি, 'ও কাজ করতে যেয়ো না। মা কোনোদিনই চায়নি ব্যাপারটা জানাজানি হোক। আমিও চাই না। তুমি খুব ভালো সিনেটর, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারলে দেশের জন্য অনেক ভালো ভালো কাজ করতে পারবে তুমি। কাজেই এ সুযোগ নষ্ট হতে দেয়া যায় না। অবৈধ কন্যার প্রয়োজন সবার শেষে। আমার ব্যাপারটা জানতে পারলে তোমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা তোমাকে ছিঁড়ে খাবে।'

'ওদের গুষ্টি মারি।'

হেসে উঠল মেরি, 'ভবিষ্যতের প্রেসিডেন্টের মুখে এরকম ভাষা মানায় না। না, আমি যা বলছি তা-ই হবে। শুধু তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না ব্যাপারটা।'

'এবং টেডি।'

'ও হ্যাঁ, লাভলি টেডি। খুবই ভালো মানুষ সে, তোমার প্রকৃত বন্ধু। আমার মা ওর কথা বলেছে আমাকে। টেডি আমার সঙ্গে কথা বলেছে বলে তুমি নিশ্চয় বিরক্ত হও নি।'

'না, হই নি।'

গলার স্বর উঁচু করল মেরি, 'টেডি, এদিকে এসো।'

লিমুজিন থেকে নেমে এল টেডি গ্রান্ট, যোগ দিল ওদের সঙ্গে। 'আমি দুঃখিত, জেক।'

'তুমি ঠিক কাজটিই করেছ, টেডি। আমি কৃতজ্ঞ। তবে ও চায় না বিষয়টি লোক জানাজানি হোক। ওকে বলো ও ভুল ভাবছে।'

'না, আমার ধারণা ও ঠিকই বলছে। তুমি তোমার সুযোগ নষ্ট করতে চাইছ। বিরোধী দল জানতে পারলে জল ঘোলা করে ছাড়বে। এটাই হলো রাজনীতি।'

জেকের বুক ভেঙে যাচ্ছে তবে জানে ওরা ঠিক কথাই বলেছে।

'ঠিক আছে,' সে মেয়ের দিকে ফিরল। এখনো ধরে আছে হাত। 'তবে আমাদের কিন্তু নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া চাই।'

হাসল মেরি, টেডির দিকে তাকিয়ে ভুরু ভঙ্গি করল। টেডি বলল, 'আমি দুঃখিত, জেক। কিন্তু নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ হলে এ নিয়ে কথা ছড়াবে। প্রেস পিছু নেবে। তারা ভাববে তুমি নতুন গার্লফ্রেন্ড জুটিয়ে নিয়েছ।'

কাজালেটের কাঁধ ঝুলে পড়ল। বাবার মুখে হাত রাখল মেয়ে। 'মাঝে মাঝে পাবলিক ফাংশনে আমাদের দেখা হবে।'

'গড, তোমাকে না দেখে কী করে থাকব আমি,' গুঙিয়ে উঠল জেক।

'তুমি আমার বাবা। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার মেয়ে হিসেবে রীতিমতো গর্ব অনুভব করি আমি।' বাবাকে জড়িয়ে ধরল মেরি, তাকাল টেডির দিকে। টেডির চোখে জল। 'বাবার যত্ন নিয়ো, টেডি। আমি এখন যাই।' বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়ল সে। চলে গেল।

'গড, হেল্প মি, টেডি। আমি এখন কী করব?' ভাঙা গলায় বলল জেক কাজালেট।

'ও তোমাকে নিয়ে যাতে আরো গর্ব করতে পারে সে ব্যবস্থা করবে, সিনেটর। তুমি আমাদের দেশের এমন একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আবির্ভূত হবে, যেরকম প্রেসিডেন্ট মানুষ কোনোদিন দেখেনি। এখন চলো।'

লিমুজিনে ফিরে যেতে যেতে যোগ করল টেডি, 'একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সিনেটর ফ্রিম্যান প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করছেন না। কাজেই তোমার সামনে আর কোনো বাধা রইল না।'

লন্ডন

সিসিলি

কর্ফু

পূর্ব ভূমধ্যসাগর

১৯৯৭

দুই

পশ্চিম থেকে ছুটে আসা বৃষ্টি সারারাত ধরে ভেজালো লন্ডন শহরকে, সেই সঙ্গে হুহু করে শীতল হাওয়ার হুল ফোটানো তো আছেই। সকাল বেলা পড়ে গেল বাতাস, তবে ওয়ান্ডসওয়ার্থ প্রিজন-এর এক্সারসাইজ ইয়ার্ডের গেট যখন খুলল নেভি ব্লু ম্যাকিনটশ পরা কারাগার কর্মকর্তা, বৃষ্টির কান্না বেড়ে গেল আরো। অফিসারটির নাম জ্যাকসন, ঠোঁটে সযত্নে ছাঁটা মিলিটারি গোঁফ। সে ডারমট রিলেকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিল সামনের দিকে। 'আগে বাড়ো।'

কারাগারের পোশাক পরা রিলে উঁকি দিল বাইরে। উঁচু ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা চত্বরটি খালি।

'আমি ভিজে যাব,' খাঁটি আলস্টার উচ্চারণে বলল সে।

'না, ভিজবে না। তোমার জন্য ছাতা এনেছি।' ভাঁজ করা ছোট একটি ছাতা দেখাল জ্যাকসন।

'আমি আমার সেলে থাকতে চাই,' একগুঁয়ের মতো বলল রিলে।

'কারাগারের নির্দেশিকায় বলা আছে প্রতিদিন একঘণ্টা এক্সারসাইজ করতে হবে। তারপর বাকি তেইশ ঘণ্টার জন্য তোমাকে সেলে পুরে রাখব। তোমার মতো IRA হারামীকে ওরা হাতে পেলে কী করবে জানো? স্রেফ ছিঁড়ে ফেলবে। ওয়েস্ট এন্ডে গত হপ্তার বোমা হামলায় ষোলো জন মারা গেছে। ঈশ্বর জানেন আহত হয়েছে ক'জন। তুমি মোটেই জনপ্রিয় নও, রিলে। এখন চলো।'

বৃষ্টির মধ্যে রিলেকে নামিয়ে আনল জ্যাকসন পেছনে দরজা বন্ধ করে। ফোল্ডিং ছাতার বোতাম টিপে ওটা খুলল রিলে। পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করল, সস্তা প্লাস্টিক লাইটারে জ্বালল আগুন। তারপর হাঁটতে লাগল।

বৃষ্টিতে হাঁটতে ভালোই লাগছে ওর, সিগারেটটাও বেশ স্বাদ লাগছে। ছয় মাস হলো জেলে ও। আরো সাড়ে চোদ্দ বছর থাকতে হবে। ভাবলেই মাথা খারাপ হয়ে যেতে চায়। ওরা যদি আলস্টারে, ওর বাড়ির ধারের কারাগারে রাখত, এতটা খারাপ লাগত না রিলের। অন্তত পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে কেটে যেত সময়। কিন্তু এখানে, এই ওয়ান্ডসওয়ার্থে...

অবশেষে খুলে গেল দরজা। উদয় হলো জ্যাকসন।

'এখানে ঢোকো, রিলে। তোমার একজন ভিজিটর এসেছে।'

'ভিজিটর?' জিজ্ঞেস করল রিলে।

'হ্যাঁ, তোমার ব্রিফ।' রিলে বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জ্যাকসন

অধৈর্য স্বরে যোগ করল, 'তোমার ব্রিফ, তোমার আইনজীবী, ইউ স্টুপিড আইরিশ। নাউ মুভ ইট।'

জ্যাকসন ওকে সাধারণ ভিজিটিং হল-এ নিয়ে গেল না, সাইড করিডোরের শেষ প্রান্তের একটি দরজা খুলল। এখানে একটি টেবিল এবং চেয়ার আছে। ঘরে একটি মাত্র বড় জানালা। ঘরে বাদামী সুটের ওপর বারবেরি ট্রেঞ্চকোট পরে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। সাদা শার্টের সঙ্গে কলেজ ছাত্রদের মতো স্ট্রাইপ দেয়া টাই পরেছে। তার কোঁকড়ানো চুলগুলো কালো, হাসিখুশি মুখ, চোখে শিংয়ের চশমা। বয়স চল্লিশের কোঠায়।

'আহ্, মি. রিলে, আমাকে আপনার মনে আছে কিনা জানি না। আপনার রায় ঘোষণার দিন আমি আদালতে ছিলাম। আমি জর্জ ব্রাউন।'

রিলে শীতল গলায় বলল, 'ও, আচ্ছা।'

'আপনার মামলার ব্যাপারে আপিল করার জন্য আমাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে,' সে দরজায় দাঁড়ানো জ্যাকসনের দিকে তাকাল।

'আপনি যদি একটু বাইরে যেতেন, মি...?'

'জ্যাকসন, স্যার।'

'সেকশন থ্রি রেগুলেশনে লেখা আছে আপিলের ব্যাপারে আইনজীবী তার ক্লায়েন্টের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে পারবেন।'

'ঠিক আছে। যাচ্ছি,' বলল জ্যাকসন। দরজা বন্ধ করে চলে গেল সে।

রিলে বলল, 'ঘটনা কী? আপনাকে জীবনেও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। হোম সেক্রেটারি আমার আপিল প্রত্যাখ্যান করেছেন।'

ব্রাউন পকেট থেকে চামড়ার সিগারেট কেস বের করে রিলেকে একটা দিল। 'পনেরো বছর,' রিলের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিল সে। 'দীর্ঘ সময়। এখানে আপনার সময় খারাপ কাটছে জানি তবে ওরা আপনাকে শীঘ্রি আইল অব উইটের পার্কহার্স্টে পাঠিয়ে দেবে। ব্রিটেনের সবচেয়ে কঠিন জেলখানা ওটা। আমি ওখানকার অনেক খবরই রাখি। আমি একজন আইনজীবী। তবে আমার নাম ব্রাউন নয়।'

'তাহলে আপনার নাম কী?' কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল রিলে।

'বসুন। বলছি।' বসল রিলে। ব্রাউন বলল, 'আপনাকে একটা অফার করব। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করা চলবে না।'

'বিনিময়ে কী পাব? ফ্রেশ আপিল?'

'না,' জানালার ধারে হেঁটে গেল ব্রাউন। উঁকি দিল। 'মুক্ত হতে কেমন লাগবে?'

'পালিয়ে যাবার কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল রিলে।

'না। মুক্ত হবার কথা বলছি।'

অবাক হলো রিলে। কথা বলার সময় কর্কশ শোনালো কণ্ঠ।

'এ জন্য যে কোনো কিছু করতে রাজি আছি আমি—যে কোনো কিছু।'

'আমিও ভেবেছিলাম আপনি রাজি হয়ে যাবেন। তবে শুধু মুক্তই হবেন না, নতুন

জীবন শুরু করার জন্য হাতে কুড়ি হাজার পাউন্ডও পাবেন।'

'মাই গড,' ফিসফিস করল রিলে, 'আমার কাকে খুন করতে হবে?'

হাসল ব্রাউন। 'কাউকে না। সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা রইল। তবে একটা কথা জানতে চাই। আপনি ব্রিগেডিয়ার চার্লস ফার্গুসনকে চেনেন?'

'ব্যক্তিগতভাবে চিনি না,' বলল রিলে, 'তবে তাঁর সম্পর্কে জানি। তিনি অ্যান্টি-টেরোরিজমের ওপর একটি ইন্টেলিজেন্স ইউনিট চালান। ওরা এটাকে বলে প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট আর্মি। এর সঙ্গে S1S কিংবা M15-এর কোনো সম্পর্ক নেই। আরেকটা কথাও জানি, এ প্রতিষ্ঠানটি গত কয়েক বছর ধরে IRA-কে নাস্তানাবুদ করে চলেছে।'

'আর শন ডিলন?'

'জেসাস, এর মধ্যে সেও জড়িত নাকি?' হেসে উঠল রিলে।

'শনকে না চেনার প্রশ্নই নেই। আমরা দুজনে মিলে একত্রে সত্তরের দশকে ডেরিতে লড়াই করেছি। শন তো ফার্গুসনের সঙ্গে আজকাল কাজ করছে।'

'ওর সম্পর্কে বলুন।'

'শনের জন্মের সময় মারা যায় ওর মা। বাবা তাকে নিয়ে লন্ডন চলে আসেন। খুব ভালো অভিনয় করতে পারত শন। মেকআপ নিতে তার জুড়ি ছিল না। এজন্য ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স তাকে ডেকে পাঠায়। গত কুড়ি বছর ধরে তার বিরুদ্ধে কেউ একটা আঙুলও তুলতে পারে নি।'

'বেলফাস্টে তার বাবাকে ব্রিটিশ সৈন্যরা মেরে ফেলেছে, শুনেছি আমি।'

'হ্যাঁ। শনের বয়স তখন উনিশ। সে তারপর আন্দোলনে যোগ দেয় আর পেছন ফিরে তাকায় নি। এক সময় প্রভিশনাল IRA-তে তার মতো ভয়ংকর এনফোর্সার দ্বিতীয়টি ছিল না।'

'সমস্যাটা কী ছিল?'

'বোমাবাজি মোটেই পছন্দ করত না শন। যদিও লোকে বলে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় দশ ডাইনিং স্ট্রিটে মর্টার হামলার পেছনে শনই মদত যুগিয়েছে। এরপরে সে পালিয়ে ইউরোপে চলে যায় এবং ভাড়াটে বন্দুকবাজ হিসেবে কাজ শুরু করে। সে কখনো PLO-এর সঙ্গে কাজ করেছে আবার তাকে বৈরুতে ফিলিস্তিনি গানবোট উড়িয়ে দিতে দেখা গেছে।'

'এর মধ্যে ফার্গুসন এলেন কোত্থেকে? গল্পটা শুনেছি যদিও তবুও আরেকবার কনফার্ম হয়ে নিতে চাই।'

'শনের নানান প্রতিভার মধ্যে একটি হলো সে যে কোনো বিমান চালাতে পারে। সে বসনিয়ায় শিশুদের জন্য ওষুধ নিয়ে যাচ্ছিল। ওখানে গুলি খায় শন। সার্বরা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। ফার্গুসন বাধা দিয়ে একটা মধ্যস্থতা করেন। শনকে তিনি বাধ্য করেন তার সঙ্গে কাজ করতে।' বিরতি দিল রিলে। 'আচ্ছা, আপনি কী চাইছেন বলুন তো?'

'শন ডিলনকে চাইছি,' হাসল ব্রাউন, আরেকটি সিগারেট দিল রিলেকে। 'কিংবা

কথাটা এভাবেও বলা যায় আমি যাদের হয়ে কাজ করি তারা চাইছে শনকে।'

'তারা কারা?'

'সেটা আপনার বিষয় নয়, মি. রিলে। তবে গ্যারান্টি দিতে পারি যা বলছি সেরকমভাবে কাজ করতে পারলে আপনি স্বাধীনতা পেয়ে যাবেন, আমরা পাব ডিলনকে। কোনো সমস্যা?'

'একদম নয়,' হাসল রিলে। 'আমাকে কী করতে হবে?'

'আপনি গভর্নরের কাছে আবেদন জানাবেন ফার্গুসনের সঙ্গে দেখা করতে চান বলে। বলবেন খুব জরুরি কিছু তথ্য আপনার কাছে আছে যা ফার্গুসন ছাড়া অন্য কাউকে বলা যাবে না।'

'তারপর?'

'ফার্গুসন অবশ্যই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন। গত দুই হপ্তায় হ্যাম্পস্টিড এবং ক্যামডেনে ক্ষুদ্র সিরিজ বোমা হামলা হয়েছে। এটা এখন অনেকেই জানে এ মুহূর্তে লন্ডনে কমপক্ষে তিনটি অ্যাকটিভ সার্ভিস ইউনিট কাজ করছে।' ওয়ালেট খুলে এক টুকরো কাগজ বের করল সে। দিল রিলেকে।

'আপনি ফার্গুসনকে বলবেন এ ঠিকানায় একটি অ্যাকটিভ সার্ভিস ইউনিট পাওয়া যাবে সে সঙ্গে সেমটেক্স ও ফিউজের সাপ্লাই।' কাগজের টুকরোয় চোখ বুলাল রিলে। 'হল্যান্ড পার্ক।' মুখ তুলে চাইল। 'এটা কী কোশার?'

'না ASU' ওখানে শুধু সেমটেক্স এবং টাইমার পাওয়া যাবে আপনি সত্য কথা বলছেন তা প্রমাণ করার জন্য। কোনো মানুষজন পাওয়া না গেলে সেটা আপনার দোষ নয়।'

'আর আপনি আশা করে আছেন ফার্গুসন এজন্য আমার সাতখুন মাফ করে দেবেন?' মাথা নাড়ল রিলে। 'নাহ্, এতে কাজ হবে না।'

'হ্যাঁ, তিনি আরো কিছু চাইবেন এবং আপনি তাকে তা দেবেন। বছর দুই আগে, আর্মি অব গড নামে একটি আরব টেরোরিস্ট দল ম্যানচেস্টারে একটি জাম্বো জেট উড়িয়ে দেয়। ওতে দুই শতাধিক মানুষ নিহত হয়।'

'তো?'

'তাদের নেতার নাম হাকিম আল শরিফ। সে কোথায় লুকিয়ে আছে আমি জানি। আমি আপনাকে তা জানাব এবং আপনি ফার্গুসনকে খবরটা দেবেন। ওই হারামজাদাকে বাগে পেতে ফার্গুসন যা খুশি করতে রাজি। তিনি ডিলননকে এ কাজে লাগিয়ে দেবেন।'

'তো আমাকে কী করতে হবে?'

'আপনি প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে যাবেন, প্রমাণ করবেন আপনি মিথ্যা কিছু বলছেন না,' হাসল ব্রাউন। 'এতে কাজ হবে, মি. রিলে।'

হর্স গার্ডস এভিন্যুতে মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্সের তিন তলায় ব্রিগেডিয়ার চার্লস ফার্গুসনের অফিস। ধূসর চুলো, বিশালদেহী মানুষটি নিজের ডেস্কে বসে আছেন।

তার পরনের সুটখানা কুঁচকে গেছে কয়েক জায়গায়, গলায় গার্ডস ব্রিগেড টাই। ভুরু কুঁচকে ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন তিনি।

'ব্রিগেডিয়ার?'

'ডিলন আছে নাকি, চিফ ইন্সপেক্টর?'

'এইমাত্র এল।'

'তোমরা দুজনেই আমার কামরায় চলে এসো। কথা আছে।'

ডিটেকটিভ চিফ ইন্সপেক্টর হান্না বার্নস্টাইনের বয়স ত্রিশ। সে এমন কোনো আহামরি সুন্দরী নয় যে কেউ দ্বিতীয়বার চোখ তুলে চাইবে তার দিকে। সে চাইলে একজন টপ সেক্রেটারি কিংবা কোম্পানির পরিচালক হতে পারত। হান্নার জন্ম এক গোঁড়া ইহুদি পরিবারে। সে কেমব্রিজ থেকে মনোবিজ্ঞানে এম.এ. করেছে। তার বাবা সার্জারির অধ্যাপক, দাদা আইনজীবী। হান্না পুলিশে যোগ দিলে তাঁরা দুজনেই অত্যন্ত মর্মাহত হন। দ্রুত পদোন্নতি ঘটে হান্নার, তাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চে যোগ দিতে আহ্বান করা হয়। এখানে ফার্গুসনের সহকারী হিসেবে কাজ করছে হান্না। সে অভিজাত উচ্চারণে ইংরেজিতে কথা বলে, কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এ পর্যন্ত তিনটে খুন করেছে এবং একবার নিজেও গুলি খেয়েছে।

আরমানি ট্রাউজার সুট পরা হান্নার সঙ্গে ফার্গুসনের কক্ষে যে ঢুকলো তার নাম শন ডিলন। সে লম্বায় বড়জোর পাঁচ ফুট পাঁচ হবে, চুলের রঙ প্রায় সাদা। পরনে কর্ডের প্যান্ট, গায়ে পুরানো কালো চামড়ার ফ্লাইং জ্যাকেট। তার চোখে কোনো রঙ ফুটে নেই, অত্যন্ত স্বচ্ছ একজোড়া মণি। তাকে সুদর্শনই বলা যায়। তার মুখের বাম দিকটা সব সময় ঈষৎ বেঁকে থাকে হাসির ভঙ্গিতে। যেন জীবন তার কাছে সিরিয়াস কোনো বিষয় নয়। সম্ভবত কোনোদিন ছিলও না।

ওরা ব্রিগেডিয়ারের সামনের দুটি চেয়ার দখল করল। ফার্গুসন হাতের কলম নামিয়ে রাখলেন, চোখ থেকে খুললেন চশমা। 'ডারমট রিলেকে মনে আছে তোমার ডিলন?'

ডিলন পুরানো একটি সিলভার কেস খুলে সিগারেট বের করল, তাতে আগুন ধরাল জিপ্পো লাইটার নিয়ে। 'ওর সঙ্গে সত্তরের দশকে লড়াই করেছি। গত বছর সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট স্কোয়াডের কাছে এই লন্ডনে বসে ধরা খেয়ে যায়। সে সম্ভবত অ্যাকটিভ সার্ভিস ইউনিটের সদস্য।'

'ওরা ওর কাছে সেমটেক্স পেয়েছিল,' বললেন ব্রিগেডিয়ার।

'তা ঠিক,' বলল ডিলন। 'তবে আদালতে দাঁড়িয়ে রিলে কিছুই স্বীকার করে নি। ওকে পনেরো বছরের জেল দেয়া হয়েছে।'

'ওয়ান্ডসওয়ার্থ প্রিজনের গভর্নর কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছেন আমাকে। রিলে একটা চুক্তিতে আসতে চাইছে।'

'তাই নাকি?' হাসি থেমে গেল ডিলনের, কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল। 'কিন্তু কেন?'

'ওয়ান্ডসওয়ার্থের ভেতরে কখনো গেছ, ডিলন? গেলে তোমার কেন'র জবাব

নিশ্চয় পেয়ে গেছ। ওটা হলো নরক। আর রিলে মাত্র ছয় মাস সাজা খেটেছে, বাকি রয়ে গেছে আরো সাড়ে চৌদ্দ বছর। কাজেই বুঝতেই পারছ কেন চুক্তিতে আসতে চাইছে।'

'আপনি ওর কাছে যেতে বলছেন আমাকে?'

'অবশ্যই। কারণ লোকটাকে তুমি চেন। তুমিও সঙ্গে যাবে চিফ ইন্সপেক্টর।' 'চেয়ার ছেড়ে সিধে হলেন ফার্গুসন। 'ডেইমলার অপেক্ষা করছে। কাজেই তোমরা এখনই রওনা হতে পার।'

ওয়ান্ডসওয়ার্থের ইন্টারভ্যু রুমে অপেক্ষা করছে ওরা, দরজা খুলে গেল। জ্যাকসন ভেতরে ঢুকিয়ে দিল রিলেকে। বন্ধ করে দিল দরজা।

রিলে বলল, 'শন, সত্যি তুমি?'

'এক এবং অদ্বিতীয়, ডারমট।' একটি সিগারেট ধরাল ডিলন, একটা টান মেরে রিলেকে দিল।

মুচকি হাসল রিলে। 'তুমি ডেরিতে এরকম করতে। আমরা ব্রিট্‌দের গায়ে কেমন সিগারেটের রিং ছুড়তাম, মনে আছে?'

'মনে আছে। তবে সময় বদলায়।'

'তুমি অনেক বদলে গেছ তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' বলল রিলে।

'পুরানো দিনের স্মৃতিচারণ এখন থাক।' এবারে কথা বললেন ফার্গুসন। 'কাজের কথায় এসো। তুমি কী চাও, রিলে?'

'বেরিয়ে যেতে চাই, ব্রিগেডিয়ার,' একটা চেয়ারে বসল রিলে। 'ছয় মাস যথেষ্ট। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এখানে থাকলে মরেই যাব।'

'যেভাবে অন্যদেরকে তুমি খুন করেছ,' মন্তব্য করল হান্না।

'তুমি কে?'

'স্পেশাল ব্রাঞ্চের ADCI,' বলল ডিলন, 'কাজেই বুঝেসুঝে কথা বলো।'

'আমি একটা যুদ্ধ করছিলাম...' বলতে গেল রিলে, তাকে বাধা দিলেন ফার্গুসন। 'তোমার বীরত্বগাঁথা অনেক শুনেছি আমরা,' বললেন তিনি, 'এবার কাজের কথায় এসো।'

রিলে ইতস্তত করছে দেখে ডিলন বলল, 'তুমি নিঃসংকোচে সব কথা বলতে পার, ডারমট।'

'ঠিক আছে,' বলল রিলে। 'আপনাদের ধারণা লন্ডনে তিনটে অ্যাকটিভ সার্ভিস ইউনিট কাজ করছে। আরো একটি ইউনিট আছে, ভিন্ন সেটআপে। ওটা হল্যান্ড পার্কের নাইস হাউজে।'

'ওদের নাম?' জিজ্ঞেস করলেন ফার্গুসন।

'নাম বলে লাভ নেই। কারো বিরুদ্ধে কোনো পুলিশ রেকর্ড নেই। তবু জানতে চাইছেন বলে বলছি।'

সে চারটে নাম বলল। হান্না তার নোটবুকে লিখে নিল নামগুলো। নির্বিকার

চেহারা নিয়ে দেখছে ডিলন।

ফার্গুসন জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিকানা?'

'পার্ক ভিলা। প্যালেস স্কোয়ার।'

'তুমি তাহলে ওদের সঙ্গে কাজ করছিলে?' জানতে চাইল ডিলন।

'না। আমার এক বন্ধু, এড মার্ফি ওদের সাপ্লায়ার। একদিন মাতাল হয়ে সব কথা সে বলে দেয় আমাকে।'

'মার্ফি এখন কোথায়?'

'গত বছর আয়ারল্যান্ডে ফিরে গেছে।'

ফার্গুসন দরজায় কড়াঘাত করলেন। খুলে গেল দরজা। উদয় হলো জ্যাকসন। ফার্গুসন পকেট থেকে একটি খাম বের করলেন। 'এটা গভর্নরকে দিয়ে বলবে সাইন করতে। আমার জিম্মায় এ মানুষটিকে মুক্তি দেয়ার ওয়ারেন্ট এটা। এরপর একে ওর সেলে নিয়ে যাবে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়ার জন্য। আমরা উঠোনে, ডেইমলারে বসে অপেক্ষা করছি।'

'ঠিক আছে, ব্রিগেডিয়ার,' খটাশ করে স্যালুট ঠুকল জ্যাকসন।

বেশ কিছু লোক বৃষ্টিতেও কারাগারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে মুক্তি পাওয়া কয়েদীদের জন্য। এদের মধ্যে জর্জ ব্রাউন পরিচয় দেয়া আইনজীবীটিও আছে। সে দাঁড়িয়েছে একটি কালো ক্যাবের পাশে, মাথায় ছাতা। ড্রাইভারের চেহারা টিপিক্যাল ট্যাক্সি চালকদের মতো। তার মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল। তবে নাকটা ভাঙা।

'কাজ হবে মনে করছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

ঠিক তখন খুলে গেল কারাগারের ফটক। অনেকগুলো লোক বেরিয়ে এল, সেই সঙ্গে ডেইমলার গাড়িটিও।

'কাজ হয়েছে।'

ডেইমলার ব্রাউনের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ভেতরে বসা রিলে তার দিকে একবার তাকাল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল ব্রাউন।

রাস্তার অপর পাশে পার্ক করা একটি ফোর্ড সেলুনকে লক্ষ্য করে হাত নাড়ল ব্রাউন। ফুটপাত থেকে নেমে এল ফোর্ড, পিছু নিল ডেইমলারের।

কালো ক্যাবে ঢুকল ব্রাউন। 'এখন কী?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার। 'ওরা ওদের পিছু নেবে। ফার্গুসন ওকে কোথাও লুকিয়ে রাখবে।'

'কোনো সেফ হাউজে?'

'হতে পারে। তবে ডিলনের বাড়িতে রাখার সুযোগ বেশি। আমিও তাই চাই। আমরা এখানেই অপেক্ষা করব। কারাগারে জ্যাকসন নামে এক অফিসার আমাকে চিনে রেখেছে।' ঘড়ি দেখল ব্রাউন। 'বর্তমান শিফটের সময় শেষ। দেখা যাক জ্যাকসন আসে কিনা।'

কুড়ি মিনিট পরে বেরুল জ্যাকসন। রাস্তা ধরে হনহন করে এগোল কাছের

টিউব স্টেশন অভিমুখে।

টিউব স্টেশন যথারীতি ব্যস্ত। সে স্টেশনে ঢুকেছে, কালো ক্যাব উঠে পড়ল ফুটপাতে। গাড়ি থেকে নেমে এল ব্রাউন। পিছু নিল জ্যাকসনের। চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নেমে টানেল ধরে এগোল জ্যাকসন। ব্রাউন কয়েকজন পথচারীর পেছনে নিজেকে আড়াল করে অনুসরণ করছে ওকে। প্লাটফর্ম জনারণ্যে ভরপুর, জ্যাকসন ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল। অপেক্ষা করতে লাগল প্লাটফর্মের কিনারে। ব্রাউন পিছলে চলে এল জ্যাকসনের কাছে। ঝাপটা দিল বাতাস, তীব্র গর্জন তুলে ছুটে আসছে ট্রেন, জ্যাকসন টের পেল কেউ তার পিঠে হাত রেখেছে। পরমুহূর্তে প্রবল এক ধাক্কা। রেললাইনের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। পরমুহূর্তে ট্রেন চাপা দিল ওকে।

বাইরে কালো ক্যাবের ড্রাইভার উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। বেশ কয়েকজন যাত্রীকে ইতোমধ্যে প্রত্যাখ্যান করেছে সে, বলেছে যাবে না। ঘামছিল সে। ব্রাউনকে স্টেশনের প্রবেশপথে দেখল, দ্রুত পা চালিয়ে চলে এল, উঠে পড়ল ক্যাবে।

'কাজ হয়েছে?' ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'হুঁ,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ব্রাউন।

ফার্গুসন বলল, 'তুমি ডিলনের বাড়ি থাকবে। ওর বাড়ি থেকে আমার বাসা পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথ।'

'বেশ।' বলল রিলে।

ডেইমলার মোড় নিল স্টাবল মিউজে। ফার্গুসন বললেন, 'তোমরা দুজন নেমে যাও। আমার আর চিফ ইন্সপেক্টরের কিছু কাজ আছে।'

'আমরা হিট করব কখন?' জানতে চাইল ডিলন।

'আজ রাতেই কোনো একসময়।'

ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ডেইমলার। ডিলন ওর বাড়ির দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকল। ঘরটি ছোট তবে ভিক্টোরিয়ান আদলে সাজানো। মেঝেতে লাল এবং নীল রঙের টার্কিশ কার্পেট বিছানো। লিভিংরুমের দরজা খোলা। মেঝে পালিশ করা উড-ব্লকের। কালো চামড়ার তিনটে চেয়ার। ফায়ার প্লেসের ওপরে ভিক্টোরিয়ান আমলের টেমস নদীর তৈলচিত্র ঝুলছে।

'জেসাস,' বলল রিলে, 'ওটা তো অ্যাটকিনসন গ্রিমশ'র আঁকা ছবি, কিনতে তোমার নিশ্চয় অনেকগুলো টাকা লেগেছে, শন।'

'কী করে জানলে?' জিজ্ঞেস করল ডিলন।

'ডাবলিনে লিয়াম ডেভলিনের বাড়ির দেয়ালে এরকম ছ'টা গ্রিমশ দেখেছি আমি।'

'এখন পাঁচটা আছে,' সাইডবোর্ড থেকে দুটো গ্লাস নিল ডিলন, বুশমিলস হুইস্কি ঢালল তাতে। 'সে আমাকে একটা দিয়ে দিয়েছে।'

'বুড়ো ভামটা এখনো বেঁচে আছে।'

'পঁচাশি চলছে। তবে সবাইকে বলে বেড়ায় পঁচাত্তর।'

'IRA-এর জীবন্ত কিংবদন্তি।'

'সবার সেরা,' বলল ডিলন। 'লিয়ামের প্রতি,' গ্লাস তুলল ও।

স্টাবল মিউজে একটি ধূসর BT ভ্যান পেভমেন্টে পার্ক করা ছিল, ম্যানহোলে কাজ করছিল হলুদ অয়েল স্কিন পরা এক টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার। তার জ্যাকেটের পেছনে BT শব্দ দুটি খোদাই করা। সে এবার উঠে এল ম্যানহোল থেকে। ভ্যানের দরজা খুলে ঢুকল ভেতরে। BT ইঞ্জিনিয়ারের মাইক্রোফোন নিয়ে কাজ করতে লাগল। মাইক্রোফোনের পাশে একটি টেপ রেকর্ডার।

সে ঘুরে তাকাল। হাসল, 'পারফেক্ট। ওরা যা বলছে সব শোনা যাচ্ছে।'

সেদিন রাত নটার দিকে হল্যান্ড পার্কের প্যালেস স্কোয়ার ঘিরে ফেলল পুলিশে। পার্কভিলার গেটের সামনে, ডেইমলারে বসে আছে ফার্গুসন, ডিলন এবং রিলে। দেখছে অ্যান্টিটেরোরিস্ট স্কোয়াডের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী হাতুড়ি দিয়ে সামনের দরজা ভেঙে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ডিলন ছাতা নিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল। সামনের দরজা খুলে বেরুল হান্না বার্নস্টাইন। ফার্গুসন এবং ডিলনের দিকে এগিয়ে এল। হান্না পরেছে কালো জাম্প সুট এবং ফ্ল্যাক জ্যাকেট, তার বাম নিতম্বের হোলস্টারে ঝুলছে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তল।

গাড়ির দরজা খুললেন ফার্গুসন, 'এনি লাক?'

'একগাদা সেমটেক্স আর অনেকগুলো টাইমার শুধু পেয়েছি, স্যার। কেউ বোমা হামলা করার মতলবে ওগুলো বোধহয় রেখেছে।'

'কোনো অ্যাকটিভ সার্ভিস ইউনিট নেই?'

'না, স্যার।'

'আপনাকে আগেই বলেছি,' বলল ডিলন। 'ওদেরকে পাবেন না।'

'আমি ওদেরকে চাই, ডিলন।'

রিলে বলল, 'আমার কিন্তু কোনো দোষ নেই।'

'হুঁ,' বললেন ফার্গুসন। 'কিছুটা দোষ তো আছেই।'

কণ্ঠে উদ্বেগ ফোটাল রিলে। 'আপনারা আবার আমাকে ওয়ান্ডসওয়ার্থে পাঠাবেন না তো?'

'এ ছাড়া উপায় নেই।'

আতংকবোধ করল রিলে। 'না, দয়া করুন আমাকে। আপনারা যা করতে বলবেন করব। আপনাদেরকে অনেক তথ্য দিতে পারব আমি। শুধু IRA-কে নিয়ে নয়।'

'যেমন?'

'বছর দুই আগে ম্যানচেস্টার থেকে উড়ে আসা একটি জাম্বো জেট আইরিশ সি-তে বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনায় দুশো কুড়িজন মানুষ মারা যায়। বিমানটা আরব

মৌলবাদীরা উড়িয়ে দিয়েছিল। এর জন্য দায়ী ছিল ওদের সংগঠন আর্মি অব গড। এবং আপনি জানেন দলের নেতা কে।'

ফার্গুসনের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'হাকিম আল শরিফ?'

'ওকে আমি আপনার হাতে এনে দিতে পারব।'

'খুনে হারামজাদা কোথায় থাকে তুমি জানো?'

'গত বছর তার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। সে IRA-কে অস্ত্র সাপ্লাই দিচ্ছিল।'

একটা হাত তুললেন ফার্গুসন। 'দ্যাটস এনাফ।' হান্নার দিকে তাকালেন। 'গাড়িতে উঠে পড়ো, চিফ ইন্সপেক্টর। আমরা ডিলনের বাড়ি যাব।'

ডিলনের রান্নাঘর পুরানো আমলের ধাঁচে তৈরি। সে সবার জন্য চা বানাল। ফার্গুসন ফোনে অফিসের সঙ্গে কথা বলছেন। রিলে ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা কাউচ দখল করেছে। হান্না জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ডিলন কেটলি ভর্তি চা, দুধ, চিনি এবং চারটে মগ নিয়ে ঘরে ঢুকল। 'বেরি'র চা, ডারমট,' আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্রান্ড এটা, 'খেয়ে মজা পাবে।'

মগে চা ঢালল হান্না। ফার্গুসন নামিয়ে রাখলেন ফোন। হান্নার বাড়িয়ে দেয়া চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। এবারে শুরু করা যাক।'

রিলে বলল, 'এখানে আমাকে ধরে নিয়ে আসার আগে আমাকে ডাবলিনে কুরিয়ারের কাজ করতে হয়েছে। প্যারিসে যেতে হলো একবার, নির্দিষ্ট একটি ব্যাংকে। ওখানকার সেফ ডিপোজিটে একটি ব্রিফকেস রাখা আছে। শুধু জানতাম ব্রিফকেসে বোঝাই হয়ে আছে আমেরিকান ডলার। তবে কত টাকা জানতাম না। জানতাম আয়ারল্যান্ডে একটি আর্মস শিপমেন্টের ডাউন পেমেন্টের টাকা ওটা।'

'তারপর?'

'ওদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশ ছিল। আমি সিসিলির পালের্মোতে উড়ে যাই, সেখানে একটি গাড়ি ভাড়া করি এবং চলে আসি দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে। ওখানে সালিনাস নামে একটি মাছ ধরার বন্দর আছে। আমাকে একটি নির্দিষ্ট নাম্বারে ফোন করে বলতে বলা হয়, আইরিশম্যান এখানে।'

'বলে যাও,' বললেন ফার্গুসন।

'আমি জেটের ধারে ইংলিশ ক্যাফে নামে একটি বার-এ অপেক্ষা করতে থাকি।'

গল্পটা এত চমৎকারভাবে বলে যাচ্ছিল রিলে যে নিজেরই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল এসব সত্যি ঘটেছে। ডিলন জানতে চাইল, 'তারপর তারা এল?'

'রেঞ্জার রোভারে চড়ে আসে তারা। দুজন আরব। আমাকে সালিনাসের ছয়/সাত মাইল দূরে, সমুদ্রের কাছে একটি ভিলায় নিয়ে যায়। ওখানে একটি জেটি ছাড়া কিছুই ছিল না।'

'আর হাকিম আল শরিফ?' জিজ্ঞেস করল হান্না।

'ও, হ্যাঁ। সে খুবই ভদ্র মানুষ। টাকা গুনে নিয়ে ডাবলিনের চিফ অব স্টাফের জন্য মুখ বন্ধ একটি খাম দেয় আমাকে। সে রাতে ওখানেই থেকেই যাই আমি।'

'ওখানে কতজন লোক ছিল?' প্রশ্ন করল ডিলন।

'দুজন আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। ওরা নিশ্চয় শরিফের লোক। পাশের ছোট কটেজে ছিল এক আরব দম্পতি। মহিলা রান্না করত, পুরুষটা ফাইফরমাশ খাটত। আমার মনে হয়েছে শরিফ ওখানে যখন থাকে না, ঘরবাড়ি ওরাই দেখাশোনা করে।' চায়ে চুমুক দিল রিলে। 'ওহ হ্যাঁ, এক আরব তরুণীকেও দেখেছি ওদের সঙ্গে। সম্ভবত হাকিমের শয্যাসঙ্গিনী।'

'বিশেষ কিছু চোখে পড়েছে কী?' জানতে চাইলেন ফার্গুসন।

'সে সাধারণ মুসলিমদের মতো নয়। তাকে প্রচুর স্কচ হুইস্কি গিলতে দেখেছি। মাতাল হয়ে গেলে কথার ফুলঝুরি ছোটাতো। বলত ডজনখানেক দেশের গোয়েন্দা সংস্থাকে সে ঘোল খাইয়েছে। বলত ওই ভিলায় সে আছে ছয় বছর ধরে। ওরকম নিরাপদ জায়গা নাকি আর নেই। কারণ ওখানকার স্থানীয় সিসিলিয়ানরা কখনোই কারো ব্যাপারে নাক গলাতে যায় না।'

'সে আছে এখনো ওখানে?' জিজ্ঞেস করল হান্না।

'না থাকার তো কোনো কারণ দেখি না,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন জবাব দিল রিলে, 'তবে আমি নিশ্চিত নই।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। ফার্গুসন বললেন, 'গড, ওকে ধরার জন্য আমার হাত নিশপিশ করছে।'

'সে যদি ওখানে থাকে, থাকার চান্সও যথেষ্ট,' বলল রিলে। 'সে ক্ষেত্রে আপনারা যা চাইছেন পেয়ে যাবেন। ওকে ধরে আনতে ডিলনকে পাঠাতে পারেন। তবে যাকেই পাঠান না কেন আমি তার সঙ্গে যেতে পারি।'

'আর প্রথম সুযোগেই কেটে পড়বে, তাই না?' বলল ডিলন।

'জেসাস, ডিলন, কতবার তোমাকে একই কথা বলব? এই নরক থেকে বেরুতে চাই আমি। বাকি জীবন জেলে পচে মরতে চাই না।' সে ফিরল ফার্গুসনের দিকে। 'ব্রিগেডিয়ার?'

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন ফার্গুসন। 'ওকে কিছু খাইয়ে নিয়ে এসো, ডিলন। তোমাকে ঘণ্টা দুই পরে ফোন করছি।' তিনি তাকালেন হান্নার দিকে। 'চিফ ইন্সপেক্টর, তোমার সঙ্গে আমার কাজ আছে।'

তিনি পা বাড়ালেন বাইরে, তাঁর পিছু নিল হান্না।

সাইডবোর্ডের ড্রয়ার খুলে সাইলেন্সার পেঁচানো একটি ওয়ালথার বের করল ডিলন। প্যান্টের ওয়েস্টব্যান্ডে পিস্তলটা গুঁজল ও।

'সিনেমায় যেভাবে বলে, ডারমট, পালাবার চেষ্টা করেছ কী গুলি খাবে,' বলল ডিলন।

'না, আমি পালাব না, শন।'

'বেশ। তাহলে কিংস হেডে চলো। রাস্তার ওপাশে খাবারের দোকানটা। ওরা চমৎকার ভেড়ার পাই রাঁধে। তোমার জিভে পানি এসে যাবে।'

'শুনেই আমার জিভে পানি এসে গেছে,' বলল রিলে। 'জলদি চলো।'

ওরা খেয়ে ফিরে আসার পাঁচ মিনিট পরেই বেজে উঠল ফোন। ডিলন ফোন তুলল। ফার্গুসন ফোন করেছেন। কিছুক্ষণ কথা বলে রিসিভার রেখে দিল ডিলন। রিলে ওর দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ডিলন বলল, 'ফার্গুসন সাইপ্রাসের আকরোটিরির মেরিন কমান্ডো স্পেশাল বোট স্কোয়ার্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। জনৈক ক্যাপ্টেন কার্টার এবং চারজন লোককে কাজটা দেয়া হয়েছে। তারা বোটে সিসিলি রওনা হবে, জেলের ছদ্মবেশে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে কাল সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাবে সালিনাসে।'

'আর তুমি এবং আমি?'

'ফার্গুসন কাল সকাল নটায় আমাদেরকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবেন। সঙ্গে হান্নাও থাকবে। আমরা যাব ফার্লে ফিল্ডে। ওটা RAF প্রুভিং গ্রাউন্ড। তুমি, আমি এবং হান্না মিলে লিয়ার জেট চালিয়ে চলে যাব সিসিলি। তারপর গাড়িতে সালিনাস। কার্টারকে খবর দেয়া হবে। লিয়ার চলে যাবে মাল্টা।'

'মাল্টা কেন?'

'কারণ কার্টার হাকিমকে কব্জা করার পরে ওখানেই মিলিত হবো আমরা। আমি এবং তুমি।'

'পুরানো সময়ের মতো।'

'মাল্টায় হাকিমকে নিয়ে কোনো ঝামেলা হতে পারে?'

'কোনোই ঝামেলা হবে না। ওকে ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে রাখা হবে। সে জ্ঞান ফিরে দেখবে চলে এসেছে লন্ডন।'

BT ভ্যানে ডিরেকশনাল মাইক্রোফোন হাতে লোকটা তার বন্ধুর দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বন্ধ করে দিল টেপরেকর্ডার।

'যা জানার সব জেনে গেছি। তুমি ম্যানহোলের কভার বন্ধ করে দাও। আমি একটা ফোন করেই রওনা হবো।'

সে ব্রাউনের সঙ্গে কথা বলল। তারপর ফোনের সুইচ অফ করে ভ্যান থেকে নেমে উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে। এক মুহূর্ত বাদে তার সঙ্গী যোগ দিল তার সঙ্গে।

'পারফেক্ট,' হুইলের পেছনে বসা লোকটা বলল, 'আমাদের লোকজন সালিনাসে অপেক্ষা করছে। রিলে এবং ডিলন কাল সন্ধ্যা নাগাদ ওখানে পৌঁছে যাবে।'

'তারপর কী ঘটবে?'

স্কোয়ারে ধীর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। কী ঘটবে বলল সে তার সঙ্গীকে। অপরজন মন্তব্য করল, 'স্পেশাল বোট স্কোয়াড্রন। ওরা মাথা গরম মানুষ।'

'সবকিছুই ঠিকভাবে সামাল দেয়া হবে। পুরোটাই ঘটছে পরিকল্পনামাফিক। ওই মানুষটা একটা জিনিয়াস হে।'

সে স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে মিশে গেল ট্রাফিকের মূল স্রোতের সঙ্গে।

তিন

যে লিয়ার জেটটি ওরা চালাবে ওটা একটা হ্যাঙারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। RAF-এর ওভারঅল পরা দুই পাইলট কেবিন ডোরে অপেক্ষা করছিল।

ডেইমলার হ্যাঙারের সামনে থামল। ফার্গুসন পকেট থেকে ছোট একটি লেদার কেস বের করে হান্না বার্নস্টাইনকে দিলেন, 'এতে হাইপোডারমিক আছে, ওষুধসহ। হাকিমের বাহুতে স্রেফ সুঁচের একটা গুঁতো দেবে। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে বটে তবে স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে দিন-ক্ষণ-সময়। আমি তার জন্য জাল একটা পাসপোর্ট জোগাড় করেছি আবদুল করিম নামে। সে ব্রিটিশ নাগরিক।' পকেট থেকে আরেকটা লেদার কেস বের করে রিলেকে দিলেন। 'এটা তোমার পাসপোর্ট। আইরিশ। পাসপোর্টে তোমার নাম টমাস ও' ম্যালে।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত না?' বলল রিলে। 'আমার এক কাজিন আছে ব্রিজিট ও' ম্যালে নামে।'

'তোমার পরিবার সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই,' বললেন ফার্গুসন, 'প্লেনে ওঠো। তোমাকে যা যা করতে বলা হয়েছে করবে।'

গাড়ি থেকে নামল সবাই, এগোল লিয়ার জেটের দিকে। জেটের নেতৃত্বে আছে ফ্লাইট লেফটেনেন্ট ল্যাসি, অভিজ্ঞ মানুষটা বছর দুই হলো ফার্গুসনের সঙ্গে কাজ করছে। সে তার সঙ্গী পাইলট ফ্লাইট লেফটেনেন্ট পেরির সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিল।

ফার্গুসন জানতে চাইলেন, 'সিসিলি পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে, ফ্লাইট লেফটেনেন্ট?'

'আবহাওয়া ভালো থাকলে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব, ব্রিগেডিয়ার,' জবাব দিল লেসি।

'ডু ইয়োর বেস্ট,' ফার্গুসন ফিরলেন অন্যদের দিকে, 'সবাই প্লেনে উঠে পড়ো। গুড লাক।'

ফার্গুসন দেখছেন ওরা সবাই একে একে সিঁড়ি বেয়ে প্লেনে উঠছে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ইঞ্জিন চালু হতে পিছিয়ে এলেন তিনি। ফিল্ডের শেষ মাথা লক্ষ্য করে দৌড় শুরু করল লিয়ার। বজ্রগর্জন তুলে পাক খেল রানওয়ে, তারপর উড়াল দিল আকাশে।

'এখন পুরো ব্যাপারটাই তোমার ওপর, ডিলন,' মৃদু গলায় বললেন ফার্গুসন। ঘুরলেন। ফিরে চললেন ডেইমলারে।

এ যেন স্বপ্নের মতো, ভাবছে রিলে। ওয়ান্ডসওয়ার্থের কারাগারের বদলে সে লিয়ারের আরামদায়ক চামড়ার আসনে বসে আছে। ব্রাউন যা যা বলেছে ঠিক সেভাবেই ঘটছে ঘটনা।

হান্না বার্নস্টাইনের দিকে তাকাল সে। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলেছে হান্না, ব্রিফকেস খুলে কিছু কাগজপত্র নিয়ে পড়া শুরু করেছে। রিলে শুনেছে হান্না মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করেছে। নোরা বেল নামে এক প্রোটেস্টেন্ট মহিলা তার সঙ্গী মাইকেল আহার্নকে নিয়ে লন্ডন সফরের সময় আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টা চালায়। হান্না নোরাকে গুলি করে মেরে ফেলে।

ডিলন ককপিট থেকে বেরিয়ে এল, বসল রিলের বিপরীত আসনে। বার কাবার্ড খুলল। 'ড্রিংক নেবে, ডারমট? স্কচ হুইস্কি।'

'দাও।'

ডিলন বেলস-এর আধখানি একটা বোতল পেল। গ্লাসে ঢালল মদ। একটা গ্লাস এগিয়ে দিল রিলেকে। সিগারেটও অফার করল।

'সিগারেট অ্যান্ড হুইস্কি অ্যান্ড ওয়াইল্ড, ওয়াইল্ড উওমেন, এরকম একটা গান আছে না?' বলল ডিলন। 'আমাদের চিফ ইন্সপেক্টর মদ ছুঁয়েও দেখে না। তার ধারণা মদ্যপান আমার আয়ু কমিয়ে দিচ্ছে।'

মুখ তুলে চাইল হান্না। 'ঠিক তাই, ডিলন। জাহান্নামে যাবার শখ হয়েছে তো যাও না।'

নিজের কাজে মনোনিবেশ করল হান্না। ডিলন তাকাল রিলের দিকে। 'কঠিন নারী। তবে ও আমাকে খুব পছন্দ করে। তুমি ও' ম্যালে নামে কী এক কাজিনের কথা বলছিলে?'

'ও, হ্যাঁ,' বলল রিলে। 'ওর কথা বলিনি বুঝি? পাঁচ বছর বয়সে মাকে হারাই আমি। ক্যাথলিন নামে দশ বছরের একটি বোন ছিল আমার। আমার বাবা আমাদেরকে নিয়ে পেরে উঠছিলেন ন া। তিনি তখন আমার মায়ের ভাগ্নি ব্রিজিট ও'ম্যালেকে ডেকে পাঠান। সে টুলামোর নামে একটি গ্রামে থাকত। গ্রামটি ব্ল্যাকওয়াটার নদী এবং নকমিলডাউন পাহাড়ের মাঝখানে। খাঁটি আয়ারল্যান্ড গাঁ।'

'উনি তোমাকে পেলেপুষে বড় করলেন?'

'আমার আঠারো বছর পর্যন্ত।'

'বিয়ে করেননি?'

'না।'

'তারপর?'

'আমার কাজিনের বাবা ছিলেন বিপত্নীক। কাজিনের বড় ভাই দূর প্রাচ্যের কোথাও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্য লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারায়। বাবা মারা যাবার পরে টুলামোরের খামারবাড়ির মালিক বনে যায় আমার কাজিন। ছোট

খামার, চল্লিশটা গরু, কয়েকটি শুয়োর, ছাগল আর ভেড়া তার সম্পদ।'

'তার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে?'

'যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছি, ওই সময় দু-একবার যোগাযোগ হয়েছে। সে IRA সমর্থন করে না।'

'ওখানে পালিয়ে থাকতে ভালো লাগত তোমার?'

চেহারা বিষণ্ন হয়ে গেল রিলের। 'ভালো লাগত? ব্রিজিট সবসময় বলত খামারটা আমাকে দিয়ে দেবে। ওখানে প্রতিটি মিনিট আনন্দে কেটেছে আমার। ব্যাপারটা অদ্ভুত, না?'

'এতে অদ্ভুত কিছু নেই। ওটা তোমার শিকড়। সবারই শিকড়ের দরকার।'

'তোমার শিকড় কোথায়, ডিলন?'

'হয়তো কোথাও আছে, হয়তোবা নেই। আমার অল্প কজন কাজিন ছিটিয়ে রয়েছে এদিক-সেদিক। তাদের সঙ্গে বহু বছর দেখা হয় না আমার। হয়তো তারা ভয়ে থাকে আমি যে কোনো সময় মরে যেতে পারি ভেবে।' হাসল ও।

'আমার পরামর্শ শোনো, বুড়ো খোকা। একবার এখান থেকে বেরুতে পালে সোজা আয়ারল্যান্ডে, তোমার কাজিনের খামারবাড়ি চলে যাও। তোমাকে মিরাকল অফার করা হয়েছে। ওয়ান্ডসওয়ার্থ প্রিজনের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করে দেখো, ওটা মিরাকল ছাড়া আর কী।'

'জানি আমি,' বলল রিলে। 'যেন কবরের মুখ থেকে পাথর সরিয়ে নেয়া হলো।'

'ঠিক তাই,' হাই তুলল ডিলন। 'আমার ঘুম পাচ্ছে। আমাকে এক ঘণ্টা পরে তুলে দিয়ো,' চোখ বুজল ও।

রিলে ওকে দেখছে। দারুণ একজন মানুষ ডিলন। ডেরিতে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সে আর ডিলন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসময় যুদ্ধ করেছে। একবার রিলের বাম পায়ে গুলি বিঁধে যায়। ডিলন ওকে ফেলে রেখে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। নগরীর স্যুয়ারেজ লাইন দিয়ে ওকে সেদিন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল ডিলন।

ঘুমাচ্ছে ডিলন। রিলে মনে মনে বলল সরি, শন। কিন্তু এ ছাড়া রিলের উপায়ই বা কী ছিল? তার পক্ষে আরো সাড়ে চোদ্দ বছর জেলের জীবন্ত-নরকের বসবাস করা সম্ভব না। চোখ বুজল সে। ঘুমাবার চেষ্টা করল।

বেলা দুটো নাগাদ সাগরে চলে এল ওরা। পালের্মোকে একপাশে রেখে পুন্টা রাইসিতে ল্যান্ড করল বিমান। টাওয়ারের নির্দেশ মাফিক লেসি বিমানবন্দরের শেষপ্রান্তে নিয়ে গেল রিয়ার জেট। ওখানে কয়েকটি প্রাইভেট প্লেন পার্ক করা। হ্যাঙারের সামনে মাথায় কাপড়ের টুপি এবং পুরানো ফ্লাইং জ্যাকেট গায়ে ছোটখাট একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে একটি পিগট।

'কে লোকটা?' জিজ্ঞেস করল রিলে।

'উনি ইটালিয়ান সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের কর্নেল পাওলো গাজিনি। আমার জানা মতে তাঁর মতো আর কেউ মাফিয়া গডফাদারদের জেলে পুরতে

পারেন নি। উনি আমাদের পুরানো এক বন্ধু।'

প্লেনের দরজা খুলে দিল পেরি। নামল লেসি।

তার পেছন পেছন অন্যরা।

এগিয়ে এলেন গাজিনি। 'চিফ ইন্সপেক্টর, তোমাকে আবার দেখে প্রীত হলাম, তোমাকেও ডিলন। এখনো দুজনে জুটি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ? বেশ।'

ডিলন তার সঙ্গে হাত মেলাল, 'ইনি টম ও'ম্যালে, আমাদের কলিগ।'

রিলের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে হেসে উঠলেন গাজিনি, 'কলিগ? বেশ বেশ।' বিরতি দিলেন তিনি। 'তোমরা কেন এখানে এসেছ জানি না আমি। জানতে চাইও না। তবে খবরের কাগজের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরো না।' তিনি ঘুরলেন লেসির দিকে। 'আপনার জন্য কী করতে পারি, ফ্লাইট লেফটেনেন্ট?'

'রিফুয়েল দরকার আমার। আমাদের পরবর্তী স্টপেজ মাল্টা।'

'বেশ। তবে আগে আমার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।' ঘুরলেন তিনি, পা বাড়ালেন পিগটের দিকে। গাড়ি থেকে নেমে এল ড্রাইভার। বেঁটেখাটো, কালো চুল, পরনে চেক শার্ট এবং জিন্স।

'কর্নেল?'

গাজিনি তার মাথায় হাত রাখলেন, 'লুইগি, আমি তোমাকে সার্জেন্ট বানিয়েছি কারণ আমার ধারণা তোমার মাথায় ঘিলু আছে। এই ভদ্রমহিলা একজন চিফ ইন্সপেক্টর, কাজেই এঁর প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করবে। মি. ডিলন এবং মি. ও'ম্যালে কলিগ। ওদেরকে তুমি সালিনাসে পৌঁছে দেবে। এরপরে ফিরে আসবে।'

'জি, কর্নেল।'

'আর যদি কোনোরকম গুবলেট করে ফেলো তো তোমার খবর আছে।'

হাসল লুইগি, গাড়ির পেছনের দরজা মেলে ধরল। এদিকে একজোড়া আসন আছে। 'চিফ ইন্সপেক্টর।'

হান্না গাজিনির গালে চুমু খেয়ে পেছনের সিটে উঠে বসল। ডিলন এবং রিলে বসল অন্যটিতে। খোলা জানালায় হাসি মুখ দেখাল গাজিনি। 'গুড হান্টিং, মাই ফ্রেন্ডস।'

পিছিয়ে গেলেন তিনি। গাড়ি নিয়ে আগে বাড়ল লুইগি।

আজ সেইন্ট ডে বা এরকম কিছু। রাস্তায় ধর্মীয় মিছিল। রোবপরা লোকজনের কাঁধে প্রকাণ্ড একটি মঞ্চ। তাতে ভার্জিন মেরির মূর্তি। ওরা ভিড় কাটাল।

পালের্মো থেকে সোজা দ্বীপের কেন্দ্রবিন্দুতে চলেছে পিগট। এ রাস্তাটাই ট্যুরিস্টরা ব্যবহার করে। দু'পাশের নিসর্গ সত্যিই মনোহর।

রাস্তা ধরে গাধার পিঠে চলেছে কৃষকের দল, সবজি নিয়ে বাজারে যাচ্ছে। বুড়োদের মাথায় টুইড ক্যাপ, গায়ে তাপ্পিমারা সুট। কারো কারো কাঁধে ঝুলছে সিসিলিয়ানদের প্রিয় অস্ত্র খাটো ব্যারেলের শটগান।

মাঠে কাজ করছে মহিলারা অথবা লাইন বেঁধে হাঁটছে রাস্তায়। তাদের মাথায়

ঝুড়ি। বাতাস বয়ে আনছে প্রস্রাবের কড়া গন্ধ।

'এ যেন মধ্যযুগে এসে পড়েছি,' মন্তব্য করল হান্না।

চোস্ত ইংরেজিতে কথা বলে উঠল লুইগি। 'এই গরিব মানুষগুলো দারিদ্র্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত। ভূস্বামী আর মাফিয়ারা বছরের পর বছর ধরে তাদেরকে চুষে খেয়ে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলেছে।'

'তুমি কী জানো ইংল্যান্ডের প্রথম রিচার্ড একসময় এখানকার রাজা ছিলেন?' হান্নাকে জিজ্ঞেস করল ডিলন। অবাক দেখাল হান্নাকে। 'জানতাম না তো! তুমি দেখছি প্রতিদিনই নতুন কিছু শিখছ।'

'ইজনট দ্যাট আ ফ্যাক্ট?' বলল ডিলন, একটা সিগারেট ধরাল।'

ঠিক ওই মুহূর্তে, কর্ফুতে, মেরি ডি ব্রিসাক দ্বীপের উত্তর-পূর্ব উপকূলে ভাড়া নেয়া ছোট কটেজটির পাথুরে রাস্তায় হাঁটছিল।

সুতনুকা মেরির বয়স সাতাশ, যদিও দেখায় আরো কম। সে টি-শার্ট এবং খাকি শর্টস পরেছে, মাথার খড়ের টুপিটি ছায়া ফেলেছে তার শান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত মুখে। পনিটেল করে বাঁধা তার চুল, এক হাতে একটি কোল্ডবক্স, বগলে ইজেল, অপর হাতে রঙের বাক্স।

ঘোড়ার খুরের মতো সাগর সৈকতটি ভারি সুন্দর। মেরি একদিকে তাকালে দেখতে পায় আলবানিয়া, অপরদিকে গ্রিস। একখণ্ড পাথরের আড়ালে একটি ফোল্ডিং চেয়ার এবং ছাতা রেখেছে মেরি। ওগুলো নিজের মতো জায়গায় বসাল সে, তারপর ইজেল নিয়ে নিজে বসে গেল।

ছবি আঁকতে জলরঙের ব্যবহার পছন্দ মেরির। সে সামনের দৃশ্যটির দ্রুত একটি চারকোল স্কেচ এঁকে ফেলল। সাগরে মাছ ধরা নৌকা যাচ্ছে, ক্রমে চোখের আড়ালে চলে গেল। আঁকা শুরু করল মেরি।

মায়ের মৃত্যু-শোক এখনো ভুলতে পারেনি মেরি। কটেজ তার সবকিছু থেকে পালিয়ে থাকার আশ্রয়। বাড়িতে চাকর-বাকর কেউ নেই। এক কৃষক বউ হপ্তায় তিন দিন গাধার পিঠে চেপে নিয়ে আসে তাজা রুটি, দুধ এবং লাকড়ি।

কোল্ডবক্স খুলল মেরি। অন্যান্য জিনিস ছাড়াও এর মধ্যে আছে বরফঠাণ্ডা এক বোতল চাবলিস। সে বোতলের ছিপি মুক্ত করে একটি গ্লাসে পানীয় ঢালল।

'আশ্চর্য,' আপন মনে বলল মেরি, 'আমার সংস্পর্শে যে-ই আসে সে-ই মারা যায়। প্রথমে জেনারেল, তারপর মরিস, এরপর মা। আমি জানি না আমি কী করেছি।'

পেছনে পায়ের শব্দ টের পায়নি মেরি, তবে গলার স্বরে সচকিত হয়ে উঠল। 'চমৎকার। ব্লু কালার ওয়াশ এবং শোরলাইনটা যেভাবে এঁকেছেন আপনি, অসাধারণ।'

পেছন ফিরে তাকাল মেরি। যুবক তার সমবয়সীই হবে, সোনালি চুল, রোদে পোড়া কঠিন মুখ। পরনে জিন্স এবং পুরানো জ্যাকেট। ইংরেজিতে কীসের যেন

সামান্য একটা টান আছে, ধরতে পারল না মেরি।

ও বলল, 'আমি রূঢ়ভাবে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এটা একটা প্রাইভেট বিচ।'

'হ্যাঁ, জানি আমি তা। এও জানি আপনি কমতেসে ডি ব্রিসাক।'

'আপনি কে?'

'নামে কী আসে যায়?' হাসল সে। 'ধরুন আমার নাম ডেভিড ব্রাউন।' কোল্ডবক্স থেকে চাবলিসের বোতল তুলে নিল সে। লেবেল পড়ল। 'ইন্টারেস্টিং' গ্লাসে মদ ঢালল যুবক, চুমুক দিল। 'মন্দ নয়।'

'পছন্দ হয়েছে বলে খুশি হলাম,' বলল মেরি। আশ্চর্য, এ যুবককে তার মোটেই ভয় লাগছে না। একে ধর্ষণকারী বা দস্যু কিছুই মনে হচ্ছে না।

শিস দিল যুবক। ডাকল কাউকে। তবে ইংরেজিতে নয়। এক তরুণ হেঁটে আসতে লাগল ওদের দিকে। ভাষাটা এবারে চিনতে পারল মেরি।

'হিব্রু,' বলল ও। 'তুমি হিব্রু ভাষায় কথা বলেছ। আমি ইসরায়েলে ছিলাম। ভাষাটা চিনতে পেরেছি।'

'ভালো,' ওয়াইন শেষ করল যুবক। 'এবার,' ইংরেজিতে বলল সে তরুণকে, 'এই ভদ্রমহিলার জিনিসপত্রগুলো তুলে নাও। কটেজে রেখে এসো।'

'এসব কী হচ্ছে?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল মেরি।

'ভয় নেই, কমতেসে,' হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করল যুবক, 'চলুন।'

কটেজের বাইরে একটি ফোর্ড স্টেশন ওয়াগন পার্ক করা। তরুণ মেরির ছবি আঁকার সরঞ্জাম পেছনের আসনে রাখল। মেরি লক্ষ্য করল তার সুটকেসও আছে ওখানে।

'এ হলো মোশে,' মেরিকে বলল ডেভিড ব্রাউন। 'আপনি বাড়ি থেকে বেরুবার পরপরই সে আপনার জিনিসপত্র বাঁধাছাদা শুরু করে দেয়। বলল আপনার কাবার্ড নাকি খালি। আমি জানি আপনি এখানে থাকার সময় শুধু ট্যাক্সি ব্যবহার করেন। গাধার পিঠে চেপে ওই মহিলা এসে যখন দেখবে আপনি নেই, ভাববে চলে গেছেন।'

'কোথায়?'

গাড়ির পেছনের দরজা খুলল যুবক। 'আপনার জন্য আরামপ্রদ এক বিমান ভ্রমণ অপেক্ষা করছে।'

ইতস্তত করল মেরি, তারপর জোরাজুরি করে লাভ হবে না ভেবে উঠে পড়ল গাড়িতে। তার পাশে বসল ডেভিড ব্রাউন। 'আমরা আসলে কোথায় যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল মেরি।

'আপনি খুব বেশি প্রশ্ন করেন। ভ্রমণটা উপভোগ করুন। এত সুন্দর নিসর্গ।'

নগ্ন ডান বাহুতে কীসের খোঁচা খেয়ে ঘুরে গেল মেরি। দেখল যুবকের হাতে প্লাস্টিকের মেডিকেল হাইপোডারমিক।

'জাহান্নামে যাও তুমি!' চেঁচিয়ে উঠল মেরি। 'কী এটা?'

'তা জেনে লাভ কী?' হাইপোডারমিক জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলল ডেভিড ব্রাউন। 'আপনি এখন ঘুমিয়ে পড়বেন—চমৎকার লম্বা একটা ঘুম দেবেন। জেগে উঠে চনমনে লাগবে শরীর।'

আপত্তি জানিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল মেরি, পারল না। তার চোখ ভারি হয়ে আসছে। তারপর আঁধারে ডুবে গেল সে।

সিসিলিতে পিগট উঁচু পাহাড়ী রাস্তা বাইছে। ওদের একপাশে ছ'হাজার ফুট উচ্চতা নিয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মন্তে কামারাটা।

'কঠিন জায়গা,' মন্তব্য করল রিলে।

মাথা ঝাঁকাল লুইগি। 'সালভাতর গিউলিয়ানের ওখানে কয়েক বছর লুকিয়ে ছিলেন। সেনাবাহিনী কিংবা পুলিশ কেউই তাঁর টিকিটি খুঁজে পায় নি। একজন মহান নেতা, খাঁটি সিসিলিয়ান।'

'বিখ্যাত ডাকাত সর্দার,' হান্না বলল রিলেকে। 'সে গরিব মহিলাদেরকে অর্থ সাহায্য করত। নিজেকে ভাবত রবিন হুড।'

একটা গ্রামে ঢুকল ওরা। ডিলন বলল, 'এখানে একটু থামাও লুইগি। ফ্রেশ হয়ে নিই। সবারই ফ্রেশ হওয়া দরকার।'

একটি সরাইখানার সামনে গাড়ি থামাল লুইগি। খানকয়েক কর্কশ চেহারার চেয়ার-টেবিল ছড়ানো ছিটানো। সরাইয়ের মালিক ওদেরকে দেখে বেরিয়ে এল। ধূসর চুল মাথায়, গায়ে তেল-ঝোল মাখা অ্যাপ্রন। লুইগি ফিসফিস করে কিছু বলল তাকে তারপর ফিরল হান্নার দিকে।

'টয়লেটটা পেছনে, চিফ ইন্সপেক্টর।'

'তুমি আগে যাও,' বলল ডিলন। 'আমরা পরে আসছি।'

লুইগির পেছন পেছন এগোল হান্না। বার-এ ঢুকে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল লুইগি। ভেতরটা অন্ধকার। টয়লেটের কটু গন্ধ আসছে। ডিলন এবং রিলে সিগারেট ধরাল। সরাইতে আধুনিক ব্যবস্থা বলতে শুধু কফি পানের এসপ্রেসো মেসিন আছে।

ঘুরল লুইগি, 'কফি চলবে?'

'কেন নয়?' বলল ডিলন।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল হান্না, বাঁকা করল মুখ, 'এখানে আমি আর টিকতে পারছি না। বাইরে দাঁড়াচ্ছি।'

ডিলন এবং রিলে ব্যাকরুমে চলে এল। খুবই জঘন্য দশা। ডিলন আগে গেল বাথরুমে। ফিরে এল কাঁপতে কাঁপতে। 'জলদি করো, ডারমট। ওখানে বেশিক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে।'

লুইগির কফি পান এখনো শেষ হয় নি, ডিলন এন্ট্রান্সে চলে এল। ধরাল আরেকটি সিগারেট। এমন সময় হান্নার চিৎকার শুনতে পেল। বেরিয়ে এল ও। হাত থেকে ফেলে দিল সিগারেট।

বাইরের একটা টেবিলে বসেছে হান্না। তার পাশে দুই তরুণ। দারিদ্র্যক্লিষ্ট

চেহারা, পরনে তাপ্পিমারা জ্যাকেট, চামড়ার লেগিং এবং কাপড়ের ক্যাপ। একজন বসেছে টেবিলে, কাঁধে ঝুলছে শটগান, অপরজন হান্নার ঘাড়ের পেছনে হাত বোলাচ্ছে।

'আমি বলছি থামো!' ক্রুদ্ধ গলায়, ইটালিয়ান ভাষায় চেঁচাল হান্না।

হেসে উঠল লোকটা, তার হাত নেমে গেল হান্নার পিঠে। ডিলন তার কিডনি লক্ষ্য করে ঝেড়ে দিল পাক, কলার ধরে জোরে ধাক্কা মারল। সে চেয়ার নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল। ডিলন টেবিলে বসে থাকা অপর তরুণের নাক বরাবর বিরাশি সিক্কার ঘুসি বসাল। সে-ও ছিটকে পড়ল মাটিতে। ডারমট হাঁক ছাড়ল, 'আমি আসছি, শন।' সে এন্ট্রান্সের পুঁতির পর্দা সরিয়ে ছুটে এল। যে লোকটা আগে ধরাশায়ী হয়েছে সে এবার লাফ মেরে খাড়া হলো। হাতে ছুরি চলে এসেছে। ডারমট খপ করে তার কব্জি চেপে ধরল, জোরে মোচড় দিতেই হাত থেকে পড়ে গেল অস্ত্র। অপরজন, রক্তাক্ত মুখ, শটগান তাক করতে যাচ্ছে, ডিলন ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল বন্দুক, পরমুহূর্তে পেটে ভয়ংকর ঘুসি খেল যুবক, হাত থেকে পড়ে গেল শটগান।

গুলির শব্দ শোনা গেল। শূন্যে গুলি ছুড়েছে লুইগি। তার এক হাতে পিস্তল, অপর হাতে ওয়ারেন্ট কার্ড।

'পুলিশ,' বলল সে, '*লুপারা* (শটগান) রেখে ভাগো জলদি।'

পড়িমরি ছুটল দুই তরুণ। বুড়ো নিরুত্তাপ চেহারা নিয়ে হাজির হলো। হাতের ট্রেতে চারটে এসপ্রেসোর কাপ। টেবিলে রাখ সে ট্রে।

'গণ্ডগোলের জন্য দুঃখিত, দাদু,' চমৎকার ইটালিয়ানে বলল ডিলন।

'আমার ভাতিজা আর তার বন্ধু,' কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো। 'খারাপ ছেলে।' লুপারা তুলে নিল সে। 'ওর পিঠে এটা ভাঙব আমি। আমি সিনোরিনার জন্য খুবই দুঃখিত। আমার খুবই লজ্জা লাগছে।' ভেতরে গেল সে। ডিলন কফির কাপ টেনে নিল। 'দাদু লজ্জিত। ওটা তার ভাতিজা এবং বন্ধু ছিল...'

'বুড়োর কথা কানে গেছে আমার,' বলল হান্না। 'আমার ইটালিয়ান ভাষাজ্ঞান নেহায়েত খারাপ না।'

ডিলন ফিরল রিলের দিকে, 'ধন্যবাদ, ডারমট।'

'ধন্যবাদের কিছু নেই,' বলল রিলে। 'সেই পুরানো দিনের মতো।'

'আপনি দারুণ মারপিট জানেন, সিনর,' বলল লুইগি।

'ও এ কাজটা ভালোই পারে,' কফির কাপে চুমুক দিল হান্না।

'ওকে যদি বন্দুক হাতে দেখতে!'

বিনয়ের ভঙ্গিতে হাসল ডিলন, 'অনেক প্রশংসা হয়েছে, খুকি। এবার কফি শেষ করে চলো রওনা হই।'

দক্ষিণ উপকূলে চলল ওরা। এদিকে ল্যান্ডস্কেপ ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে উঠছে, কোমল এবং স্নিগ্ধ।

'যুদ্ধের সময় আমেরিকানরা কামারাটা দিয়ে পালার্মো আসত। এক মাফিয়া গোয়েন্দা জার্মানদের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের সহযোগিতা করছে শুনে ইটালিয়ান সৈন্যরা পালিয়ে যায়,' লুইগি বলল।

'কেন কাজটা তারা করল?' জিজ্ঞেস করল ডিলন।

'আমেরিকানরা নিউইয়র্কের জেল থেকে বিখ্যাত মাফিয়া ডন লাকি লুসিয়ানোকে মুক্ত করে।'

'আরেক গ্যাংস্টার,' বলল হান্না।

'হয়তো, সিনোরিনা। তবে লোকে তাকে বিশ্বাস করত। সে আমেরিকায় ফিরে আবার জেলে ঢোকে। তাকে ১৯৪৬ সালে রিলিজ দেয়া হয়। সে বলেছিল সে দেশ সেবা করছে।'

'এসব ফ্যান্টাসিতে আপনি বিশ্বাস করেন?' জিজ্ঞেস করল হান্না।

'ক্যাম্পেইনের সময় আমার বাবা নিজে তাকে কর্লিয়নি গাঁয়ে দেখেছে।'

'এখন চারপাশে ফুলের ছড়াছড়ি। ঢালে ফুলের হলুদ মাখা, মৌমাছির ওড়াউড়ি দেখা যাচ্ছে।'

'দারুণ সুন্দর একটা দেশ।' মন্তব্য করল হান্না। 'তারপরও বছরের পর বছর এখানে মারামারি হানাহানি লেগেই আছে।'

'জানি আমি' বলল ডিলন, 'বাইবেলের মতো।'

চোখ বুজল সে। তার দিকে তাকিয়ে অপরাধ বোধে ভুগতে লাগল রিলে। কিন্তু ওর কীইবা করার ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সালিনাসে পৌঁছে যাবে ওরা। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

মেরি ডি ব্রিসাক অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে আছে। কখনো মনে হচ্ছে সে নিকষ আঁধারে ভেসে বেড়াচ্ছে, পরমুহূর্তে মনে হচ্ছে সাঁঝের ম্লান আলো দেখতে পাচ্ছে। তবে জেগে ওঠার পরে তার মাথা ব্যথা কিংবা মাথা ঝিমঝিম কোনো ভাব নেই দেখে আশ্চর্য হলো সে।

একটা বড় খাটে শুয়ে আছে ও। ঘরের দেয়াল কালো ওক কাঠের। ঘরের আসবাবগুলো সবই ওক কাঠের তৈরি। ভারি এবং পুরানো। দূর প্রান্তের দেয়ালে মধ্যযুগের ছবি আঁকা একটি ট্যাপেস্ট্রি ঝুলছে। আউটার ডোরটিও ওক কাঠের, তাতে লোহার কড়া। বিছানার পাশেও আরেকটি দরজা আছে।

ঘরে জানালা মাত্র একটি, প্রকাণ্ড, গরাদঅলা। জানালার পাশে একটি টেবিল এবং খানতিনেক চেয়ার। ডেভিড ব্রাউন বলে পরিচয় দেয়া যুবক চেয়ারে বসে বই পড়ছিল। সে মুখ তুলে চাইল।

'ঘুম ভেঙেছে তাহলে। কেমন লাগছে?'

'ভালো,' উঠে বসল মেরি। 'আমি কোথায়?'

'অন্য আরেক দেশে। আমি আপনার জন্য কফি নিয়ে আসি। নাকি চা খাবেন?'

'না, কফি হলেই চলবে। কড়া, কালো কফি। দু'চামচ চিনি।'

'এখুনি নিয়ে আসছি।'

দরজা খুলে বেরুল যুবক। আবার তালা মেরে দিল বাইরে থেকে। বিছানা ছাড়ল মেরি। অপর দরজাটি খুলল। একটা বাথরুম পুরানো আদলের। টয়লেট, বেসিন, বাথটাব, শাওয়ার সবকিছুই যেন উঠে এসেছে উনবিংশ শতাব্দী থেকে। ওয়াশ বেসিনের পাশে প্রচুর টয়লেট্রিজ। সাবান, শ্যাম্পু, ট্যালকম পাউডার, ডিওড্রান্ট, স্যানিটারি ন্যাপকিন। এমনকি বৈদ্যুতিক চুল শুকানোর যন্ত্র, চিরুনি এবং হেয়ারব্রাশও আছে। মেরির মনে হলো এসব কিছুই ওর জন্য রাখা হয়েছে।

ওর ধারণা আরো বদ্ধমূল হলো বেডরুমের ডেস্কে এক কার্টন গিতানিস পেয়ে। এটা ওর প্রিয় সিগারেটের ব্রান্ড। প্লাস্টিকের লাইটারও আছে। সিগারেটের একটা প্যাকেট খুলল মেরি, সিগারেট নিয়ে আগুন ধরাল। তারপর হেঁটে গেল জানালার সামনে। উঁকি দিল গরাদের ফাঁক দিয়ে।

ভবনটি পাহাড়চূড়োয়। নিচে উপসাগর, পুরানো একটি জেটি দেখা যাচ্ছে, সেখানে নোঙর করা একটি স্পিডবোট। তারপর শুধু নীল আর নীল সাগর। সাঁঝ ঘনাচ্ছে। কমে আসছে আলো। দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ হলো। খুলে গেল। ট্রে হাতে ভেতরে ঢুকল ব্রাউন।

'তাহলে মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছেন?'

'এক অর্থে তাই। আমার প্রশ্নের জবাব পাব কখন?'

'বস কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবেন। জবাব দেয়া না দেয়া তাঁর ইচ্ছে।' সে মেরির জন্য কফি ঢালল।

ডেভিড যে বইটি পড়ছিল ওটা তুলে নিয়ে দেখল মেরি। টি.এস এলিয়টের 'ফোর কোয়ার্টার্স'। 'তুমি কবিতা পছন্দ করো?'

'আমি এলিয়টকে পছন্দ করি।' তারপর ভুল আবৃত্তি করল : In our end is our beginning and all that. He says so much so simply.' দরজার কাছে হেঁটে গেল সে। 'বস তাঁর চেহারা দেখাবেন না। ভয় পাবার কিছু নেই।'

চলে গেল ডেভিড ব্রাউন। কফি শেষ করল মেরি। আরেক কাপ নিল। ধরাল আরেকটা সিগারেট। ঘরে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। অনুমান করার চেষ্টা করল ওকে কেন এখানে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু কোনো উপসংহারে পৌঁছতে পারল না। দরজায় আবার শব্দ হলো। ক্লিক। ঘুরল মেরি। খুলে গেছে দরজা।

ঘরে ঢুকল ডেভিড ব্রাউন, সরে দাঁড়াল একপাশে। তার পেছন পেছন একজন লোক এল। লোকটা ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ, পরনে কালো জাম্প সুট। তার মুখ ঢেকে আছে স্কি-মাস্কে, যদিও মুখোশের আড়ালে জ্বলজ্বল করছে চোখ। অশুভ, ভয়ংকর চাউনি। কথা বলে উঠল সে, বোস্টন আমেরিকান টানে। 'আ, প্লেজার, কাউন্টেস। ঝামেলায় ফেলার জন্য দুঃখিত।'

'মাই গড, আপনি আমেরিকান। অথচ হিব্রু কথা শুনে ভেবেছি আপনারা ইসরায়েলি।'

'মাই ডিয়ার কাউন্টেস, ইসরায়েলের অর্ধেক মানুষ আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজি বলে। ও দেশে আমাদের অনেকেই পড়াশোনা করে। বিশ্বের কয়েকটি সেরা বিদ্যানিকেতন ইসরায়েলেই।'

'তাই নাকি?' বলল মেরি। 'এটা অবশ্য যে যার মত।'

'ওহ্, আমি তো ভুলেই গেছিলাম আপনি অক্সফোর্ড এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছেন।'

'আমার সম্পর্কে অনেক খবরই রাখেন দেখছি।'

'আপনার সব কথাই আমি জানি কাউন্টেস—সব কিছু। কোনোকিছুই গোপন নেই।'

'কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ধরুন, আপনার নাম।'

মুখোশের ফাঁকে দাঁত দেখা গেল লোকটার, মনে হলো হাসল। 'জুডাস,' বলল সে, 'আমাকে জুডাস নামে ডাকবেন।'

'বাইবেলীয় নাম,' মন্তব্য করল মেরি। 'কিন্তু হায়, বড্ড দুর্ভাগ্যজনক যোগাযোগ।'

'ওহ্, হ্যাঁ। কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি। জুডাস যীশুর সঙ্গে বেঈমানি করেছিল,' কাঁধ ঝাঁকাল সে। তবে রাজনৈতিক অঙ্গনেও জুডাস আছে। জুডাস ইসকারিঅট একজন জিলট। তিনি রোমানদের কবল থেকে দেশ মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।'

'আর আপনি?'

'আমি আমার দেশকে সবার কাছ থেকে মুক্ত করতে চাই।'

'কিন্তু এর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী, ফর গড্‌স সেক?'

'পরে, কাউন্টেস, পরে বলব। ডেভিড আপনার সমস্ত দেখভাল করবে। এখানেই আপনার থাকা-খাওয়া চলবে। তবে বিশেষ কিছু চাইলে ওকে বললেই হবে। শেলফে বইয়ের অভাব নেই। আপনার ছবি আঁকার সরঞ্জামও আছে। আপনার সঙ্গে পরে আবার কথা হবে।'

মুখোশধারীর জন্য দরজা খুলে দিল ব্রাউন। তার পেছন পেছন বেরিয়ে গেল। জুডাস খুলে ফেলল মুখোশ। তামাটে রঙের চুলের মধ্যে আঙুল ঢোকাল। তার চেহারায় একটি কাঠিন্য রয়েছে, উঁচু চোয়াল, চোখের রঙ নীল। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়।

'ওর ওপর লক্ষ্য রেখো, ডেভিড,' বলল সে, 'যা চায় এনে দিয়ো।'

'দেব,' বলল ব্রাউন, 'মেয়েটা খুব ভালো।' একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'আপনি যা চাইছেন না পেলেও কী যা করার কথা বলেছেন তা করবেন?'

'অবশ্যই,' বলল জুডাস। 'কেন, ডেভিড তুমি কি মেয়েটির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছ?'

'অবশ্যই না, আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণই আসল।'

'কথাটা মনে রেখো। পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

ঘুরেছে সে, ব্রাউন জানতে চাইল, 'অ্যারন আর অন্য দুজনের কোনো খবর পেলেন?'

'সালিনাসে, নিজের জাহাজের রেডিও থেকে ফোন করেছিল সে আমাকে। কাজ হচ্ছে, ডেভিড,' হাসল জুডাস নামধারী লোকটা। 'কাজ চলছে। স্রেফ আস্থা রাখো।'

পাথুরে করিডর ধরে পা বাড়াল সে। ব্রাউন দরজা খুলে ঢুকল ঘরে। জানালার পাশ থেকে সরে এল মেরি।

'অঃ তুমি। সর্দার নেকড়ে চলে গেছে?'

মন্তব্যটা গ্রাহ্য করল না ব্রাউন। 'আমি জানি আপনি নিরামিশাষী নন। আজ রাতের মেনুতে ভিচি সয়েস, গ্রিলড সি বাস, আলু, মিক্সড সালাদ এবং ফল থাকছে। মাছ খেতে চাইলে ভেড়ার মাংস চাখতে পারেন।'

'ওয়েটারদের মতো কথা বলছ তুমি। তবে এ মেনুতেই চলবে।'

'রান্নাটা আমিই করব। হোয়াইট ওয়াইন খাবেন?'

'না।'

ব্রাউন দরজার দিকে পা বাড়াল। সে দরজা খুলল। ডাক দিল মেরি, 'ডেভিড?'

ঘুরল ব্রাউন, 'বলুন, কাউন্টেস?'

'তুমি তো এলিয়ট পছন্দ করো। তাই 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' থেকে দুটো লাইন তোমাকে আবৃত্তি করে শোনাই।'

'কী, কাউন্টেস?'

'আই থিঙ্ক উই আর ইন র‍্যাটস অ্যালি হোয়ার দ্য ডেড মেন লস্ট দেয়ার বোনস।'

মুখ থেকে হাসি মুছে গেল ব্রাউনের, সে বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে। তারপর বন্ধ করল কপাট। তালা মারার 'ক্লিক' শব্দ হলো। হঠাৎ খুব ভয় লাগল মেরির।

চার

সালিনাসের বাড়িঘর ছড়ানো-ছিটানো, দুটি জেটি নিয়ে একটি বন্দর জ্যাম হয়ে থাকে ছোট ছোট মাছ ধরার বোটে। গাড়ি নিয়ে সোজা ওয়াটারফ্রন্টে চলে এল লুইগি। ইংলিশ ক্যাফে নামে একটি রেস্টুরেন্টের সামনে থামল।

'ঈশ্বর জানেন এটার এরকম নাম কেন,' বলল লুইগি।

'বোধহয় ওরা ফুল ইংলিশ ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করে,' বলল ডিলন। 'ইংরেজ ট্যুরিস্টরা ওটা পছন্দ করে।'

'কীসের ট্যুরিস্ট?' বলল লুইগি, কাঁধ ঝাঁকাল। 'যাকগে, আপনাদের জায়গা মতো পৌঁছে দিলাম। আমার ডিউটি খতম। এখন আমি পালের্মোতে ফিরব।'

গাড়ি থেকে নামল ওরা, হান্না হ্যান্ডশেক করল, 'সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ, সার্জেন্ট।' হেসে লুইগির গালে চুমু খেল। গাড়ি নিয়ে চলে গেল সে।

দলটাকে নিয়ে রেস্টুরেন্টের সিঁড়িতে পা বাড়াল ডিলন। উষ্ণ রাত। আঁধার নেমেছে বলে বন্দরের কয়েকটি বোটে আলো জ্বলছে। দরজা খুলল ডিলন। ভেতরে ঢুকল। বার-এ ছয়/সাতজন জেলে। ভেতরে প্রচণ্ড গরম। সিলিং ফ্যান ঘুরছে না।

বারম্যানকে হাত নেড়ে ডাকল ডিলন। ফিরল সঙ্গীদের দিকে, 'এখানে ভ্যাপসা গরম। বাইরে গিয়ে বসি চলো।'

বারান্দার রেলিং ঘেঁষে একটা টেবিল দখল করল ওরা। হাজির হলো বারম্যান। 'তোমাদের এখানে খাবার কী আছে?' ইটালিয়ান ভাষায় প্রশ্ন করল হান্না।

'প্রতিদিন আমরা একটাই মূল ডিশ রান্না করি, সিনোরিনা। আজ রাতে পাবেন কান্নেলোনি রিপিয়েনি। মাংস এবং পেঁয়াজ দিয়ে রান্না। সঙ্গে সালাদও থাকছে।'

'বেশ। সঙ্গে এক বোতল মদও এনো,' বলল ডিলন, 'ঠাণ্ডা।'

রিলেকে খাবারের বর্ণনা দিচ্ছে ডিলন, বারম্যান তিনটে গ্লাস এবং বরফঠাণ্ডা একটি বোতল নিয়ে উদয় হলো। একটা গ্লাসে মদ ঢালল। গন্ধ শুঁকল ডিলন।

'এর নাম পাসিটো। খুব কড়া মদ। তিন গ্লাস খেয়েছ কী বারোটা বাজবে,' হান্নার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল ডিলন।

'তোমার জিনিস তুমিই খাও, ডিলন।'

বারম্যান এল। সঙ্গে গাট্টাগোট্টা চেহারার এক মহিলা, হাতে ট্রে। ট্রেতে তিনটে প্লেট এবং এক ঝুড়ি রুটি। বারম্যান জিনিসগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখল। চলে গেল মহিলা।

খাবারটা চমৎকার। রিলে চেটেপুটে খেল। 'আমার কাজিন ব্রিজিটের রুটির

পরে এই প্রথম আরেকটা ব্রেড খেলাম যার স্বাদ জিভে লেগে থাকবে বহুদিন।'

ওরা মদ পান করছে, পেছন থেকে ভেসে এল শান্ত একটি কণ্ঠ।

'চিফ ইন্সপেক্টর বার্নস্টাইন?' ঘুরল ওরা। সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল। 'জ্যাক কার্টার।'

লোকটার উচ্চতা মাঝারি, মাথায় লবণের দাগ পড়া সেইলরস ক্যাপ, গায়ে রিফার কোট এবং জিন্স। রোদে পোড়া মুখ। বয়স পঁচিশের কোঠায় হবে, অনুমান করল ডিলন।

পরিচয় করিয়ে দিল হান্না। 'ইনি শন ডিলন আর ইনি টমাস ও'ম্যালে। ওঁরা—

'আমি জানি ওঁরা কে, চিফ ইন্সপেক্টর। আমাকে ওদের সম্পর্কে খুব ভালোভাবে ব্রিফ করা হয়েছে।'

বারান্দায় উঠে এল জ্যাক কার্টার। ডিলন তাকে মদ সাধল। সে মাথা নেড়ে ফিরিয়ে দিল গ্লাস।

'আমি হাকিমের ভিলায় ঢুঁ মেরেছি। হাকিম এখন বাড়িতেই আছে। তার পোষা দুই গুণ্ডা আজ সকালে সাপ্লাই নিয়ে এসেছে।'

'আমরা রওনা হবো কখন?' জিজ্ঞেস করল ডিলন।

'আজ রাতে। মাঝরাতের দিকে। বোটে চড়ে যাব। আমার মি. রিলেকে দরকার হবে।'

'মি. ও'ম্যালে।' শুধরে দিল ডিলন।

'ও, হ্যাঁ। মি. ও'ম্যালেকে আমার দরকার হবে। কারণ উনি একবার ভিলার ভেতরে গিয়েছিলেন।' হান্নার দিকে ফিরল কার্টার।

'আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি এখানেই থাকবেন, চিফ ইন্সপেক্টর। দোতলায় ঘর আছে।'

মাথা ঝাঁকাল হান্না, 'আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে বোটটা দেখে আসব শুধু। তারপর এখানে ফিরব।'

ওয়াটারফ্রন্ট চুপচাপ। বাঁধের গায়ে ঢেউ ভাঙছে, কোথাও থেকে ভেসে আসছে মিউজিক, বাতাসে মসলার গন্ধ। বোটটি চল্লিশ ফুট লম্বা একটি ক্রুজার। মাছ ধরার জাল দিয়ে সাজানো। ক্যাপ আর রিফার কোট পরা দুই লোক হুইল হাউজের সামনে, ডেকে কাজ করছে।

'চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই তবে এটা পঁচিশ নট গতিতে চলে,' বলল জ্যাক কার্টার। হাঁক ছাড়ল সে, 'আমি।'

ডেকের লোক দুটো মুখ তুলে চাইল। হান্নাকে বলল কার্টার, 'আমার সঙ্গে আরো দুজন আছে। তবে তারা এ মুহূর্তে তীরে। আসুন, এই পথে।'

কম্পানিয়নওয়ে ধরে মেইন সেলুনে ঢুকল কার্টার। টেবিলে চার্ট ছড়ানো।

টেবিলের ওপর ঝুঁকল সকলে। দরদর ঘামছে রিলে। নীরবতা ভঙ্গ করল হান্না।

'আমার এখানে কোনো কাজ নেই। কাজেই আমি ইংলিশ ক্যাফেতে ফিরে

যাচ্ছি। একটা রুম ভাড়া করব তারপর মোবাইলে ফোন করব ফার্গুসনকে। জানাব কী করছি আমরা।'

কম্পানিয়নওয়ের উদ্দেশে পা বাড়াল হান্না, পেছন পেছনে অ্যনরা। ডেকে এসে ডিলন বলল, 'খুকি, তোমার পা জোড়া খুব সুন্দর। সহি-সালামতে থেকো।'

ডিলনের বাহুতে হাত রাখল হান্না। 'তোমরাও ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো। তুমি একটা হারামজাদা, তবু জানি না কেন আমি তোমাকে এত পছন্দ করি।'

'তার মানে এখনো আমার চান্স আছে?'

'ওহ্, গো টু হেল,' বলল হান্না। হেঁটে গেল জেটি অভিমুখে।

'চলুন, চার্টে আরেকবার চোখ বুলাই,' বলল কার্টার। ওরা ফিরে এল আগের ঘরটিতে।

ডিলন টেবিলে ঝুঁকল, কার্টার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সঙ্গে অস্ত্র আছে তো, মি. ডিলন?'

'অবশ্যই।'

'আপনার ওয়ালথার?'

ঠিক তখন, কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতার কারণেই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল ডিলনের, বুঝতে পারল ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে ও। ওর অনুমান সত্য। কার্টারের হাতে চলে এসেছে একটা ব্রাউনিং।

'মাথার ওপর হাত তোলো, ওল্ড চ্যাপ, কোনো চালাকি নয়,' ডিলনের পকেট ঘেঁটে বের করে নিল ওয়ালথার।

'হাত মাথার পেছনে।'

হুকুম অমান্য করল না ডিলন। কার্টার টেবিলের ড্রয়ার খুলে হ্যান্ডকাফ বের করল। রিলের হাতে দিল। 'ওর হাতে পরিয়ে দাও।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ডিলন, 'খারাপ, ডারমট, খুব খারাপ।'

'আর্নল্ড, এখানে এসো,' হিব্রুতে ডাকল কার্টার।

ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্সে একসময় কাজ করেছে ডিলন, বুঝতে পারল ভাষাটা।

দোরগোড়ায় উদয় হলো এক নাবিক, 'এসেছি, অ্যারন। ওকে তাহলে কজা করেছ, অ্যা?'

'দেখে কী মনে হচ্ছে? তুমি আর র‍্যাফায়েল সমুদ্র যাত্রার জন্য তৈরি হও। আমি মহিলার ব্যবস্থা করছি।'

'ওকে খুন করবে?'

'আরে না। লন্ডনে ফার্গুসনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ওকে দরকার হবে। যাও।' কার্টার ফিরল রিলের দিকে, 'তুমি এখানেই থাকবে। ওকে পাহারা দেবে।'

'আমার টাকা?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল রিলে।

'আমরা ওখানে পৌছার পরে পেয়ে যাবে।'

'কোথায় পৌছার পরে?'

'চুপ করো। যা করতে বলেছি করো।' কমপ্যানিয়নওয়েতে চলে গেল কার্টার।

ডিলন বলল, 'তুমি আমাকে গল্পটা বলতে পার, ডারমট।'

বিস্তারিত বর্ণনা দিল রিলে। ব্রাউনের ওয়ান্ডসওয়ার্থে আগমন, প্লট, ওকে কীভাবে রাজি করানো হয়েছে—সবকিছু।

'তাহলে হাকিম তার ভিলায় নেই?'

'আমি জানি না। ব্রাউন বলার আগ পর্যন্ত তার নামই শুনিনি।' মাথা নাড়ল রিলে। 'তোমাকে ব্যাপারটা বুঝতে হবে, শন। সবকিছুর জন্য ব্রাউন দায়ী। লন্ডনে ফলস ASU অস্ত্র, এই হাকিম...'

'ওয়ান্ডসওয়ার্থ থেকে বেরুবার পরে ব্রাউনের সঙ্গে তোমার আর যোগাযোগ হয়নি?'

'বলেছে যোগাযোগ করার প্রয়োজন নেই। আমার কেসটা সে দেখবে।'

'তাহলে সে কী করে জানল আমরা আসছি?'

'আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছে ডাইরেকশনাল মাইক্রোফোন বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য আবিষ্কার। বলল তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়েও বাড়িতে কী হচ্ছে শুনতে পাবে।'

'রাস্তার ওই বিটি ভ্যান থেকেই তাহলে ওরা সব কথা শুনেছে,' মন্তব্য করল ডিলন। 'চালাক হারামজাদা।'

'আমি দুঃখিত, শন। কিন্তু ব্যাপারটা আমার দিক থেকে একবার দেখো। কতদিন জেল খাটতে হতো আমাকে। ব্রাউনের প্রস্তাব ফেলতে পারিনি আমি।

'আহ্; চুপ করো,' বলল ডিলন, 'পকেট থেকে আমার ওয়ালেট বের করো।'

ওয়ালেট বের করল ডারমট। 'এ দিয়ে কী করব?'

'ওতে পাঁচ হাজার ডলার আছে। তোমার এটা দরকার হবে, ওল্ড সন। এটা আমার অপারেশনের টাকা।'

'কিন্তু ওরা আমাকে কুড়ি হাজার পাউন্ড দেবে বলেছে, ' বলল রিলে, 'এ টাকার আমার দরকার নেই।'

'অবশ্যই দরকার আছে, গর্দভ,' বলল ডিলন।

ট্রেতে করে যে মহিলা খাবার নিয়ে এসেছিল সে হান্নাকে তার বেডরুম দেখিয়ে দিল। ঘরটি ছোট এবং সাধারণ। জানালা খোলা। এখান থেকে বন্দর দেখা যায়। সিঙ্গল একটি বেড, একটি টয়লেট এবং শাওয়ার। কাবার্ডের চেয়ে একটু বড় হবে আয়তনে। বিছানায় ওভারনাইট ব্যাগটি রাখল হান্না। ওর কোমরের বেল্টে ট্রাভেলার্স পার্সে অপারেশনের টাকা এবং একটি ওয়ালথার রয়েছে। পিস্তল বের করে দক্ষ হাতে চেক করল হান্না। তারপর নেমে এল নিচে।

অস্থির লাগছে হান্নার। সে অস্বাভাবিক একটি কাজ করে বসল। বার-এ গিয়ে কনিয়্যাকের অর্ডার দিল। বেরিয়ে এল বাইরে, বসল ছোট কর্নার টেবিলে। ডিলনের কথা মনে পড়ছে খুব। এ জন্যই হয়তো অস্থিরতা।

'ড্যাম ইউ, ডিলন!' অস্ফুটে বলল হান্না।

ঘাড়ে শক্ত, ঠাণ্ডা কিছু একটা ঠেকল, ভেসে এল কার্টারের কণ্ঠ, 'ঘুরো না, চিফ ইন্সপেক্টর। তোমার কাছে অস্ত্র আছে জানি। পার্স থেকে বাঁ-হাত দিয়ে অস্ত্র বের করে আনো।'

নির্দেশ মাফিক কাজ করল হান্না। 'এসবের মানে কী?'

পিস্তলটা হান্নার কাছ থেকে কেড়ে নিল কার্টার। 'ধরো, যেমনটি ভাবা গিয়েছিল তেমনটি ঘটছে না। ভালো কথা, হাকিম এখন আমাদের কব্জায়।'

'তুমি কী চাও?'

'ডিলনকে। তবে কাজ শেষ হওয়ার পরে ওকে পাঠিয়ে দেব। ফার্গুসনকে বলো আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলব। সে তার সোনার ছেলেকে ছাড়া দিন কয়েক চলতে পারবে। এখন মাথার ওপরে হাত তোলো।'

সংক্ষিপ্ত নীরবতা। হান্না জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কেন? আসল কার্টার আর তার লোকজনের কী হয়েছে?'

জবাব এল না। সাবধানে মাথা ঘোরাল হান্না। চলে গেছে লোকটা। সিঁড়ি বেয়ে ও নেমে এল নিচে, দ্রুতপায়ে চলল ওয়াটারফ্রন্ট ধরে। জেটিতে পৌঁছেছে, ইঞ্জিন চালু হবার শব্দ হলো। বোট জেটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হুইল হাউজে একজনকে দেখতে পেল হান্না, অপরজন স্টার্নে নোঙর গোটাচ্ছে। অসহায় দৃষ্টিতে হান্না চেয়ে দেখল ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে বোট। ঘুরল ও। ওয়াটারফ্রন্টে দ্রুত কদম হাঁটা দিল।

কম্প্যানিয়নওয়েতে নেমে এল অ্যারন। দেখল ডিলন একটা বেঞ্চে বসে আছে, রিলে টেবিলের অপর পাশে গম্ভীর মুখে বসে আছে হাতে গ্লাস নিয়ে।

'অ, হুইস্কি পেয়ে গেছ,' বলল কার্টার ওরফে অ্যারন।

'চিফ ইন্সপেক্টরকে পেলে?'

'হ্যাঁ। ফার্গুসনের জন্য ম্যাসেজ দিয়েছি তাকে।'

'বেশ করেছ,' বলল ডিলন, 'তুমি হিব্রু ভাষায় কথা বলছিলে। ভাষাটা আমি বলতে পারি না। তবে শুনে বুঝতে পেরেছি ওটা হিব্রু। তুমি ইসরায়েলি হলে ইংলিশ পাবলিক স্কুল উচ্চারণে কথা বলছ কী করে?'

'আমার বাবা লন্ডনে কূটনীতিক ছিলেন। আমি সেন্ট পলে পড়াশোনা করেছি।'

'মন্দ না। ডারমট সব কথা বলেছে। হাকিম তাহলে একটা কাল্পনিক চরিত্র?'

'একদমই না। ভিলার অস্তিত্ব আছে এবং হাকিম তার বাড়িতে ছিল।'

'ছিল?'

'আপনাকে একটা উপকার করেছি আমরা। গতরাতে আমার ছেলেদেরকে তার বাড়ি পাঠিয়েছিলাম। ওকে খতম করে দিয়েছি।'

'শুধু ওকে?'

'না, ওদের সবাইকে।'

'দুই মহিলাসহ?'

কাঁধ ঝাঁকাল ইসরায়েলি। 'উপায় ছিল না। সবাইকে মারতে হয়েছে। আরবদের সঙ্গে আমাদের সংঘাত চলছে, ডিলন। কাজেই ওরা মারা গেলেও কিছু আসে যায় না। পুরানো একজন IRA হিসেবে, আমি ভেবেছিলাম ব্যাপারটা আপনি সমর্থন করবেন।'

ডিলন জিজ্ঞেস করল, 'আসল কার্টার আর তার লোকদের কী হলো? তুমি ওদেরকেও হত্যা করেছ?'

'দরকার হয়নি। ওদেরকে আজ বিকেলে রশি দিয়ে বেঁধে জেটির ধারে রেখে এসেছি। মোশে সাঁতার কেটে জেটিতে উঠে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সবাই বোধহয় খেতে কিংবা মিটিং করতে নিচে নেমেছিল। মোশে কম্প্যানিয়নওয়েতে কালসানের একটা ক্যানিস্টার ছুঁড়ে মারে। ওই নার্ভ গ্যাস বারো ঘণ্টার জন্য যে কাউকে অচেতন করার জন্য যথেষ্ট। তবে এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।'

'ভালোই তো জানো দেখছি।'

হাসল কার্টার। 'জানতে হয়। পরে আবার কথা বলব।'

বেরিয়ে গেল সে। ডিলন ফিরল রিলের দিকে। বোট খুব একটা দ্রুত ছুটছে না, নিশ্চয় ফিশিং বোটগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে চলতে হচ্ছে। রিলে আরেক গ্লাস হুইস্কি ঢালল।

ডিলন বলল, 'তাহলে তুমি জান না ওরা কারা?'

'মা মেরির কসম খেয়ে বলছি, শন। আমি জানি না এবং জানতেও চাই না। আমি আমার টাকা চাই। টাকা নিয়ে কেটে পড়তে চাই।'

'তাই নাকি? যাওয়ার সময় যদি মাথায় একটা গুলি খেতে হয়?'

বিস্মিত দেখাল রিলেকে, 'ওরা এমন কাজ করতে যাবে কেন?'

'কারণ তোমাকে ওদের আর দরকার নেই। তুমি ওদের উদ্দেশ্য পূরণ করে ফেলেছ। ক্রাইস্ট, ডারমট, তুমি গাধা নাকি? লোকটা কী বলে গেল শুনলেই তো। তুমি কতগুলো নিষ্ঠুর, নির্দয় পাষাণের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ।' ডিলনের খুব রাগ হচ্ছে।

'ওরা হাকিম এবং তার দুই গুণ্ডাকে শুধু খুন করেনি, হত্যা করেছে কেয়ারটেকার, তার স্ত্রী এবং মেয়েকেও। ওরা কাউকে কয়েদ করে রাখার ধার ধারে না। ওরা যাই বলুক ওদের কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না আমি। কালসান গ্যাস নিয়ে এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ওই গ্যাসে মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হবার যথেষ্টই আশংকা রয়েছে।'

'হলি মাদার অব গড!' গুঙিয়ে উঠল রিলে।

'কাজেই তোমাকে কে চায়, ডারমট?'

'শন, এখন আমি কী করি?'

'তোমাকে আমার অপারেশনের পাঁচ হাজার ডলার দিয়েছি। তোমার পাসপোর্ট আছে। হারবার থেকে বোট বেরুবার আগেই এখান থেকে কেটে পড়ো। জলদি করো।'

তৎপর হয়ে উঠল রিলে। 'কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নেবো কী করে? তোমার হাতে তো হ্যান্ডকাফ বাঁধা।'

'আহ্‌, আমার কথা ভাবতে হবে না', ধমকে উঠল ডিলন, 'তোমাকে যা বললাম করো।'

কম্প্যানিয়নওয়ের দরজা সাবধানে খুলল রিলে। উঁকি দিল। বোটের সামনে একজনকে দেখতে পেল। আর্নল্ড নামের লোকটা হুইল হাউজে। বোট মাছ ধরার নৌবহরের মাঝ দিয়ে এগোচ্ছে। ডেক ধরে এগোল রিলে। টপকাল রেইল, একমুহূর্ত ঝুলে থাকল, তারপর আলগোছে নেমে পড়ল পানিতে। পানি বেশ গরম। সে একটা ফিশিংবোটের স্টার্নের আড়াল নিয়ে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটল। তারপর ঘুরল। দেখল বন্দি ডিলনের বোট হারবার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'গুড লাক, ডিলন,' মৃদু গলায় বলল রিলে। ঘুরল। সাঁতার কেটে উঠে এল জেটিতে। ওর কাছে টাকা এবং পাসপোর্ট আছে। পালের্মো থেকে প্লেনে প্যারিসে যাবে রিলে। সেখান থেকে আয়ারল্যান্ডে। নিজের মানুষদের মধ্যে মিশে যাবে।

আঁধার কেবিনে জেগে উঠল ডিলন। তার হ্যান্ডকাফ খুলে নেয়া হয়েছে। তবে ঘুটঘুটি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ঘড়ির লুমিনাস ডায়ালে তাকাল ডিলন। প্রায় আটঘণ্টা অচেতন ছিল ও। জাহাজের চলার গতিতে মনে হচ্ছে বেশ জোরেই ছুটছে। সিধে হলো ডিলন। হাতড়ে চলে এল দরজার সামনে। খুঁজে পেল বাতির সুইচ। জ্বেলে দিল আলো।

পোর্টহোল বন্ধ। কালি মাখা। ডিলনের মুখের ভেতরটা শুকিয়ে খটখট করছে। ঘরের কিনারে ছোট একটি বেসিন এবং প্লাস্টিকের কাপ চোখে পড়ল। কাপে পানি ভরল ডিলন। বেশ কয়েক কাপ পানি পান করল বিছানায় বসে। দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ হলো। ভেতরে ঢুকল অ্যারন। পেছনে আরেকজন। হাতে ট্রে।

'মনে হলো এতক্ষণে আপনি জেগে উঠেছেন, বলল অ্যারন। 'এ হলো র‍্যাফায়েল। আপনার জন্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। রেজর, শেভিংক্রিম এবং শ্যাম্পু। দরজার ওপাশে ছোট্ট একটি শাওয়ার আছে। এক ফ্লাস্ক চা, দুধ এবং হ্যাম স্যান্ডউইচও এনেছি। খেয়ে নিন। পরে আবার দেখা হবে।'

ওরা চলে গেল। স্যান্ডউইচে কামড় বসাল ডিলন। বেশ সুস্বাদু। তারপর এক কাপ চা পান করল। বেশ ভালো লাগছে শরীর। ওকে ড্রাগ পুশ করে অজ্ঞান করে রেখেছিল ওরা। নগ্ন হয়ে শাওয়ারের নিচে ঢুকল ডিলন। গোসল সেরে দাড়ি কামাল। তারপর জামা-কাপড় পরে নিল। জ্যাকেটের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। ধরাল একটা। একটা শেলফে বেশ কিছু বই সাজানো। আয়ান ফ্লেমিঙের জেমস বন্ড কাহিনী 'ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ'-এর একটা পুরানো কপি বের করে নিল তাক থেকে। বিছানায় শুয়ে ডুবে গেল স্পাই থ্রিলারে।

ঘণ্টাখানেক বাদে আবার খুলে গেল দরজা। ঢুকল অ্যারন। পেছনে আর্নল্ড।

হাতের বইটি তুলে দেখাল ডিলন, 'জানো কি এটা প্রথম সংস্করণ? নিলামে এখন

এ বইয়ের দাম অনেক।'

'জানি,' বলল অ্যারন, 'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। তবে আবার ঘুমাবার সময় হয়েছে, মি. ডিলন। হাতটা বাড়িয়ে দিন, প্লিজ।'

বিনাবাক্যব্যয়ে হাত বাড়িয়ে দিল ডিলন। অ্যারন ওর হাতের পেছনের শিরায় সুঁই ঢোকাল।

'তুমি ঠিক জানো তো আমি ভেজিটেবলে পরিণত হবো না।' জিজ্ঞেস করল ডিলন।

'সেরকম কিছু ঘটবে না, মি. ডিলন। আপনি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। কত গুরুত্বপূর্ণ তা আপনার ধারণাতেও নেই।'

কিন্তু ডিলন ততক্ষণে ঢলে পড়েছে বালিশে, অ্যারনের কথা তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে এল।

ঠিক ওই মুহূর্তে মেরি ডি ব্রিসাক তার ঘরের জানালার ধারে বসে ছবি আঁকছিল। দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে চাইল। হাতে ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল ডেভিড ব্রাউন। টেবিলে রাখল ওটা। ট্রেতে কেক এবং এক জগ কফি। ছবি দেখল সে।

'চমৎকার। আমার বোন জলরঙে ছবি আঁকে। মিডিয়ামটা কঠিন।'

'সে জলরঙে অভ্যস্ত হয়ে গেছে?'

'সে মারা গেছে, কাউন্টেস। আমার দুই বোন ছিল। জেরুজালেমে ছাত্রদের একটি বাস উড়িয়ে দেয় আরব সন্ত্রাসীরা। ওই বাসে আমার বোনেরা ছিল।'

চেহারায় ব্যথাতুর ভাব ফুটল মেরির, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ডেভিড। খুবই দুঃখিত।' সে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল ডেভিডকে।

এই চমৎকার নারী গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে ডেভিডকে। এটা উপলব্ধি করে নিজের ওপরই বিরক্ত হলো ডেভিড। সে চট করে হাত সরিয়ে নিল।

'ইট্স অল রাইট। পাঁচ বছর আগের ঘটনা। আমি শোক সামলে নিয়েছি। তবে কষ্ট হয় মায়ের জন্য। মা এখনো তাঁর মেয়েদের জন্য কাঁদেন। মাকে সাইকিয়াট্রিক ইউনিটে রাখতে হয়েছে।' ভূতুড়ে একটা হাসি ফুটল তার মুখে। 'পরে দেখা হবে।'

চলে গেল ডেভিড। মেরি ডি ব্রিসাক বসে ভাবতে লাগল ঈশ্বর যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন তখন তাঁর অফ-ডে বলে কিছু ছিল কিনা।

ডিলন যখন জেগে উঠল, নিজেকে আবিষ্কার করল প্যানেল করা দেয়ালের একটি ঘরে। মেরি ডি ব্রিসাকের ঘরের সঙ্গে এ ঘরের অনেক মিল। এ ঘরেও চার পাঅলা খাট আছে, ভল্টেড সিলিং। ডিলনের মাথাটা আশ্চর্য পরিষ্কার লাগল। ঘড়ি দেখল সে। সিসিলি ত্যাগ করার পরে বারো ঘণ্টা কেটে গেছে।

বিছানা ছাড়ল ডিলন। গরাদঅলা জানালার ধারে গেল। মেরি তার ঘর থেকে যা যা দেখতে পাচ্ছিল, ডিলনও একই দৃশ্য উপভোগ করছে। সেই সৈকত, জেটি, তবে মোটর লঞ্চটি স্পিটবোট থেকে অন্যপাশে বাঁধা রয়েছে। বাথরুমে ঢুকল সে।

বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, অ্যারনও ঢুকল ঘরে।

'উঠে পড়েছেন দেখছি।'

সে একপাশে সরে দাঁড়াল। কালো হুড আর জাম্প সুটপরা জুডাসের প্রবেশ ঘটল। সে সিগার ফুঁকছে। হাসার সময় ঝিকমিক করে উঠল দাঁত। 'তো, শন ডিলন। ওরা বলেছে IRA-এর সেরা মানুষটি তুমি। তুমি বদলে গেলে কী করে?'

'এক বিখ্যাত মানুষ একবার বলেছিলেন, সময় বদলানোর সঙ্গে মানুষও বদলায়।'

'তবে তোমার মতো মানুষের বদলানোর পেছনে বিশেষ কারণ নিশ্চয় আছে। তুমি তো সবার সঙ্গেই কাজ করেছ। স্পেনে ETA, PL0, তারপর ইসরায়েলিদের সঙ্গে। তুমি বৈরুত হারবারে ফিলিস্তিনি গানবোট উড়িয়ে দিয়েছ।'

'হু', বলল ডিলন, 'তবে এজন্য ওরা আমাকে প্রচুর টাকা দিয়েছে।'

'তুমি নিশ্চয় বিশেষ কোনো পক্ষের হয়ে কাজ করো না।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডিলন, 'তাতে লাভ নেই।'

'ওয়েল, এবার তুমি আমার পক্ষ হয়ে কাজ করবে, ওল্ড বাডি।'

'নিজের চরকায় তেল দাও গে,' বলল ডিলন, 'তোমাকে আমি চিনি না পর্যন্ত।'

'আমার নাম জুডাস।'

'জেসাস, তুমি মশকরা করছ আমার সঙ্গে?'

হিব্রু ভাষায় অ্যারন বলল, 'খামোকা সময় নষ্ট করছেন কেন?'

একই ভাষায় জবাব দিল জুডাস, 'ওকে আমাদের দরকার। ভয় নেই। আমি জানি ওকে কীভাবে সামাল দিতে হবে।' সে ডিলনের দিকে ফিরে হিব্রু ভাষায় বলল, 'তোমাকে সামাল দিতে হবে কী করে তা আমি জানি, জানি না?'

ডিলন হিব্রু ভাষা জানলেও বলার ঝুঁকি নিতে চাইল না।

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

হেসে উঠল জুডাস, 'না বোঝারই কথা। মোসাদ ফাইলে তোমার রেকর্ড দেখেছি। তুমি বৈরুতে ওদের হয়ে কাজ করেছ। স্রেফ অ্যারাবিক, হিব্রু নয়।'

'একটা কথা জানার কৌতূহল জাগছে,' বলল ডিলন। 'তুমি কি ইয়াংকি?'

হাসল জুডাস, 'এ প্রশ্ন শুনে শুনে আমি ক্লান্ত। তোমাদের এ ধারণা কী করে হলো একজন ইসরায়েলি আমেরিকান ইংরেজি শুদ্ধ উচ্চারণে বলতে পারলে তাকে ইসরায়েলি বলে মনে হবে না?'

ঘুরল সে। বেরিয়ে গেল। অ্যারন একটা হাত বাড়াল, 'এই পথে, মি. ডিলন।'

স্টাডিরুম প্রকাণ্ড এবং সুপরিসর। দেয়াল ঘেঁষে পাথরের বিশাল ফায়ারপ্লেস, ঝুলছে ট্যাপেস্ট্রি। খোলা জানালা দিয়ে ফুলের সুবাস আসছে। জুডাস বড় একটি ডেস্কের পেছনে বসেছে। ডিলনকে বিপরীত আসনে বসার ইঙ্গিত করল।

'বসো, সিলভার বক্সে সিগারেট আছে।'

অ্যারন দেয়ালে হেলান দিল। ডিলন একটি সিগারেট নিয়ে ডেস্ক লাইটার দিয়ে আগুন ধরাল। 'বোটে হিব্রু ভাষায় কথা বলছিল তোমার লোকজন। বুঝতে

পেরেছিলাম ওটা হিব্রু।'

'তা আমি জানি। তোমার ওপরে লেখা মোসাদ ফাইল দেখেছি। ভাষার ব্যাপারে তুমি একটি প্রতিভা। আইরিশ থেকে রাশান সব ভাষাই জানো।'

'আমি সব ভাষা জানি না। যেমন জাপানি ভাষা। তবে মোসাদের সঙ্গে একবার কাজ করেছিলাম। সে যাকগে, তুমি কে বলো আর এসব কেন করছ জানতে চাই।'

'তুমি জানো আমরা ইসরায়েলি। তবে দেশপ্রেমিক ইসরায়েলি যারা দেশের সংহতি রক্ষার জন্য তারা যা কিছু করতে রাজি।'

'প্রধানমন্ত্রী র‍্যাবিনকে গুলি করাও?'

'আমরা র‍্যাবিনকে গুলি করিনি। তবে এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের করতে হয়।'

'তোমরা তাহলে কী—আধুনিক জিলট্?'

'ঠিক তা নয়, ওল্ড বাডি,' হাসিমুখে বলল জুডাস, 'তারা রোমানদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। তারা ছিল শক্তিশালী মুক্তিযোদ্ধা। আমরা আরো আগের ঐতিহ্যে ফিরে যেতে চাই। আমরা এখন সারাক্ষণ হুমকির মুখে রয়েছি। হামাসদের বোমা হামলায় আমি আমার আত্মীয়স্বজন হারিয়েছি। অ্যারনের এক পাইলট ভাই ইরানে গুলি খেয়েছিল। তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়। আমার আরেক লোক তার দুই বোনকে হারিয়েছে স্টুডেন্ট বাসে বোমা হামলায়।' নিভে যাওয়া সিগারেট ধরাল জুডাস।

'আগের ঐতিহ্য নিয়ে কী যেন বলছিলে?'

'এক সময় সিরিয়ানদের অধীনে ছিল আমাদের দেশ। তারা আমাদের ধর্ম মন্দির অপবিত্র করেছে। আমাদের জীবনযাত্রা হুমকির মুখে পড়েছিল। এই সিরিয়ানদেরকে জুডাস পরাজিত করে। জুডাসের অনুসরণকারীরা পরিচিত ছিল ম্যাকাবি নামে। জুডাসের নেতৃত্বে তারা গেরিলা যুদ্ধ করে। সিরিয়ানরা সংখ্যায় অনেক হলেও জুডাস বাহিনীর চোরাগোপ্তা হামলার মুখে তারা টিকতে পারেনি। ম্যাকাবিরা দখল করে নেয় জেরুজালেম। মন্দিরের পুনঃসংস্কার করে।'

'গল্পটা আমি জানি,' বলল ডিলন।

'আমাদের দেশ স্বাধীনভাবে যাত্রা শুরু করে।'

'তারপর এল রোমানরা।'

'ঠিক। তবে এবারে আর সে ঘটনা ঘটতে দেব না।'

মাথা ঝাঁকাল ডিলন। 'তুমি তাহলে জুডাস ম্যাকাবিয়াসের ভূমিকায় নিজেকে দেখতে চাইছ। আর তোমার শিষ্যরা হচ্ছে কুড়ি শতকের ম্যাকাবি, তাই না?'

'কেন নয়? তোমার খেলায় কোডনেম অত্যন্ত জরুরি। কাজেই জুডাস ম্যাকাবিয়াস খুব ভালো কাজ করছে।'

'ম্যাকাবির একদল সেনাবাহিনী নিয়ে।'

'আমার সেনাবাহিনীর দরকার নেই। শুধু নিবেদিতপ্রাণ একদল ভক্ত...' একটা হাত তুলল জুডাস। 'না, বিশ্বাসীগণ। আর এরকম মানুষ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে

আছে। আমার মতো অনেক ইহুদি আছে যারা বিশ্বাস করে ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে অবশ্যই টিকে থাকতে হবে এবং স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তার জন্য যে কোনো কিছু করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

'১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ হাত গুটিয়ে নেয়ার পরে তোমরা ছ'টি আরব দেশকে পরাজিত করেছ। ১৯৬৭'র ছয় দিনের যুদ্ধে তোমাদের সঙ্গে হেরে গেছে মিশর, সিরিয়া এবং জর্ডান।'

'তা বটে। তবে এসবই ঘটেছে আমার সময়ের আগে। ১৯৭৩ সালে ইয়োম কিপ্পুরের যুদ্ধটা ছিল আমার নিজের লড়াই। আমেরিকা যদি যুদ্ধবিমান এবং অস্ত্র না দিত, ওই যুদ্ধে আমরা হেরে যেতাম। তারপর থেকে আমরা শুধু বিপদের মধ্যে আছি। আমরা খাদের কিনারে চলে এসেছি। উত্তরে আমরা সবসময় হামলার ভয়ে শংকিত হয়ে থাকি। হামাস টানা বোমা বর্ষণ করেই যাচ্ছে। উপসাগরীয় যুদ্ধে স্কাড মিসাইলের হামলা বুঝিয়ে দিয়েছে আমরা কত ভঙ্গুর, অসহায়। এভাবে চলতে পারে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মন্তব্য করল ডিলন, 'তা তো বুঝতেই পারছি।'

'ব্রিটেনেও মুসলমানরা ইহুদিদের ধ্বংস চাইছে। আমরা নিকেশ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পাবে না সিরিয়া, ইরান এবং ইরাক। সাদ্দাম হোসেন রাসায়নিক অস্ত্র বানাচ্ছেন, ইরানে মোল্লারা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। দাহরানে মার্কিন ব্যারাকে বোমা হামলা এর শুরু মাত্র। সবাই জানে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে। টেরোরিস্টদের জন্য অসংখ্য ট্রেনিং ক্যাম্প তৈরি করেছে তারা। সিরিয়ায় নিউক্লিয়ার রিসার্চ এস্টাবলিশমেন্টও রয়েছে।'

'এ কথা সবাই জানে,' বলল ডিলন, 'নতুন কী আছে?'

'সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো পূর্ব ইউরোপ থেকে মিসাইল কিনতে শুরু করেছে। উপসাগরীয় যুদ্ধেই দেখা গেছে এসব অস্ত্রের কাছে ইসরায়েল কত অসহায়।'

আরেকটি সিগারেটের জন্য হাত বাড়াল ডিলন। ডান হাত দিয়ে লাইটার তুলল জুডাস, ঝুঁকে এল সামনে, ওর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিল। লাইটারটি রুপোর, কালো একটি পাখি খোদাই করা গায়ে। থাবায় আগুন।

ডিলন বলল, 'তো— তোমার বক্তব্য শুনলাম। এখন এর সমাধান কী?'

'এটাকে থামাতে হবে। সারাজীবনের জন্য। ইরাক, সিরিয়া এবং ইরানকে চিরদিনের জন্য গুঁড়িয়ে দিতে হবে।'

'তুমি কাজটা করবে কীভাবে?'

'আমরা করব না। আমেরিকানরা কাজটা আমাদের জন্য করে দেবে, তাদের প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে।'

'জেক কাজালেট?' মাথা নাড়ল ডিলন। 'গালফ ওঅর ছিল এক জিনিস, আর এটা ভিন্ন জিনিস। আমেরিকা ধাক্কা খেলে প্রতিহিংসা নেয়। কিন্তু একসঙ্গে তিনটা দেশের ওপর হামলা?' আবার মাথা নাড়ল ও। 'কোনো চান্স নেই।'

'সার্জিকাল-এয়ার-স্ট্রাইকের কথা বলছি আমি,' বলল জুডাস।

'নিউক্লিয়ার রিসার্চ সাইট এবং সমস্ত কেমিকেল উইপনারি সাইট সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে হবে। সেই সঙ্গে নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনও। ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিতে হবে গোটা কাঠামো। বন্দর আব্বাসে ইরানি নৌবাহিনীর দপ্তর উড়িয়ে দিতে হবে। ব্যালিস্টিক মিসাইলের সাহায্যে। এ তিনটি দেশের আর্মি হেডকোয়ার্টাসগুলো চেনা টার্গেট। ভূমিযুদ্ধের প্রয়োজন নেই।

'গণহত্যা?' বলল ডিলন, 'এটাই তো চাইছ তুমি? এতদূর যাবে? ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্য?'

মাথা দোলাল জুডাস। 'এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।'

'কিন্তু ইয়াংকিরা রাজি হবে না।'

'ভুল ভাবছ তুমি। গালফ ওঅরের পর থেকে পেন্টাগনে এরকম একটি পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছে। এর নাম নেমেসিস।' বলল জুডাস। 'আমেরিকান মিলিটারির হাইকমান্ডে এমন লোকের অভাব নেই যারা সানন্দে এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে একপায়ে খাড়া।'

'তাহলে তারা করছে না কেন?'

'কারণ কমান্ডার-ইন-চিফ প্রেসিডেন্টকে অপারেশনাল অর্ডারে দস্তখত করতে হবে। এবং তিনি সবসময় এটা প্রত্যাখ্যান করে আসছেন। উপসাগরীয় যুদ্ধের পরে প্রতি বছর প্রেসিডেন্টের গোপন কমিটি ফিউচারস প্রজেক্ট কমিটি এ পরিকল্পনা পেশ করছে। আগামী হপ্তায় আবার এটা পেশ করা হবে। এবারে ফলাফল ভিন্ন হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

'তোমার ধারণা জেক কাজালেট এতে সাইন করবেন?' ডানে-বামে মাথা নাড়ল ডিলন। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'ভিয়েতনামে স্পেশাল ফোর্স,' বলল জুডাস। 'ডিসটিংগুইশড সার্ভিস ক্রস, সিলভার স্টার, দুটো পার্পল হার্ট।'

'তাতে কী?' বলল ডিলন। 'তিনি অতীতের যে কোনো প্রেসিডেন্টের চেয়ে শান্তির জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করছেন। ডেমোক্রেট এই প্রেসিডেন্টকে এমনকি রিপাবলিকানরাও পছন্দ করে। তিনি জীবনেও নেমেসিস প্রোগ্রামে সই করবেন না।'

'যখন শুনবেন আমি অনুরোধ করেছি, তিনি শুনবেন। আর এজন্যই তোমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, ওল্ড বাডি। ব্রিগেডিয়ার ফার্গুসনের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের খুব ভালো খাতির। তিনি সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে পারেন। তোমাকেও প্রেসিডেন্ট চেনেন। লন্ডনে প্রোটেস্টান্ট প্যারামিলিটারি তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তুমি তাঁর জান বাঁচিয়েছ। তুমি আইরিশদের সঙ্গে শান্তি নিয়েও বার দুই ভূমিকা রেখেছ।'

'তো?'

'তুমি আমার হয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবে। তুমি এবং ফার্গুসন।'

'যদি তোমার প্রস্তাবে রাজি না হই?' জিজ্ঞেস করল ডিলন।

'তোমাকে আমাদের রাজি করাতেই হবে,' উঠে দাঁড়াল জুডাস, মাথা ঝাঁকাল অ্যারনের উদ্দেশে। কোটের পকেট থেকে একটি বেরেটা বের করল অ্যারন। তাক করল ডিলনের দিকে, 'চলুন।'

দরজা খুলল জুডাস। বেরিয়ে গেল। অ্যারনের ইশারায় কাঁধ ঝাঁকাল ডিলন। উদ্যত অস্ত্রের মুখে খোলা দরজায় পা বাড়াতে হলো ওকে।

করিডোর ধরে এগোল ওরা। পাথরের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। কেউ চিৎকার করছে, নারীকণ্ঠের গগনবিদারী আতংকিত আর্তনাদ শুনতে পেল ডিলন।

লোয়ার লেভেলে নেমে এল ওরা, আর্নল্ড এবং র‍্যাফায়েল আরেকটি করিডোর থেকে উদয় হলো মেরি ডি ব্রিসাককে নিয়ে। দুজনে দু'পাশ থেকে ধরে রেখেছে ওকে। উন্মাদের মতো ধস্তাধস্তি করছে মেয়েটা, ভয় পেয়েছে ভীষণ। পেছনে হাজির হলো ডেভিড ব্রাউন। মেরিকে শান্ত করার চেষ্টা করল।

'ভয় নেই।'

'ওর কথা শোনো, কাউন্টেস,' 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এল জুডাস। 'সত্যি কথাই বলছে সে। ইনি মি. ডিলন। আমি একে নিয়ে এসেছি আমার কাজের ধরন দেখাতে। দেখো এবং শেখো। তারপর নিজের উষ্ণ কক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে।'

ওক কাঠের বড় একটি দরজা খুলল অ্যারন। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল। পুরানো একটি সেলার। স্যাঁতসেঁতে পাথুরে দেয়াল। মাঝখানে একটা কুয়ো, ইটের নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা, ওপরে রশিতে একটা ঝুড়ি ঝুলছে।

জুডাস একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল নিচে। শব্দ হলো ঝপাস। 'চল্লিশ ফুট গভীর কুয়ো। চার/পাঁচ ফুট শুধু পানি আর কাদায় ভরা।' বলল সে। 'বহু বছর ধরে এটা ব্যবহার করা হয় না। ভয়ানক দুর্গন্ধ আর ঠাণ্ডা জায়গাটা। কাউন্টেসকে একবার দেখতে দাও।

র‍্যাফায়েল এবং আর্নল্ড মেরিকে টেনে হিঁচড়ে সামনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। সে থরথর করে কাঁপছে। ডিলন জুডাসকে বলল, 'তুমি কি স্যাডিস্ট নাকি অন্য কিছু?'

কালো হুডের আড়ালে ঝিকিয়ে উঠল চোখ। নীরবতা ভঙ্গ করল ডেভিড ব্রাউন। 'আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি,' আর্নল্ড এবং রাফায়েল পিছিয়ে গেল। ডেভিড একটা হাত রাখল মেরির কাঁধে। 'ইট্‌স অলরাইট। আমি এসে পড়েছি। আমার ওপর আস্থা রাখুন।'

মেরিকে নিয়ে কুয়োর পাশে চলে এল ডেভিড। জুডাস আরেকটা পাথর ফেলল। কিইইচ যন্ত্রণাকাতর শব্দ ভেসে এল নিচ থেকে। হেসে উঠল সে, 'ইঁদুর। জায়গাটা ওদের প্রিয় বাসস্থান।' অ্যারনের হাত থেকে বেরেটা টান মেরে নিল জুডাস। তাক করল ডিলনের দিকে, 'ঝুড়িতে চড়ে কুয়োয় নেমে পড়ো, বাছা। নইলে তোমার মাথাটা উড়িয়ে দেব।'

চিৎকার করে উঠল মেরি ডি ব্রিসাক, 'না!'

ডিলন হাসল তার দিকে তাকিয়ে। 'তোমাকে আমি চিনি না, খুকি। তবে আমাকে নিয়ে ভেবো না। আমাকে ছাড়া ওদের চলবে না।'

ঝুড়িতে উঠে পড়ল ডিলন। রাফায়েল এবং আর্নল্ড মিলে নামাতে লাগল ঝুড়ি। মুখ তুলে চাইল ডিলন। ওর দিকে তাকিয়ে আছে জুডাস। অল্পক্ষণ পরে পানির লেভেল বরাবর নেমে এল ঝুড়ি। কাদায় ডুবে গেল ডিলনের পা, বুক স্পর্শ করল বরফশীতল পানি। ওরা তুলে নিল ঝুড়ি। ওপরে তাকাল ডিলন। আলোর একটা বৃত্ত দেখল একঝলক। তারপর অন্ধকার।

স্যুয়ারেজের তীব্র দুর্গন্ধে পেট গুলিয়ে উঠল ডিলনের। পানি এমন ঠাণ্ডা, ছ্যাঁকা দিচ্ছে গায়ে। দেয়ালের ধারে পাথরের একটা কার্নিশ বেরিয়ে আছে। ওখানে বসল ডিলন বুকে হাত বেঁধে। মেয়েটার কথা ভাবছে। কে মেয়েটা? একের পর এক ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য। একটা ব্যাপার নিশ্চিত, জুডাস শুধু ফ্যানাটিকই নয়, পুরোপুরি উন্মাদ। এরকম উন্মাদ জীবনে দ্বিতীয়টি দেখেনি ডিলন।

উরুতে থলথলে কিছু একটা ঘষা খেল। পরক্ষণে সাঁতার কেটে চলে গেল। ওটা কী জানে ডিলন।

নিজের ঘরে বসে কাঁদছে মেরি ডি ব্রিসাক। ডেভিড ব্রাউন ওকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বোলাচ্ছে। যেন মেরি একটি শিশু।

'এখন সব ঠিক আছে,' নরম গলায় বলল ডেভিড। 'আমি আছি তো।'

'ওহ্, ডেভিড,' অশ্রুসজল মুখ তুলে চাইল মেরি। 'আমি যে কী ভয় পেয়েছি। আর জুডাস,' শিউরে উঠল ও। 'ও আমাকে আতংকিত করে তুলেছে।'

'তার মাথায় নানান চাপ থাকে,' বলল ডেভিড।

'আর ওই লোকটা, ডিলন, কে সে?'

'ওকে নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। তুমি একটা গোসল দিয়ে নিন। ভালো লাগবে। আমি ডিনার নিয়ে আসছি।'

'আজ রাতে আমার মুখে কিছু রুচবে না, ডেভিড। শুধু ওয়াইন হলেই চলবে। আমি তেমন মদ খাই না। কিন্তু আজ রাতে না খেলেই নয়।'

'আচ্ছা, নিয়ে আসব।'

সিধে হলো ডেভিড, খুলল দরজা। বেরিয়ে এল। তালা মারল দরজায়। করিডোরে দাঁড়িয়ে রইল একমুহূর্ত। ওর হাত কাঁপছে দরজায়।

'কী হলো আমার?' মৃদু গলায় বলল সে, তারপর ঘুরে চলে গেল দ্রুত।

নিজের ঘরে বসে সিগারেট ফুঁকছে মেরি ডি ব্রিসাক। রিল্যাক্স হবার চেষ্টা করছে। গোটা ব্যাপারটা মনে হচ্ছে একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু ডিলন নামে ওই লোকটা... ভুরু কুঁচকে গেল মেরির, মনে পড়ল ঝুড়িতে করে নিচে নামানোর সময় বিদ্রূপের হাসি ফুটে ছিল লোকটার ঠোঁটে। যেন কিছুই গ্রাহ্য করে না সে।

লন্ডনে বৃষ্টি হচ্ছে। মুষলধারায় বর্ষণ। ক্যাভেনডিশ স্কোয়ারে চার্লস ফার্গুসনের

ফ্ল্যাটের কাচের জানালায় বাড়ি খাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা। জানালা দিয়ে উঁকি দিল হান্না বার্নস্টাইন, ফার্গুসনের গুর্খা ব্যাটম্যান কিচেন থেকে বেরিয়ে এল কফির ট্রে হাতে।

আগুনের সামনে বসে আছেন ফার্গুসন, হাঁক ছাড়লেন, 'এসো, চিফ ইন্সপেক্টর, উঁকিঝুঁকি মারার দরকার নেই। কফি খাও।'

ফার্গুসনের সঙ্গে যোগ দিল হান্না, দখল করল বিপরীত দিকের একটি আসন। কিম কাপে কফি ঢালল। হান্না বলল, 'ডিলনের কোনো খবর নেই, স্যার।'

'আমি জানি,' বললেন ফার্গুসন, 'ওয়ান্ডসওয়ার্থ থেকে কী খবর পেলে?'

'আমি নিরাপত্তা প্রধান ডানকারলির সঙ্গে কথা বলেছি। বলল কারাগারে সেদিন অজস্র দর্শনার্থীর মধ্যে ব্রাউনও ছিল। তবে তার সঙ্গে শুধু জ্যাকসনের কথা হয়েছিল। কিন্তু জ্যাকসন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।'

'অ্যাক্সিডেন্ট না ছাই,' মন্তব্য করলেন ফার্গুসন।

'কিন্তু পুলিশ রিপোর্ট তাই বলছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, জ্যাকসন পা পিছলে রেললাইনের ওপর পড়ে যায়।'

'ল সোসাইটি থেকে কী তথ্য জোগাড় করলে?'

'ওদের খাতায় তিনজন জর্জ ব্রাউনের নাম লেখা আছে। একজন মারা গেছে মাসখানেক আগে, দ্বিতীয়জন কৃষ্ণাঙ্গ এবং তৃতীয়জন হুইল চেয়ারে করে প্রায়ই কোর্টে যায়।'

'আচ্ছা।'

'আমি রিসেপশন-এরিয়া সার্ভিলেন্স টেপের একটি কপি জোগাড় করেছি। ব্রাউনকে শুধু একজন মানুষ চিনত।'

'রিলে?'

'জি, স্যার।'

'তোমার জন্য একটা খবর আছে,' বললেন ফার্গুসন, 'ক্যাপ্টেন কার্টার সাইপ্রাস থেকে ফোন করেছিল। সে তার দলবল নিয়ে নিজেদের বোটের সেলুনে মিটিং করার সময় গ্যাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। অনেকক্ষণ অজ্ঞান ছিল সবাই।'

'সবাই ঠিক আছে তো, স্যার?'

'দু'জনের অবস্থা ভালো নয়। সামরিক হাসপাতালে তাদেরকে ভর্তি করা হয়েছে। আমরা শুধু এটুকুই আশা করতে পারি আমাদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে না।'

পাঁচ

সকাল সাড়ে সাতটার দিকে তন্দ্রামতো এসেছিল ডিলনের, ঝাঁকি খেয়ে জেগে গেল কাঁধে ইঁদুর লাফিয়ে পড়ার জন্য। একটা আলো দেখা গেল মাথার ওপরে। উঁকি দিল জুডাস, 'তুমি এখনো বেঁচে আছ, ডিলন?'

'দেখতেই পাচ্ছ।'

'বেশ। তোমাকে তুলে আনার ব্যবস্থা করছি।'

নেমে এল ঝুড়ি। ঝুড়িতে উঠে পড়ল ডিলন। ওরা ওকে ধীরে ধীরে টেনে তুলতে লাগল। কুয়োর ওপরে উঠে এল ডিলন। জুডাস, অ্যারন এবং আর্নল্ড দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমার গা থেকে বিকট গন্ধ বেরুচ্ছে, ডিলন।' হাসতে হাসতে বলল জুডাস, 'ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও, অ্যারন। যেভাবে বলেছি সেভাবে কাজ করবে।'

ওরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। অ্যারন বলল, 'আপনাকে আপনার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। গোসল সেরে নিন।'

'এক গোসলে দুর্গন্ধ যাবে না,' বলল ডিলন, 'তিন/চারটা শাওয়ার নিতে হবে।'

বাথরুমে নগ্ন হলো ডিলন। দুর্গন্ধযুক্ত জামাকাপড় অ্যারনের দেয়া কালো প্লাস্টিক ব্যাগে ভরল। দ্বিতীয়বার গোসলের সময় অ্যারন এসে নিয়ে গেল ব্যাগ। চারবার গোসল করল ডিলন। তোয়ালের দিকে হাত বাড়িয়েছে, উঁকি দিল অ্যারন।

'বিছানায় পরিষ্কার জামাকাপড় আছে, মি. ডিলন।'

'আশা করি মাপে মিলবে।'

'আপনার সম্পর্কে আমরা সব জানি।'

'জুতো?'

'তাও আছে। আপনি কাপড় পরে নিন। আমি পরে আবার আসব।'

চুল শুকাল ডিলন, শেভ করল। তারপর বেডরুমে গেল। বিছানায় নতুন আন্ডারওয়্যার, চেক শার্ট, জিনস, মোজা এবং একজোড়া জুতো আছে। ও ঝটপট কাপড় পরে নিল, চুল আঁচড়াচ্ছে, খুলে গেল দরজা। উদয় হলো অ্যারন।

'বেশ লাগছে আপনাকে। নাস্তা খাবেন?'

'খেতে পারি।'

'তাহলে চলুন।'

দরজা মেলে ধরল অ্যারন, বেরিয়ে এল দুজনে। করিডর ধরে এগোল। থামল আরেকটি দরজার সামনে। খুলল। অ্যারন সরে দাঁড়াল একপাশে। 'আসুন, মি.

ডিলন।'

ইজেল নিয়ে ব্যস্ত মেরি ডি ব্রিসাক ঘুরে তাকাল। হাতে পেইন্টব্রাশ, ইতস্তত একটা ভঙ্গি ফুটল তার চেহারায়। অ্যারন বলল, 'আপনার একজন সঙ্গী নিয়ে এসেছি। নাস্তা নিয়ে আসছি এখুনি।' বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তালা লাগল।

'শন ডিলন,' হাত বাড়িয়ে দিল ডিলন, 'তুমি নিশ্চয়, কাউন্টেস?'

'আমাকে মেরি বলে ডাকবেন। আপনার খুব কষ্ট গেছে, না?'

'বিশ্রী একটা রাত কেটেছে। যদি কিছু মনে না করো একটা সিগারেট খেতে পারি?'

'অবশ্যই।'

সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল ডিলন। 'আমরা কোথায় আছি, জানো?'

'নাহ্। শুধু মনে আছে সিসিলিতে সালিনাস নামে একটি বন্দরের ফিশিংবোটে ছিলাম আমি। বারো ঘণ্টা সাগরে ছিলাম। তবে প্রায় পুরো সময়টা অজ্ঞান অবস্থায় কেটেছে।'

'আমারও একই দশা। ওরা আমাকে কর্ফু থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে। বলেছিল বিমান যাত্রার কথা। আমার হাতে সুঁই ফুটিয়ে দেয় ওরা। জ্ঞান ফিরে দেখি আমি এখানে।'

'কিন্তু এসব কেন ঘটছে?' জিজ্ঞেস করল ডিলন। এমন সময় খুলে গেল দরজা। অ্যারন নয়, ট্রে হাতে ঢুকল ডেভিড ব্রাউন।

'গুড মর্নিং, মি. ডিলন—কাউন্টেস।' ট্রে নামিয়ে রাখল সে। 'স্ক্রাম্বলড্ এগ্, টোস্ট, মারম্যালেড এবং ইংলিশ ব্রেকফাস্ট টি। কফির চেয়ে অনেক ভালো। আমি আবার আসব।'

চলে গেল সে। ডিলন বলল, 'তোমাকে আমি চিনি না। তবে খুব খিদে পেয়েছে। এসো খেতে খেতে গল্প করি।'

'আচ্ছা,' বলল মেরি।

টেবিলের দু'প্রান্তে বসল দু'জনে। খেতে খেতে কথা চালিয়ে গেল। ডিলন বলল, 'তাহলে আমরা কেউই জানি না আমরা কোথায় আছি। হতে পারে জায়গাটা ইটালি কিংবা গ্রিস, তুরস্ক অথবা ক্রিট। মিশর হওয়াও বিচিত্র নয়।'

'হতেও পারে। আপনি কে মি. ডিলন? এখানে এসেছেন কেন?'

'আমি ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের একটি শাখায় কাজ করি। সিসিলিতে এসেছিলাম শীর্ষস্থানীয় এক আরব সন্ত্রাসীকে কব্জা করতে। আমার সঙ্গে আমার পার্টনার ছিল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের স্পেশাল ব্রাঞ্চের চিফ ইন্সপেক্টর হান্না বার্নস্টাইন। তবে গোটা ব্যাপারটাই নাটকীয় একটা মোড় নিয়ে নেয়। জানা যায় ঘটনা ছিল সাজানো। ওরা আমাকে বন্দী করে তবে হান্নাকে আমার বস ব্রিগেডিয়ার ফার্গুসনের কাছে পাঠিয়ে দেয় রিপোর্ট করার জন্য। আর তুমি?'

'আমি উত্তর-পুব কর্ফু উপকূলে ছবি আঁকার জন্য গিয়েছিলাম।'

'তুমি ফরাসি,' বলল ডিলন।

'জি। আমি সৈকতে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছি, এমন সময় ডেভিড ব্রাউন নামে এক লোক এসে হাজির। সঙ্গে মোশে নামের আরেকজন। ওরা আমার জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে আসে। কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি।'

'কিন্তু ধরে নিয়ে আসার কারণ নিশ্চয় থাকবে,' বলল ডিলন। 'তোমার বিশেষত্বটা কী? তোমার সব কথা বলো।'

'আমার বাবা জেনারেল কমতে জাঁ ডি ব্রিসাক, একজন যুদ্ধ-নায়ক। বছর কয়েক আগে মারা গেছেন। মা গত বছর মারা গেছেন। মায়ের শোক আমি এখনো সামলে উঠতে পারিনি।'

'কিন্তু স্রেফ ওই কারণে কেউ তোমাকে অপহরণ করবে না,' বলল ডিলন।

'পৈতৃকসূত্রে আমার টাকা-পয়সার অভাব নেই। ওরা হয়তো মুক্তিপণ দাবি করবে।'

'এটা একটা কারণ অবশ্য হতে পারে,' কাপে কফি ঢালল ডিলন। 'এরা হলো ইহুদি চরমপন্থী দল।'

'কিন্তু আমার কোনো ইহুদি কানেকশন নেই।' ভুরু কোঁচকাল মেরি। 'প্যারিসে আমাদের পারিবারিক আইনজীবী মাইকেল রোকার্ড ইহুদি, কিন্তু তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? সে গত ত্রিশ বছর ধরে ডি ব্রিসাক পরিবারের ল ইয়ার। কর্ফুতে যে কটেজটিতে আমি ছিলাম সেটা তার।'

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করল ডিলন, 'অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে তোমার জীবনে? থাকলে বলো।'

'নাহ্, তেমন কিছু নেই,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলা হলো কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল ডিলন।

'সত্যি কথা বলো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেরি। তারপর ওর জীবনের ঘটনাটা বলল ডিলনকে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল ডিলন। হেঁটে জানালার ধারে গেল। সিগারেট ধরাল। 'জেক কাজালেট। এখন খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে।'

'কিন্তু কেন?'

টেবিলের কিনারে এসে বসল ডিলন। 'শোনো। তাহলেই বুঝতে পারবে কেন।' সিসিলির ঘটনা বলল সে মেরিকে। বলল জুডাস এবং ম্যাকাবি সম্পর্কে, সবশেষে উল্লেখ করল নেমেসিস প্ল্যানের কথা। ওর কথা শেষ হলে ডানে-বামে মাথা নাড়ল মেরি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে। 'এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এতো মৃত্যু!'

'আমার ধারণা জুডাস একটা উন্মাদ। তবে চরমপন্থী আরো আছে।'

'কিন্তু ওরা ইহুদি। আপনি—'

'ইহুদিরা টেরোরিস্ট হতে পারে না? প্রধানমন্ত্রী র‍্যাবিনকে কারা হত্যা করেছে? একদল নির্দয়, নিবেদিতপ্রাণ সন্ত্রাসী।'

মেরি ডি ব্রিসাক এরপর ডিলনের সম্পর্কে জানতে চাইল। ডিলন জানাল সে কীভাবে IRA-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। ওর বয়স তখন উনিশ। লন্ডনে অভিনয়

করে। ডিলনের বাবা লন্ডনে এসেছিলেন ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। বেলফাস্ট স্ট্রিটে ব্রিটিশ আর্মির বুলেটে প্রাণ হারান তিনি। তারপর ডিলন IRA-এতে যোগ দেয়।

ডিলন বলল, 'আমি বোমাবাজিতে বিশ্বাস করি না, কাউন্টেস। সিসিলিতে হাকিম এবং তার লোকদের হয়তো গুলি করতাম কিন্তু বৃদ্ধ দম্পতি এবং তাদের মেয়েকে অবশ্যই মারতাম না।'

'হ্যাঁ, আপনার কথা বিশ্বাস হয় আমার।'

হাসল ডিলন, বিশেষ ডিলন হাসি, উষ্ণ এবং আন্তরিকতায় ভরা। 'আমাকে তোমার বিশ্বাস করতেই হবে, কাউন্টেস। কারণ এখানে তোমার বন্ধু বলতে শুধু একজনই আছে—আমি।'

'আপনাকে বিশ্বাস করছি।' বলল মেরি। 'আমাকে একটা সিগারেট দিন এবং বলুন আমাদের এখন কী করা উচিত।'

'কী করা উচিত নিজেই বুঝতে পারছি না,' নিজের জিপ্পো লাইটারে মেরির সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিল ডিলন।

'অদ্ভুত ব্যাপার, তুমি যে কাজালেটের মেয়ে, ব্যাপারটা কিন্তু একবারও উচ্চারণ করেনি জুডাস। কিন্তু জানে নিশ্চয়।'

'কিন্তু বলল না কেন?'

'খেলাটা উপভোগ করছে।'

মাথা ঝাঁকাল মেরি। 'সে আমাকে খেলার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করবে যাতে বাবা ওই অর্ডারে সাইন করেন, তাই না?'

'আমারও তাই ধারণা।'

মাথা নাড়ল মেরি। 'জেক কাজালেট ভালোমানুষ, মি. ডিলন। যতই হুমকি আসুক ওরকম ধ্বংসাত্মক একটা চুক্তিতে তিনি কিছুতেই দস্তখত দেবেন না।'

'হয়তো বা,' সিধে হলো ডিলন। হেঁটে গেল জানালার পাশে। 'তবে তোমাকে জিম্মায় রেখে জুডাস অন্য কিছু আশা করছে।' ঘুরল সে। 'তোমার বাবা-মা সম্পর্কে আমাকে বলো। সব কিছু।'

'সব কথা আমি জানি না,' বলল মেরি। 'মা শুধু বলেছেন ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছে। ভিয়েতনামে অনেকদিন আগে ঘটনার শুরু। আঠাশ বছর আগে...

পূর্ব ভূ-মধ্যসাগর

সিসিলি

লন্ডন

ওয়াশিংটন

ছয়

'দুর্দান্ত একটা গল্প শোনালে, মন্তব্য করল ডিলন। 'তোমার সঙ্গে তার সম্প্রতি দেখা হয়েছে?'

'একবার। গত বছর। প্যারিসে। উনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পরপর। প্রেসিডেন্সিয়াল বল-এ অতিথি হিসেবে গিয়েছিলাম আমি। কয়েক মুহূর্ত ছিলাম তাঁর সঙ্গে। খুবই ফর্মাল। তবে টেডি আমাকে বেশিক্ষণ সময় দিয়েছে। প্রিয় টেডি। আমার বাবা তার জন্য বিশেষ একটি পদ সৃষ্টি করেছেন। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। হোয়াইট হাউজের সকল কর্মকর্তাদের সম্মিলিত ক্ষমতার চেয়েও শক্তিধর টেডি। আমার বাবার জন্য খুনও করতে পারে টেডি।'

'কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের জবাব পাইনি এখনো।'

'কী সেটা?'

'জুডাস যদি জানেই তোমার পরিচয়, কী করে জানল? তুমি, তোমার বাবা এবং টেডি ছাড়া অন্য কারো তো ব্যাপারটা জানার কথা নয়।'

'বিষয়টি আমাকেও ভাবায়।'

'তুমি তোমাদের ফ্যামিলি ল ইয়ার মাইকেল রোকার্ডের কথা বললে। সে কী জানতে পারে?'

'প্রশ্নই ওঠে না। মা মৃত্যুশয্যায় সমস্ত কথা আমাকে বলে গেছেন। পরিষ্কার বলেছেন মাইকেল আমাদের বিষয়ে কিছুই জানে না।'

ডিলন একটা সিগারেট ধরাল। 'এখন আমার কথা শোনো। যাই ঘটুক না কেন, আমি তোমার পাশে আছি। জুডাস শীঘ্রি আমাকে ডাকবে। তারপর ওর গেমপ্ল্যান জানতে পারব। ও যা করতে বলবে এখন আমি করব। এ মুহূর্তে এ ছাড়া কোনো উপায়ও নেই। তবে যাই ঘটুক, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করা। আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে তো?'

'অবশ্যই, মি. ডিলন।'

'বেশ। এখন একটা কাজ করো। জুডাসের কাছে সিলভারের পুরানো একটা লাইটার আছে। লাইটারের একপাশে কালো একটা পাখি, সম্ভবত বাজপাখির ছবি খোদাই করা। থাবা ছড়ানো পাখিটার। থাবায় আগুন জ্বলছে। ওটার একটা ছবি এঁকে দাও ঝটপট।'

ইজেলের ধারে গেল মেরি। রঙের বাক্স খুলে কার্টিজ পেপার নিয়ে এল। ডিলনের নির্দেশে বাজপাখির একটা ছবি এঁকে ফেলল। তবে বাজ নয়, ওটা শেষ

পর্যন্ত দাঁড়কাকের ছবিতে দাঁড়াল। ছবিটি পকেটে রেখে দিল ডিলন।

'এটা কী জরুরি কিছু?' জিজ্ঞেস করল মেরি।

'আমার ধারণা এটা এক ধরনের সামরিক ক্রেস্ট। এটাই হয়তো কোনো রাস্তা দেখাবে আমাদেরকে।'

খুলে গেল দরজা। ডেভিড ব্রাউন এবং অ্যারন ঢুকল ঘরে। আপনারা দুজনেই আসুন,' বলল অ্যারন।

সবার সামনে থাকল ব্রাউন, পেছনে অ্যারন। ওরা স্টাডিরুমে ঢুকল। ঘরে জুডাস।

'তোমরা এসে পড়েছ,' বলল সে, 'কেমন গল্পগুজব হলো?'

'ভালো,' বলল ডিলন। 'এবার কাজের কথায় এসো।'

'পরের হপ্তায় ফিউচার প্রজেক্টস কমিটিতে নেমেসিস প্রস্তাব আবার পেশ করা হবে। এবারে প্রেসিডেন্ট ওতে সই করবেন।'

'কিন্তু কেন করবেন?'

'না করলে আমরা তার মেয়েকে মেরে ফেলব।'

দীর্ঘ বিরতির পরে ডিলন বলল, 'এসব কী বলছ তুমি?'

'ডোন্ট ফাক উইথ মি, ডিলন। আমি জানি ও কে।'

'কীভাবে জানলে?'

'আমি তোমাকে বলেছি আমার ম্যাকাবি শিষ্যরা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। লন্ডনে MI5, সিআইএ, সবজায়গায় আমার লোক আছে। কম্পিউটারে আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গেলেই আমার লোকজন তা জেনে যাবে। কম্পিউটার অপারেটর, ফাইলিং ক্লার্ক, সেক্রেটারি, কোথায় আমার লোক নেই?' হাসল সে। 'কাজেই আমি জানি কে সে এবং জিজ্ঞেস কোরো না কীভাবে তার পরিচয় জানতে পারলাম।'

মেরি ডি ব্রিসাক বলল, 'আমার বাবা এই উন্মাদ চুক্তিতে কিছুতেই সই করবেন না।'

'তাকে সই করতে বাধ্য করা হবে। তোমাকে নিয়ে তার ভেতরে নানান বিচিত্র আবেগ কাজ করে, মেরি—ভালোবাসা, অপরাধবোধ, হারানোর বেদনা। তুমি সাধারণ কোনো জিম্মি নও। আরবদের দ্বারা তোমার বাবার উত্তেজিত হবার কারণ সৃষ্টি হতেই পারে। আর সিআইএ এসব কারণ সৃষ্টিতে খুবই দক্ষ। এবং আমরাও আনন্দে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব, অবশ্যই। নাহ্, আমার ধারণা উনি আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন।'

ডিলন বলল, 'এখন কী?'

'তুমি সালিনাসে ফিরে যাবে। এরপর লন্ডনে গিয়ে দেখা করবে ফার্গুসনের সঙ্গে।' ড্রয়ার খুলে একটি মোবাইল ফোন বের করল জুডাস। 'লেটেস্ট মডেল, ওল্ড বাডি। স্যাটেলাইটের কানেকশন আছে এতে, ট্রেস করা সম্ভব নয়। তবে এ দিয়ে তুমি আমাকে ফোন করতে পারবে না। আমি ফোন করব।'

'কেন?'

'আমার ক্ষমতা দেখানোর জন্য। তুমি ফার্গুসনের সঙ্গে কথা বলার পরে সে যদি ব্রিটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে ম্যাকাবি নামে কোনো টেরোরিস্ট দলের ব্যাপারে খোঁজ নিতে যায়, সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাব আমি। তোমাকে ফোন করে জানিয়ে দেব। কাজালেটও যদি সিআইএর মাধ্যমে এরকম কিছু করার চেষ্টা করেন, আমি তাও জেনে যাব। আমি আবার ফোন করব তোমাকে। তুমি দেখবে ম্যাকাবি অর্গানাইজেশন-এর ক্ষমতা কতটা। সর্বত্র আমার অদৃশ্য লোকজন আছে। তবে ওরা যতই খোঁজ-খবর করুক তাতে লাভ হবে না কোনো। আমার বা আমার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোনোই তথ্য পাবে না। যাকগে, তোমাকে যা করতে হবে শোনো। তুমি ফার্গুসনের সঙ্গে দেখা করে বলবে কাজালেট যদি আসন্ন ফিউচার প্রজেক্টস কমিটিতে নেমেসিস-এ সই না করেন, আমি তাঁর মেয়েকে জবাই করব।'

'তুমি উন্মাদ,' বলল মেরি।

'ফার্গুসনকে এও বোলো, তোমাদের প্রধানমন্ত্রী ব্যাপারটা জানতে পারলেও লাভ হবে না কোনো। তুমি আর ফার্গুসন ওয়াশিংটনে, হোয়াইট হাউজের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে কোনো সমস্যা হবে না।'

'আচ্ছা,' বলল ডিলন। 'এবং কাজালেটকে ম্যাসেজটা পৌঁছে দেব?'

'ঠিক তাই। আরেকটা কথা, যদি এর মধ্যে সিআইএ, এফবিআই কিংবা কোনো বিশেষ সামরিক দল নাক গলায়, সাথে সাথে জেনে যাব আমি। এবং সঙ্গে সঙ্গে জবাই করব কাউন্টেসকে।'

গভীর দম নিল ডিলন। 'তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই—কাজালেট নেমেসিস-এ সই না করলে তিনি তাঁর মেয়েকে হারাবেন।'

'ঠিক তাই, ওল্ড বাডি।'

'কিন্তু উনি সই করবেন না।'

'তাহলে খুব খারাপ হবে—কাউন্টেসের জন্য খুবই খারাপ খবর হবে ওটা।'

'ইউ বাস্টার্ড!' চেঁচিয়ে উঠল মেরি ডি ব্রিসাক।

জুডাস ইঙ্গিত করল ডেভিড ব্রাউনকে, 'ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও। ওর ঘরে রেখে এসো।'

'বিদায়, মি. ডিলন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। হয়তো আর কোনোদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে না আমার। আমার বাবা কোনোদিনই এ ধরনের চুক্তিতে সই করবেন না।'

'বিশ্বাস হারিয়ো না, মেয়ে,' বলল ডিলন। ডেভিড মেরিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডিলন ডেস্কের ধারে হেঁটে গেল, জুডাসের কারুকার্যময় লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল, 'তুমি ওকে হত্যা করতে পার। কাজালেট সই করবেন না।'

'তুমি তাকে রাজি করাবে,' জুডাস ফিরল অ্যারনের দিকে।

'মি. ডিলনকে নিয়ে যাও। সালিনাস নেক্সট স্টপ।'

অ্যারন হিব্রু ভাষায় দ্রুত বলে উঠল, 'এ খুব ঝামেলাবাজ লোক। আপনি ওর

রেকর্ডের কথা জানেন।'

'ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার পরে ওকে আমি গুলি করে মেরে ফেলব। সবরকম প্রস্তুতি নেয়াই আছে। নিখুঁতভাবে করা হবে কাজটা। ওয়াশিংটনে প্রায় সবসময়ই ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছে মানুষ, মারা যাচ্ছে গুলি খেয়ে। ফার্গুসন সবসময় কোন হোটেলে ওঠে জানি আমি। চার্লটন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল।'

'আর ফার্গুসন?'

'না, ওকে মারব না। ও গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। কাজে লাগবে।'

'তোমরা কী নিয়ে বকবক করছ?' সব বুঝেও না বোঝার ভান করল ডিলন। 'মত বদলে ফেলেছ? আমার পায়ে পাথর বেঁধে সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে?'

'কল্পনা তো ভালোই করতে পারো, ওল্ড বাডি। যাও, এখন কাটো।'

ঠোঁটে সিগারেট গুঁজল জুডাস। অ্যারন ডেস্ক থেকে বিশেষ মোবাইল ফোনটা তুলে নিল। ডিলনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিজের ঘরে ফিরে এল ডিলন। বিছানায় ওর জ্যাকেট দেখতে পেল। 'ধুয়ে ইস্তিরি করা হয়েছে,' অ্যারন বলল ওকে।

'আপনার ওয়ালেট, কার্ড, পাসপোর্ট, নিজের মোবাইল ফোন সবই আছে ওখানে। সালিনাসে পৌঁছে মোবাইলে ফার্গুসনের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন।' বিশেষ মোবাইলটি ওর হাতে দিল। 'আপনার জন্য জুডাসের উপহার। হারাবেন না।'

জ্যাকেট গায়ে চড়াল ডিলন, এক পকেটে ঢোকাল মোবাইল। 'জাহান্নামে যাক, জুডাস।'

'উনি একজন গ্রেটম্যান, মি. ডিলন। উনি কত গ্রেট প্রমাণ পাবেন,' অ্যারন পকেট থেকে কালো একটা হুড বের করল। 'এটা মাথায় গলিয়ে নিন।' ডিলন তাই করল।

দরজা খুলল অ্যারন। ডিলনের হাত ধরল। 'আমরা এখন বোটে যাব।'

সালিনাসের জেটিতে যখন পৌঁছুল বোট, ততক্ষণে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়েছে। ঘড়ি দেখল ডিলন। ওকে ড্রাগ দিয়ে বারো ঘণ্টা অচেতন করে রাখা হয়েছে। ওরা ওকে নিয়ে কম্প্যানিয়নওয়েতে চলে এল। বৃষ্টি পড়ছে।

'গুডলাক, মি. ডিলন,' বলল অ্যারন, 'ইউ আর গোয়িং টু নিড ইট।'

রেইলে চলে এল ডিলন, বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে লাগল বৃষ্টিতে। একটা ছাউনির নিচে ঢুকল। ধরাল সিগারেট। দেখল বোট সাগরে চলে যাচ্ছে। সবুজ এবং লাল বাতিগুলো ঝাপসা লাগল। ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন পকেট থেকে বের করল ডিলন। ফার্গুসনের ক্যাভেনডিশ স্কোয়ার ফ্লাটের নাম্বারে বোতাম টিপল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লাইন পেয়ে গেল। 'ফার্গুসন বলছি।'

'আমি,' বলল ডিলন।

'থ্যাংক গড।'

'ওরা আমাকে সালিনাসের জেটিতে ফেলে রেখে গেছে। বলেছে আপনার এবং আমার মাধ্যমে আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে একটা ম্যাসেজ পৌঁছে দিতে।'

'খুব খারাপ খবর?'

'এত খারাপ খবর জীবনেও শোনেন নি।'

'আমি লেসি এবং পেরিকে ঘন্টাখানেকের মধ্যে পালার্মো পাঠিয়ে দিচ্ছি। গাজিনিকে ফোন করে বলে দিচ্ছি তোমাকে যেন নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে। তুমি কোথায়?'

'ইংলিশ ক্যাফেতে।'

'ওখানেই থাকো,' বিরতি, 'তুমি ঠিক আছ জেনে ভাল্লাগছে, ডিলন।'

ফোনের সুইচ অফ করল ডিলন। আশ্চর্য কট্টর বুড়োর মায়া-মমতাও আছে!

ফার্গুসন হান্না বার্নস্টাইনকে ওর ফ্লাটের নম্বরে ফোন করলেন। বললেন, 'ডিলন ঠিক আছে, চিফ ইন্সপেক্টর। সালিনাসে আছে। ওকে দ্রুত ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছি।'

'ঘটনা কী, স্যার?'

'জানি না। তুমি এখনই একবার আমার বাসায় এসো। অতিরিক্ত বেডরুমটা ব্যবহার করতে পারবে। কিম বিছানা পেতে দিচ্ছে।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

'তাহলে চলে এসো।'

এরপর তিনি মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্সের ট্রান্সপোর্টেশন শাখায় ফোন করলেন। পালের্মোতে ফ্লাইট পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। সবশেষে কথা বললেন গাজিনির সঙ্গে।

'সব কথা তোমাকে বলতে পারছি না, পাওলো। তবে ঘটনা সিরিয়াস। ডিলনকে সালিনাস থেকে পালের্মোতে নিয়ে এসো। সহি-সালামতে পৌঁছে দিতে হবে।'

'ঠিক আছে,' বললেন গাজিনি। 'আমার কাছে আপনার একটা ঋণ হয়ে গেল।'

'মাই প্লেজার।'

'চিয়াও, চার্লস।' বলে ফোন রেখে দিলেন গাজিনি।

আগুনের সামনে বসলেন ফার্গুসন। কিম চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিলেন ব্রিগেডিয়ার। অস্বস্তি লাগছে তাঁর।

'ড্যাম ইউ, ডিলন!' মৃদু গলায় বললেন তিনি, 'এবারে কী খবর নিয়ে আসছ?'

একটু পরে ডোরবেলের আওয়াজে দরজা খুলে দিল কিম। হাতে ওভারনাইট ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকল হান্না। ব্যাগটা ধরিয়ে দিল কিমকে। হান্নার বর্ষাতি বেয়ে টপটপ করে বৃষ্টির জল ঝরছে। কিম রেইনকোটও নিল।

'তুমি ভিজে গোসল হয়ে গেছ দেখছি,' বললেন ফার্গুসন, 'এসো, আগুনের সামনে বসো।'

'আমি ঠিক আছি, ব্রিগডিয়ার। ডিলনের কথা বলুন।'

'ওকে সালিনাসে ফেলে রেখে চলে গেছে ওরা। বলল খুব সিরিয়াস নাকি ঘটনা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিষয়টির সঙ্গে জড়িত।'

'মাই গড!' বলল হান্না।

'সর্বশক্তিমানকে এখনই এর সঙ্গে জড়ানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না আমি। কিম তোমার জন্য চা নিয়ে আসছে। আমরা ডিলনের জন্য অপেক্ষা করব।'

এদিকে সালিনাসে, টেরেসে বসে আছে ডিলন। রিমঝিম শব্দে বৃষ্টি পড়ছে ছাদে। এইমাত্র একবাটি স্পাগেট্টি নাপোলি সাবাড় করেছে ও, সেই সঙ্গে আধবোতল স্থানীয় লাল মদ। এমন সময় পুলিশের একটি গাড়ি এসে থামল। হুইলের পেছনে থেকে গেল ড্রাইভার, দরজা খুলে নামল তরুণ এক সার্জেন্ট। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল।

'এক্সকিউজ মি, সিনর,' সার্জেন্টের ইংরেজি খুবই দুর্বল।

ডিলন ইটালিয়ান ভাষায় বলল, 'আমার নাম ডিলন, সার্জেন্ট। তোমার জন্য কী করতে পারি?'

হাসল সার্জেন্ট। 'পালের্মো থেকে কর্নেল গাজিনি হুকুম করেছেন আপনাকে দ্রুত ওখানে পৌঁছে দিতে হবে।'

আরেকটি পুলিশের গাড়ির আবির্ভাব ঘটল। এ গাড়িতে দুজন পুলিশ অফিসার। প্যাসেঞ্জার সিটে বসা অফিসারের হাতে মেসিন-পিস্তল।

'দীর্ঘ ভ্রমণ,' মন্তব্য করল ডিলন।

'ডিউটি ইজ ডিউটি, সিনর। কর্নেল গাজিনি বলেছেন আপনাকে সহি-সালামতে পৌঁছে দিতে হবে।' হাসল সে, 'আমরা কি রওনা হবো?'

'সানন্দে,' বলল শন ডিলন, এক ঢোকে গ্লাসের বাকি মদটুকু শেষ করল। তারপর নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে।

পরদিন সকাল ন'টা। ফার্লে ফিল্ড। এখানে বৃষ্টির মধ্যে এইমাত্র একটি লিয়ার জেট অবতরণ করেছে। প্লেন চালিয়ে নিয়ে এসেছে লেসি এবং পেরি। প্লেন থেকে নেমে এল ডিলন। পা বাড়াল ডেইমলারের দিকে। গাড়িতে বসে আছে হান্না। ভেতরে ঢুকল ডিলন। 'বুড়ো খুব ব্যস্ত?'

'উনি তোমার জন্য অফিসে অপেক্ষা করছেন।' ডিলনের গালে চুমু খেল হান্না। 'তোমার জন্য খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আমার। ইউ বাস্টার্ড।'

'এত চমৎকার একটি মেয়ের মুখে এরকম অশ্লীল সম্বোধন মোটেই মানায় না,' সিগারেট ধরাল ডিলন। খুলে দিল জানালা।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল হান্না।

ওকে সব কথা বলল ডিলন।

মন্তব্য করল হান্না, 'এ তো ভয়ংকর ব্যাপার।'

'হুঁ। ঠিক বলেছ।'

'আর এই লোকটা—জুডাস। এ তো একটা উন্মাদ।'
'হ্যাঁ, এটাও ঠিক বলেছ।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে, নিজের কামরায় ডেস্কে বসে আছেন ব্রিগেডিয়ার। সব কথা শুনছেন। ডিলনের কথা শেষ হলে চুপচাপ বসে থাকলেন তিনি। ভাবছেন। অবশেষে কথা বললেন।

'এমন ভয়ংকর ঘটনা জীবনে এই প্রথম শুনলাম।'

'আপনাকে তো বলেইছি, ব্রিগেডিয়ার, এ জীবন্ত দুঃস্বপ্ন।'

'তো আমরা এখন কী করছি?'

'জুডাসকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক,' বলল ডিলন। ফিরল হান্নার দিকে। 'সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের মূল কম্পিউটারে ঢুকে পড়ো। জুডাস ম্যাকাবিয়াস আর ম্যাকাবি সম্পর্কে তথ্য চাও।'

হান্না ঘুরল ফার্গুসনের দিকে। মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'ডু ইট, চিফ ইন্সপেক্টর।'

চলে গেল হান্না। ফার্গুসন বললেন, 'বেচারি মেয়েটা নিশ্চয় ভয় পেয়েছে।'

'মেয়েটার মনে অনেক সাহস। ও লড়াই করতে পারবে।' বলল ডিলন।

'লড়াই করতে পারবে?' গম্ভীর গলায় বললেন ফার্গুসন, 'জুডাস তো ওকে খুন করবে।'

'না। পারবে না। তার আগেই ওকে হত্যা করব আমি।' বলল শন ডিলন। মুখটা পাথরের মতো শক্ত। ফিরে এল হান্না।

'কিছুই পেলাম না, স্যার। টোটাল ব্লাঙ্ক। কম্পিউটার জুডাস ম্যাকাবিয়াস কিংবা ম্যাকাবির নামই শোনে নি।'

'বেশ,' বলল ডিলন। 'আমরা এখন অপেক্ষা করব। দেখা যাক বিশেষ মোবাইলে জুডাস ফোন করে কিনা?' পকেট থেকে মোবাইল বের করে ডেস্কে রাখল ডিলন। ফার্গুসন বললেন, 'চিফ ইন্সপেক্টর, ডিলন ম্যাকাবিদের সম্পর্কে কী বলেছে সবই শুনেছ। তারা ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। একজন ইহুদি হিসেবে তুমি কী ভাবছ?'

'আমার দাদা একজন আইনজ্ঞ ছিলেন, আপনি জানেন, স্যার। আমার বাবা ছিলেন ভয়ানক গোঁড়া। পেশার খাতিরে আমার ধর্মের অনেক নিয়মনীতিই হয়তো অনুসরণ করতে পারি না। ব্যাপারটা তাঁরা মেনেও নিয়েছেন। ইহুদি হিসেবে জন্ম নিয়ে আমি গর্বিত। আমি ইসরায়েলকে সমর্থন করি।' বিরতি দিল হান্না। তারপর যোগ করল, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসীরা নৃশংস সব কর্মকাণ্ড করেছে, ব্রিটিশরা করেনি। আরব টেরোরিস্টরা নারী এবং শিশুদের অকাতরে জবাই করে। ইসরায়েলিদের কাছ থেকে এরকম কিছু আশা করি না আমি। তবে অল্প কিছু মৌলবাদী দল রয়েছে যারা র‍্যাবিনের হত্যাকাণ্ড সমর্থন করে। তারা খুব খারাপ।'

'জুডাস সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?'

'ও ধর্মীয় মৌলবাদী নয়। আমার ধারণা সে প্রাকটিক্যাল ন্যাশনালিস্ট।'

‘আসল জুডাস ম্যাকাবিয়াসের মত?’

‘ঠিক তাই।’

‘ওই লোকের জন্য তোমার কোনো সহানুভূতি নেই?’

বিস্মিত দেখাল হান্নাকে। কেন থাকবে? আমি ইহুদি বলে?’ হাত তুললেন ফার্গুসন। ‘এমনি জিজ্ঞেস করলাম, হান্না।’

বেজে উঠল ফোন। তুলল ডিলন। ‘ডিলন বলছি।’

‘ওল্ড বাডি, তোমাদের চিফ ইন্সপেক্টর হান্না বার্নস্টাইন নাম্বার থ্রি কম্পিউটারে ম্যাকাবি সম্পর্কে তথ্য চেয়েছিল। পায়নি।’

‘হ্যাঁ, জানি। ব্রিগেডিয়ার ফার্গুসনের সঙ্গে কথা বলবে?’

‘কী দরকার? তাকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলো। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। হান্নাকে ‘হাই’ বোলো। আমি তার মস্ত ভক্ত।’

কেটে গেল লাইন। ডিলন বলল, ‘ও এনকোয়ারির খবর জেনে গেছে।’

‘এ অবিশ্বাস্য’, মন্তব্য করলেন ফার্গুসন।

‘ওর অদৃশ্য লোকজন আছে।’

‘ম্যাকাবি নেটওয়ার্ক।’ বলল হান্না।

‘হুঁ। ভালো কথা, জুডাস বলল সে তোমার মস্ত ভক্ত।’

‘ফাজলামি করেছে। ওকে তো চিনিই না আমি।’

‘জুডাসের ওখানে সবার চেহারা দেখেছি আমি। শুধু জুডাস ছাড়া।’ বলল ডিলন। ‘ওর মুখে মুখোশ ছিল। বলো তো কেন?’

‘কারণ খুব সোজা,’ জবাব দিল হান্না। ‘ওকে চিনে ফেলার ভয় ছিল।’

‘তার মানে সে বিখ্যাত কেউ।’

বাধা দিলেন ফার্গুসন, ‘আমরা বুঝতে পারছি লোকটা সত্যি কথাই বলছে। আমরা আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ইন্টেলিজেন্স ইনফরমেশন কম্পিউটারে একটা প্রশ্ন ঢুকিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে সে তা জেনে গেছে। প্রমাণ করেছে আমরা ওর কাছে অসহায়।’

‘এখন কী করছি আমরা?’ জিজ্ঞেস করল ডিলন।

‘ওয়াশিংটনে যাও। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করো। তবে আগে ব্লেক জনসনকে ফোন করব। চিফ ইন্সপেক্টর, ফার্লে ফিল্ডে লিয়ার জেট রেডি করতে বলো।’

ব্লেক জনসনের বয়স আটচল্লিশ, লম্বা, সুদর্শন। মাথায় ঘন কালো চুল। বয়সের তুলনায় অনেক কম দেখায়। তিনি উনিশ বছর বয়সে মেরিনে যোগ দেন, ভিয়েতনামে যুদ্ধ করে পেয়েছেন একটি সিলভার স্টার, দুটো পার্পল হার্ট এবং একটি ভিয়েতনামী ক্রস অব ভ্যালর। জর্জিয়া স্টেট থেকে ল ডিগ্রি অর্জন শেষে যোগ দিয়েছেন এফবিআইতে। তিনি বছর তিনেক আগে সিনেটর জেক কাজালেটকে ডানপন্থী এক ফ্যাসিবাদী দলের গুপ্তঘাতকের বুলেট থেকে রক্ষা করতে গিয়ে বাম উরুতে গুলি খেয়েছিলেন। তারপর থেকে কাজালেটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

বর্তমানে জনসন হোয়াইট হাউজের জেনারেল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক। প্রেসিডেন্টের অনুরোধে বেজমেন্টের পরিচালকের দায়িত্বও নিয়েছেন। প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয় দেখভাল করে এই বেজমেন্ট। এটি আসলে প্রেসিডেন্টের নিজস্ব তদন্ত স্কোয়াড, প্রশাসনের সবচেয়ে গোপনীয় অংশ। এর সঙ্গে সিআইএ, এফবিআই এবং সিক্রেট সার্ভিসের কোনো সম্পর্ক নেই। এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেকেই অবগত নয়।

ফার্গুসন কোডেক্স ফোর নাইন ব্যবহার করে সরাসরি জনসনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। জবাব এল সঙ্গে সঙ্গে।

'কে হে?'

'চার্লস ফার্গুসন, ইউ বাগার।'

'চার্লস, কী খবর?'

'খবর ভালো না। তোমার এবং প্রেসিডেন্টের জন্য দুঃসংবাদ আছে। তবে প্রাইম মিনিস্টারকে বিষয়টি জানাচ্ছি না আমরা।'

'খবর এতই খারাপ?'

'আমার তা-ই ধারণা। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ডিলন এবং চিফ ইন্সপেক্টর বার্নস্টাইনকে নিয়ে রওনা হচ্ছি। ডিলনের ঘাড়ে ঝুলে আছে গোটা বিষয়। আমরা হোয়াইট হাউজে ঢুকেই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'সম্ভব না। তিনি নানটুকাটে নিজের বাড়িতে ছুটি কাটাতে গেছেন। পরে যোগাযোগ কোরো।'

'এটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন, ব্লেক।'

বিরতি। 'আচ্ছা।'

গভীর দম নিলেন ফার্গুসন, 'উনি তোমার বন্ধু, ব্লেক। প্রেসিডেন্টকে বোলো বিষয়টির সঙ্গে তার খুব কাছের একজন মানুষের নিরাপত্তা জড়িত... যাকে তিনি হারিয়ে ফেলে আবার খুঁজে পেয়েছেন।'

'জেসাস, চার্লস, বিষয়টা কী খোলাসা করে বলবে?'

'আমি আর কিছু বলতে পারব না। অন্তত এ মুহূর্তে নয়। শুধু আমার কথাটা তাঁকে বলো। আমার কথার অর্থ প্রেসিডেন্ট বুঝতে পারবেন। আমাকে তোমার বিশ্বাস করতে হবে, ব্লেক—বিষয়টি সাংঘাতিক জরুরি।'

জনসন পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলেন। 'ঠিক আছে। ওয়াশিংটন ইন্টারন্যাশনালে এসো না। এন্ড্রুজ এয়ার ফোর্স বেস-এ এসো। ওদেরকে তোমাদের কথা বলব। ওরা তোমাদেরকে হেলিকপ্টারে নানটুকেট সৈকতে পৌঁছে দেবে।'

ফার্গুসন বললেন, 'সিআইএ-কে কিছু বলা যাবে না, ব্লেক। কোনো সিকিউরিটি সার্ভিসকে আমাদের আগমন সংবাদ দেয়া যাবে না। তুমি নিজে এসো।'

'ঠিক আছে, চার্লস। আমি ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্টকে খবরটা জানিয়ে দিচ্ছি। ওখানে দেখা হবে।' ফোন রেখে দিলেন তিনি।

নানটুকেটে নিজেদের পুরানো বাড়ির সৈকতের কাছে হাঁটছিলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁকে গার্ড দিচ্ছে সিক্রেট সার্ভিসের দুজন লোক। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর প্রিয় কুকুর মার্চিসনও আছে। এটি রিট্রিভার জাতের কুকুর। গায়ের রঙ কালো। জোরে বাতাস বইছে। বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে সৈকতে। বেশ ভালো লাগছে প্রেসিডেন্টের। তিনি অদূরে দাঁড়ানো সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট ক্লান্সি স্মিথকে ডাক দিলেন। ক্লান্সি নিগ্রো, বিশালদেহী। সে উপসাগরীয় যুদ্ধ করেছে।

'একটা সিগারেট ধরিয়ে দাও, ক্লান্সি,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'বাতাসের দাপটে ধরাতে পারছি না।'

ক্লান্সি প্যাকেট থেকে দুটো মার্লোবোরো সিগারেট বের করল, নিজের স্টর্ম কোটের আড়ালে আগুন জ্বালল। একটা দিল প্রেসিডেন্টকে।

হাসলেন কাজালেট। 'পল হেনরি নাউ ভয়েজার' ছবিতে বেটি ডেভিসকে এভাবেই সিগারেট দিয়েছিল, না?'

'ছবিটি আমি দেখিনি, মি. প্রেসিডেন্ট।'

হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে ঘুরে দাঁড়াল দুজনেই। দৌড়ে আসছে টেডি গ্রান্ট। মার্চিসন ছুটে গেল তার দিকে। টেডি বেদম হাঁপাচ্ছে।

'ফর গডস শেক, টেডি, কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন কাজালেট।

ক্লান্সির দিকে ইঙ্গিত করল টেডি। সরে গেল সে। টেডি দুঃসংবাদটি দিল প্রেসিডেন্টকে।

পেনসিলভানিয়া এভিন্যুতে হোয়াইট হাউজের বাইরে যথারীতি জনমানুষের ভিড়। বেশিরভাগ ট্যুরিস্ট। তারা সটাসট ছবি তুলছে ক্যামেরায়। মনে ক্ষীণ আশা যদি প্রেসিডেন্টকে এক ঝলক দেখা যায়। তবে কোনো টিভি ক্যামেরা নেই।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে কোটের কলার টেনে দিল মার্ক গোল্ড। হাসল কাছে দাঁড়ানো পুলিশের লোকটির দিকে তাকিয়ে।

'আজ টিভি সাংবাদিকরা নেই? কাজালেটের প্রতি আগ্রহ এত তাড়াতাড়ি তো হারিয়ে ফেলার কথা না।'

কাঁধ ঝাঁকাল পুলিশম্যান, 'প্রেসিডেন্ট এখানে নেই। নানটুকেটে ছুটি কাটাতে গেছেন। আগে আসলে হেলিকপ্টারটি দেখতে পেতেন।'

'ইস্, মিস করলাম।'

ঘুরে দাঁড়াল মার্ক গোল্ড, ভিড় ঠেলে এগোল কিছু দূরে পার্ক করা নিজের গাড়ি অভিমুখে। সে ডিফেন্স বিভাগের একজন সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে গ্রাজুয়েশন করেছে। তার মনে পড়ে না শেষ কবে সিনাগগে (ইহুদিদের উপাসনাস্থল) গেছে। তবে তার বড় ভাই সাইমন খুব ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিল। সে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের লোভনীয় চাকরি ছেড়ে ইসরায়েলি অভিবাসী হয়েছিল গোলানে, হামাস টেরোরিস্টদের রকেট হামলায় সে নিহত হয়েছে। তার সঙ্গে মারা গেছে আরো বারো জন।

মার্ক গোল্ড ইসরায়েলে গিয়েছিল প্রিয় ভাইয়ের অন্ত্যেস্টিক্রিয়ায়। প্রচণ্ড ক্রোধে অন্তর জ্বলছিল তার। তার সঙ্গে পরিচয় হয় অ্যারন ইটানের। অ্যারন তাকে জেরুজালেমের একটি বাড়িতে নিয়ে যায় গাড়িতে, চোখ বেঁধে ওখানে জুডাসকে প্রথম দেখে গোল্ড। মুখে কালো মুখোশ। বসেছিল একটি টেবিলে।

ম্যাকাবি হবার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছিল গোল্ড। ওদের সঙ্গে কাজ করতে রীতিমতো গর্ব অনুভব করে সে। ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের যে কোনো কম্পিউটারে প্রবেশ করতে পারে গোল্ড। এমনকি ল্যাংলিতে সিআইএ'র রেকর্ড ঘেঁটেও দেখতে পারে সে ইচ্ছে করলেই।

গাড়ি স্টার্ট দেয়ার আগে একটি বিশেষ স্যাটেলাইট মোবাইল ফোনের কোড করা কতগুলো নাম্বার টিপল মার্ক গোল্ড। জুডাস সাড়া দিল দ্রুত।

'গোল্ড, প্রেসিডেন্ট সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে নানটুকেট গিয়েছেন। আমার বন্ধুরাও বোধহয় ওখানেই যাবে।'

'হোটেল চেক করেছ?'

'হ্যাঁ, রিজার্ভেশন কমফার্মড।'

'ওরা অবশ্যই নানটুকেট যাবে। চার্লটন হোটেলে ডিলনকে কী করতে হবে জানাই আছে তোমার।'

'জি।'

পকেটে ফোন রেখে দিল গোল্ড। ইঞ্জিনের সুইচ অন করে বেরিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে।

অ্যান্ড্রু এয়ারফোর্স বেস-এ অবতরণ করল লিয়ার জেট। আবহাওয়ার খবর ভালো না। ওদের জন্য এক তরুণ মেজর অপেক্ষা করছিল। সে ফরমাল ভঙ্গিতে স্যালুট ঠুকল।

'একটা সমস্যা হয়েছে, ব্রিগেডিয়ার,' বলল মেজর, 'পুরো নানটুকেট ডুবে আছে কুয়াশায়। আমরা সাধারণত প্রেসিডেন্টকে তাঁর বাড়ির বাইরে, সৈকতে পৌঁছে দিই। কিন্তু আজ ওখানে যাওয়াই সমম্ভব নয়।'

'তাহলে কোথায় নামব আমরা?'

'কাছে একটি এয়ারফোর্স বেস আছে। ওখানে ল্যান্ড করবে, কপ্টার। আপনারা লিমুজিনে চড়ে প্রেসিডেন্টের বাড়ি যাবেন।'

'তাহলে চলো,' বললেন ফার্গুসন।

দশ মিনিট পরে ওরা তিনজন হেলিকপ্টারে চড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উড়াল দিল, 'কপ্টার।'

স্যামিস বার-এ ঢুকল মার্ক গোল্ড। বার প্রায় খালি। কিনারের একটি টেবিল দখল করে আছে নেলসন হারকার। ওয়াশিংটন পোস্ট পড়ছে। সে একজন পেশাদার খুনী। হাজার ডলারের বিনিময়েও সে মানুষ হত্যা করে। এবারের কাজের জন্য

তাকে দশ হাজার ডলার দেয়া হবে। গোল্ড পকেট থেকে একটা ছবি বের করে হারকারকে দিল। ডিলনের ছবি।

'আমি এর ছবি আগেই দেখেছি,' বলল হারকার, 'জানি সে IRA-এর এক বিখ্যাত মানুষ। বাচ্চা আর নারীদের ওপর বোমা হামলা করে। এদেরকে আমি থুতু দিই।'

'আজ রাতে চার্লটন হোটেলে ডিলনের গায়ে থুতু ছিটাতে হবে। দশটার মধ্যে ওখানে হাজির হয়ে যাবে।'

'তারপর?'

'ওকে আশপাশে দেখতে না পেলে সোজা ওর সুইটে চলে যাবে। বেজমেন্টের গ্যারেজে নাইট এলিভেটর আছে। সব ফ্লোরে যাওয়া যায়।'

'বেশ। আমার মাল কই?'

পকেট থেকে একটা খাম বের করল গোল্ড, ঠেলে দিল হারকারের দিকে। 'এখন অর্ধেক, বাকিটা কাজ সারার পরে।'

সিধে হলো সে, 'পরে দেখা হবে।' চলে গেল গোল্ড।

সাত

সাগর সৈকতে প্রেসিডেন্ট জেক কাজালেটকে সঙ্গ দিচ্ছেন ব্লেক জনসন এবং টেডি গ্রান্ট। প্রবল বাতাস সৈকতে। সবার পরনে স্টর্ম কোট। ঘেউ ঘেউ করছে মার্চিসন, মাঝে মাঝেই ছুটে চলে যাচ্ছে পানির কাছে। ক্লান্সি স্মিথ দলটা থেকে সামান্য পেছনে।

'ঘটনা কী, ব্লেক?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'আমি জানি না, মি. প্রেসিডেন্ট। শুধু এটুকু জানি, চার্লস ফার্গুসন যখন বলেছে ঘটনা সিরিয়াস, তার কথা বিশ্বাস করতেই হবে। ডিলনও এর সঙ্গে জড়িত।'

টেডির দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'গত বছর তুমি তখন হাসপাতালে, লন্ডন সফরে প্রটেস্টেন্ট অ্যাক্টিভিস্টরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। ডিলন আমার জীবন রক্ষা করে। দারুণ এক লোক।'

এমন সময় মাথার ওপরে ভেসে এল হেলিকপ্টারের রোটর ব্লেডের শব্দ। ক্লান্সি স্মিথ বলল, 'ওরা চলে এসেছেন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

জেক কাজালেট দলটি নিয়ে কুয়াশার মধ্যে হনহন করে হাঁটা দিলেন বাড়ি লক্ষ্য করে। মার্চিসন ঘেউ ঘেউ করতে করতে পিছু নিল। ওরাও বাড়িতে ঢুকেছেন, হেলিকপ্টার ল্যান্ড করল।

মেইন রুমে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসলেন সকলে। খবরটা দিল ডিলন। তার কথা শেষ হবার পরে শক্‌ড মনে হলো প্রেসিডেন্টকে, সেই সঙ্গে চেহারায় ফুটে উঠেছে অবিশ্বাস।

'দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝতে দাও আমাকে। এই জুডাস নামের লোকটা দাবি করছে সে আমাদের মূল কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে সহজেই ঢুকে যেতে পারে। ল্যাংলিতে সিআইএ, এফবিআই, ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স, সবখানে?'

'জি, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'আমরা যদি তার এবং তার লোকদের পরিচয় জানার চেষ্টা করি তাহলে সে আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে?'

'জি,' বলল ডিলন, 'লোকটা হার্ডলাইনে চলে গেছে। সে সিসিলিতে হাকিম এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদেরই শুধু নয়, খুন করেছে বুড়ো দম্পতি এবং তাদের মেয়েকেও।'

'এবং সম্ভবত লন্ডনে কারাগার কর্মকর্তা জ্যাকসনকেও,' মন্তব্য করলেন ফার্গুসন।

‘এবং আমি নেমেসিস-এ সই না করলে, সে ওকে হত্যা করবে?’

‘এ হুমকিই দিয়েছে সে,’ বলল ডিলন। জুডাসের দেয়া মোবাইল ফোন পকেট থেকে বের করে কফি টেবিলে রাখল। ‘এ জিনিসটি দিয়েছে সে আমাকে। তার ক্ষমতা দেখানোর জন্য।’

‘আপনাকে আগেই বলেছি, মি. প্রেসিডেন্ট,’ বললেন ফার্গুসন, ‘ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স কম্পিউটার সোর্সের কাছে ম্যাকাবিদের সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে খবরটা পেয়ে গেছে। আমাদের ফোন করেছে।’

‘এখন আপনারা ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট সিস্টেমে একবার ঢুঁ মেরে দেখতে চাইছেন।’

মাথা ঝাঁকালেন ফার্গুসন। ‘একই প্রতিক্রিয়া পেলে বুঝতে পারব আমরা আসলে ঠিক কোথায় আছি।’

কথা বলে উঠল হান্না বার্নস্টাইন। ‘মি. প্রেসিডেন্ট, স্রেফ পুলিশী কৌতূহলে একটি বিষয়ে কথা বলতে চাইছি। বেজমেন্টের ব্যাপারটা কে কে জানে? এটা কী সত্যি খুব গোপন একটা প্রতিষ্ঠান?’

প্রেসিডেন্ট ব্লেক জনসনের দিকে ফিরলেন, ‘তুমি বলো।’

ব্লেক বললেন, ‘অফিশিয়ালি সবাই জানে আমি জেনারেল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টে আছি। এলিস কোয়াম্বি নামে এক বিধবা সেক্রেটারি আছে আমার। অত্যন্ত বিশ্বস্ত। আর কেউ বেজমেন্ট সম্পর্কে কিছু জানে না। লোকের ধারণা আমি হোয়াইট হাউজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে জড়িত।’

‘তাহলে আপনি কাজ করেন কীভাবে?’

‘অনেকটা জুডাসের মতো আমার কাজের ধরন। আমার নিজস্ব কিছু লোকজন আছে। এদের মধ্যে আছেন সাবেক এফবিআই কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এদের প্রত্যেককে বিশেষ কিছু দায়িত্ব দিয়ে রেখেছি আমি। এদের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।’

‘তুমি বলছ ডিফেন্সের সেক্রেটারি কিংবা ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজরদের কেউ বেজমেন্টের আসল প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত নন?’ জিজ্ঞেস করলেন ফার্গুসন।

‘ টেডি জানে। আর টেডি তো সবই জানে।’ জোর করে মুখে হাসি ফোটালেন প্রেসিডেন্ট। ‘বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। বেশ কয়েক বছর আগে, এক প্রেসিডেন্টের আমলে, তাঁর নাম বলছি না, সিআইএ-তে কম্যুনিস্টদের অনুপ্রবেশের ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টেও একই ঘটনা ঘটে। পেন্টাগনে রাশান ছুঁচোর ঘটনার কথা আপনাদের জানা আছে নিশ্চয়।’

‘জি, মি. প্রেসিডেন্ট।’

‘ওই প্রেসিডেন্ট তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সিআইএ’র এক সাবেক কর্মকর্তাকে জেনারেল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেন। এর মানে হলো তিনি এমন একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইছিলেন যার ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখা যায়। খুব ভালো কাজ দেখাচ্ছিল প্রতিষ্ঠানটি। ওই প্রেসিডেন্টের উত্তরসুরি ক্ষমতায়

আসার পরে প্রেসিডেন্ট তার সঙ্গে কথা বলেন এবং তখন প্রতিষ্ঠিত হয় বেজমেন্ট।'

'এবং বেজমেন্ট তখন থেকে কাজ করে আসছে,' বললেন ব্লেক জনসন। 'এ নিয়ে বহুদিন ধরেই কানাঘুসো চলছে বটে তবে আমাদের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়নি কখনোই। দেশের বাইরে এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একমাত্র তুমিই জানো চার্লস, তাও আমাদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের কারণে।'

'হুঁ,' বলে হান্নার দিকে ফিরলেন ফার্গুসন। 'তুমি আসলে কী বলতে চাইছ, চিফ ইন্সপেক্টর?'

'ডিলন বলেছে জুডাসের দাবি মেইন সিকিউরিটি সার্ভিসের সর্বত্র তার অবাধ যোগাযোগ, কিন্তু বেজমেন্টের কথা সে উল্লেখ করেনি।'

'মাই গড, গার্ল, ইউ আর রাইট,' বলল ডিলন, 'তোমার স্মরণশক্তি খুব প্রখর।'

'তুমি বলতে চাইছ জুডাস বেজমেন্টের অস্তিত্ব সম্পর্কে হয়তো অবগত নয়?' বললেন ফার্গুসন।

মাথা ঝাঁকাল হান্না। 'বিষয়টি প্রমাণ করাও সম্ভব।' ব্লেকের দিকে ফিরল সে। 'অত্যন্ত গোপনীয়তার ভিত্তিতে কাজকর্ম চালাতে হয় আপনাকে। কাজেই আপনার নিজস্ব কম্পিউটার ব্যাংক থাকার কথা।'

'অবশ্যই আছে। আমি ল্যাংলি, এফবিআই এবং ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে পারি। তবে আমাদের নিজস্ব সিকিউরিটি কোড কেউ জানে না। কাজেই আমাদের কম্পিউটারে কারো অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই।'

'বেশ। পরীক্ষাটা হয়ে যাক। জুডাস সম্পর্কে বেজমেন্টের কম্পিউটার ব্যাংকে খোঁজ-খবর নিন।'

সংক্ষিপ্ত বিরতি। নীরবতা ভঙ্গ করল টেডি, 'আমি সব সময়ই বলি আমাদের মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা অনেক বেশি দরকার। ওদের মাথায় অনেক বুদ্ধি।'

'চেষ্টা করে দেখছি,' বললেন ব্লেক। 'আমি কন্ট্রোল রুম ব্যবহার করছি, মি. প্রেসিডেন্ট।'

আসন ছাড়লেন তিনি। বেরিয়ে গেলেন। সিধে হলেন জেক কাজালেট। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল মার্চিসন। প্রেসিডেন্ট বললেন, 'না, তুমি শুয়ে থাকো।'

মার্চিসন হান্নার কাছে গেল। ওর কানে আদর করে হাত বুলিয়ে দিল হান্না। ডিলন মন্তব্য করল, 'যদি এতে কাজ হয়, অনেক কিছুই বদলে যাবে।'

'দেখা যাক,' বললেন ফার্গুসন।

ফিরে এলেন জনসন। 'আমি ম্যাকাবি এবং জুডাস ম্যাকাবিয়াস নামে কোনো টেরোরিস্ট গ্রুপ আছে কিনা জানতে চাইলাম কম্পিউটারের কাছে। নেতিবাচক জবাব এসেছে। কিছুই জানতে পারিনি।'

'এখন অপেক্ষা করব,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু কতক্ষণ?'

'লন্ডনে তো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে সাড়া দিয়েছিল,' বললেন ফার্গুসন।

এক ঘণ্টা কেটে গেল। ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্টের নির্দেশে সবাইকে খাবার

পরিবেশন করা হলো। তবে খাওয়ার প্রতি মন ছিল না কারো। সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ টেবিলে রাখা ডিলনকে দেয়া জুডাসের মোবাইল ফোনের দিকে।

ঘড়ি দেখল ডিলন। 'এক ঘণ্টা তো হয়েই গেল। এখনো কোনো সাড়াশব্দ নেই। এবার ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের কম্পিউটারে একই প্রশ্ন করা যাক।'

ব্লেক জনসন প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন। জেক কাজালেট বললেন, 'যাও, ব্লেক।'

খাড়া হলেন ব্লেক। বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরলেন তিনি। 'আমি ল্যাংলিতে ঢুকেছিলাম। এফবিআই এবং ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের কম্পিউটার জুডাস এবং ম্যাকাবি সম্পর্কে কিছুই জানে না বলেছে।'

'এখন অপেক্ষা করা যাক।' বললেন ফার্গুসন।

টেডি অন্যদের সবার জন্য কফি নিয়ে এল, ডিলনের জন্য চা। সবাই আবার কিচেন টেবিল ঘিরে বসেছেন। জেক কাজালেট বললেন, 'কিছুই ঘটছে না। ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না।

বেজে উঠল ফোন।

'হেই, ওল্ড বাডি, তোমরা আমার পরিচয় পাবার চেষ্টা করেছ কিন্তু পাওনি,' জুডাস বলল ডিলনকে। 'তোমরা অন্য কোনো কম্পিউটার সিস্টেমে আমাদের খোঁজ করো। ঠিকই জেনে যাবে।'

'জাহান্নামে যাও, ইউ ব্লাডি স্যাডিস্ট,' ইচ্ছে করেই গলার স্বরে রাগ এবং হতাশা ফোটাল ডিলন।

'মুখ খারাপ কোরো না, ওল্ড বাডি। প্রেসিডেন্টকে বলো তিনি এখন জানেন আমার দৌড় কতদূর। তিনি এ ব্যাপারে কোনো সিকিউরিটি ফোর্সকে জড়াতে গিয়েছেন কী তার কন্যাকে আমরা মেরে ফেলব। তিনি নেমেসিস-এ সই করতে রাজি না হলেও তার মেয়ে মারা যাবে।'

'তুমি উন্মাদ,' বলল ডিলন।

'না, স্রেফ বাস্তববাদী। প্রেসিডেন্টকে আমার শুভেচ্ছা দিও।' ফোনের লাইন কেটে দিল জুডাস। ডিলন ফিরল হান্নার দিকে। 'তুমি সত্যি একটি প্রতিভা। সে বেজমেন্ট সম্পর্কে কিছু জানে না।'

'ঠিক আছে,' বললেন ব্লেক জনসন। 'তাহলে পরিস্থিতি হলো এই। বেজমেন্ট কম্পিউটার ক্লিয়ার, যদিও লোকটা সম্পর্কে ওতে কোনো তথ্য আমরা পাইনি। আমরা অন্য কোনো মেইন সিকিউরিটি সার্ভিসে চেষ্টা করলেই সে তা জেনে যাবে এবং জানবে খুব দ্রুত।'

'আমরা অন্য কোনো সিকিউরিটি সার্ভিসকে জড়ানোর চেষ্টা করলেই সে মেরিকে মেরে ফেলবে।' বলল ডিলন।

'তুমি ওর হুমকিতে বিশ্বাস করো?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'একশোবার।'

'কিন্তু আমাদের টেলিফোন সিস্টেমে সে ঢুকতে পারছে না,' বলল হান্না। 'এ

ক্ষেত্রে কোডেক্স ফোর সিস্টেম আমরা ব্যবহার করতে পারি।'

'তা পারি,' সায় দিলেন ফার্গুসন।

ব্লেক জনসন বললেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমি সিকিউরিটি কম্পিউটারের সংবেদনশীল যেসব এলাকাতেই ঢুঁ মেরেছি, আধঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা জেনে গেছে সে। তার ম্যাকাবি অর্গানাইজেশনের ক্ষমতার দৌড় দেখিয়ে দিয়েছে। সিআইএ কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে এর সঙ্গে জড়াতে গেলে কী ঘটতে পারে আমরা সবাই এখন তা জানি।'

'কিন্তু আমি কী করব?' গর্জে উঠলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমি সমস্ত আইন-কানুন এবং প্রটোকল ভঙ্গ করে চলেছি। আমি সেক্রেটারি অব স্টেট, জয়েন্ট চিফ, সিআইএ এবং এফবিআই প্রধান কাউকেই এ বিষয়ে জানাইনি।'

'ওদেরকে যাতে সব কথা জানাতে না হয় সেজন্যই আপনার পূর্বসুরিরা সৃষ্টি করে গেছেন বেজমেন্ট। আমরা কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না, এটাই হলো আসল কথা।'

'বেশ। তবে আরেকটা কথা আছে। আমার যদি প্রয়োজন পড়ে যায় আরব সন্ত্রাসীদের কঠিনভাবে আঘাত করব তবে নেমেসিস-এ সই করতে পারব না। এখন আমি কী করব?'

পাথুরে নীরবতা নেমে এল ঘরে। সবাই তাকালেন ডিলনের দিকে। সে বলল, 'আমাদেরকে দ্রুত মুভ করতে হবে। একটা না একটা উপায় পেয়ে যাবই। তবে আগে নিজের মৃত্যু ঠেকাতে হবে। জুডাস আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। কিন্তু এখনই পৈতৃক প্রাণটা খোয়ানোর কোনো সাধ আমার নেই। আমরা ওয়াশিংটনে যখন ফিরে যাব, আমার পরনে থাকবে বুলেট প্রুফ ভেস্ট।'

'কিন্তু বন্দুকবাজ মাথা লক্ষ্য করেও গুলি করতে পারে,' মন্তব্য করলেন জনসন।

'আপনাকে তো ঝুঁকি নিতেই হবে।'

'তারপর, মি. ডিলন?' জানতে চাইলেন কাজালেট।

'আমি লন্ডনে রয়াল একাডেমি অব ড্রামাটিক আর্ট-এর ছাত্র ছিলাম, মি. প্রেসিডেন্ট। ন্যাশনাল থিয়েটারে কিছুদিন অভিনয়ও শিখেছি। নিজের চেহারাসুরত খুব দ্রুত বদলে ফেলতে পারি, মেকআপ ছাড়াই। দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আপনার চশমাটা দিন, টেডি।'

টেডি চশমা দিল। ডিলন দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। একটু পরে আবার ঘরে ঢুকল সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। মাথাটা সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে আছে, চেহারায় যন্ত্রণাকাতর ছাপ। না, চশমার জন্য নয়, ওর গোটা বডি ল্যাংগুয়েজই বদলে গেছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন একজন মানুষে পরিণত হয়েছে শন ডিলন।

'গুড গড,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'নিজের চোখে না দেখলে তো এটা আমি বিশ্বাসই করতাম না।'

'ওকে ইন্টারন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স সার্কেলে বলা হয় ম্যান অব এ থাউজেন্ড ফেস,' জানালেন ফার্গুসন। 'IRA-তে কুড়ি বছর দাপটের সঙ্গে কাজ চালিয়ে গেছে

ডিলন, ওর টিকিটিও আমরা ছুঁতে পারিনি।'

'ওয়াশিংটনে অফিশিয়ালি মৃত হিসেবে ঘোষণার পরে আমি আমার চেহারা পুরোপুরি পাল্টে ফেলব।' বলল ডিলন। 'চুলের রঙ বদলাব, চোখে লাগাব টিনটেড গ্লাসের চশমা, ফুলো ফুলো গাল থাকবে আমার। ভিন্ন নামে পাসপোর্ট তো থাকবেই। কমপক্ষে দু-তিনটি পাসপোর্ট লাগবে আমার।'

'আপনার যা যা দরকার পাবেন,' বলল টেডি। 'আমার এক বান্ধবী, মিনড্রেড অ্যাটকিনসন, আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকেই থাকে, সে বড় বড় তারকাদের মেকআপ দেয়। গত হপ্তায় রবার্ট ডি নিরোকে মেকআপ দিয়েছে।'

'তার কাছে যাওয়াটা নিরাপদ?'

'অবশ্যই।'

'ঠিক আছে। যাবো।'

হান্না বলল, 'আমাদের হাতে কিন্তু সময় খুবই কম। আর পাঁচদিন পরে ফিউচার প্রজেক্টস কমিটির মিটিং হবে।'

'তো কী ঘটছে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'মূল সমস্যা হলো মেরিকে খুঁজে পাওয়া,' তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল ডিলন, 'ওরা তাকে কোথায় আটকে রেখেছে জানি না। শুধু জানি ও যেখানে আছে, সিসিলি থেকে সেখানে বোটে চড়ে যেতে বারো ঘণ্টা সময় লাগে।'

'তবে ঠিক বারো ঘণ্টাই যে লাগে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না,' বললেন ফার্গুসন। 'দু-এক ঘণ্টা কম-বেশিও হতে পারে।'

'তা ঠিক। তবু যদি বারো ঘণ্টাকে আমরা সর্বোচ্চ সময় হিসেবে ধরে নিই, জায়গাটা হতে পারে কর্সিকা, যদি আমরা পশ্চিমে যাই। তিউনিশিয়ান কিংবা মিশরীয় উপকূল হতে পারে। হতে পারে ইতালি, গ্রিস অথবা তুরস্ক।'

'তুমি কোনো কিছু মিস করেছ কী?' ঠাট্টার সুরে বললেন জনসন।

'ঈশ্বর জানেন। মেরি আমাকে বলেছে কর্ফুতে ডেভিড ব্রাউন তাকে কিডন্যাপ করার সময় বলেছিল ছোট্ট একটি বিমান যাত্রা করতে হবে।'

বিরতি। তারপর প্রেসিডেন্ট বললেন। 'ঠিক আছে। আপনি মারা গেলেন এবং নিজের চেহারা ও পরিচয় বদলে ফেললেন। তারপর কী ঘটবে?'

'ব্রিগেডিয়ার এবং চিফ ইন্সপেক্টর লিয়ারে বাড়ি ফিরবেন শোকার্ত চেহারা নিয়ে। আমি আয়ারল্যান্ডে গিয়ে খুঁজে বের করব রিলেকে। ওকে নিয়ে লন্ডন আসব। ওয়ান্ডসওয়ার্থ প্রিজন সার্ভিলেন্স টেপ দেখে ও সেই ভুয়া আইনজীবীকে সনাক্ত করবে।'

জনসন জিজ্ঞেস করলেন, 'রিলেকে তুমি খুঁজে পাবে?'

'পাবো। আমার ধারণা ও সোজা টুলামোরে, ওর কাজিনের খামারে যাবে। ব্রিগেডিয়ারের দেয়া আইরিশ পাসপোর্ট আছে ওর কাছে। আমি ওকে আমার অপারেশনের টাকা দিয়েছি। ওর আয়ারল্যান্ড ছাড়া অন্য কোথাও যাবার কোনো কারণ নেই। ওখানেই সে নিরাপদে থাকবে।'

মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে।' ফিরলেন ব্লেকের দিকে। 'মি. ডিলনের তাৎক্ষণিক ট্রান্সপোর্টেশনের দরকার হবে। নানান জায়গায় যাবেন তিনি। ট্রান্সপোর্টের জন্য তার সময় নষ্ট করতে দেয়া উচিত হবে না।'

'কোনো সমস্যা নেই, মি. প্রেসিডেন্ট। আমাদের নতুন গালফস্ট্রিম ফাইভ-এর প্রাইভেট জেট প্রস্তুত আছে। খুবই ভালো প্লেন।'

ডিলনের দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'গালফস্ট্রিম ছয় ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে আয়ারল্যান্ড পৌঁছে দেবে।' ব্লেক জনসনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'তুমি ওর সঙ্গে যাও। টেডি এদিকটা সামাল দিতে পারবে।'

'আপনি যা বলেন, মি. প্রেসিডেন্ট,' বলল ব্লেক।

কাজালেট বললেন, 'তো ঠিক আছে। আপনারা যে যার কাজে লেগে যান। টেডি, তোমার সঙ্গে কাল কথা বলব।'

ডিলন বলল, 'এক মিনিট, মি. প্রেসিডেন্ট। আপনার মেয়েকে আমি পছন্দ করি। কিন্তু জুডাসকে আমি পছন্দ করি না। মেরিকে ফিরিয়ে আনার জন্য যা করার দরকার করব আমি। হয়তো আবার জল্লাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে আমাকে। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?'

'না নেই,' বললেন জেক কাজালেট।

মেরি জানালার ধারে ইজেল নিয়ে বসে ছবি আঁকছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ডেভিড ব্রাউন। হাতের ট্রেতে কফি এবং বিস্কুট। সে টেবিলে রাখল ট্রে।

'কাজ করছেন দেখছি।'

'কী করব আমার শেষ ইচ্ছা এবং স্বীকারোক্তির কথা লিখব?'

'মেরি, প্লিজ, ওভাবে বলবেন না। খারাপ লাগে। আপনাকে খুশি করার জন্য আমি যা খুশি করতে পারি।'

'তাহলে যাও। জুডাসকে গুলি করো। আমি খুশি হবো।'

ব্রাউনের দু'কাঁধ ঝুলে পড়ল। সে বেরিয়ে গেল। দরজায় তালা লাগার শব্দ হলো খুট্ করে।

ব্লেক জনসনের লিমুজিনে চড়ে অ্যান্ড্রুজ এয়ার ফোর্স বেস-এ এল সবাই। ওয়াশিংটনের পথে যেতে যেতে ব্লেক বললেন, 'শন, একটা কথা ভাবছিলাম আমি। ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ কেন? নিজেকে কেন টার্গেটে পরিণত করতে চাইছ? পরিকল্পনামাফিক এখনই ছদ্মবেশ নিয়ে আয়ারল্যান্ডে চলে যাও।'

'আমি হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে সন্দেহ জাগবে জুডাসের মনে। কিন্তু আমি মারা গেছি জানলে সে খুশি হবে। আপনি একটা ক্যাবের ব্যবস্থা করুন। ব্রিগেডিয়ার, চিফ ইন্সপেক্টর এবং আমি ট্যাক্সি চড়ে হোটেলে ফিরব।'

'আমি কী করব?'

'টেডিকে ছেড়ে দিন। ওকে খামোকা ঝুঁকির মধ্যে এনে লাভ নেই।'

'ঠিক আছে,' বললেন জনসন। 'লাইফ প্রিজারভারের কী ব্যবস্থা করেছ?'

'সুটকেসে একটি নাইলন এবং টাইটারিয়ামের ভেস্ট আছে। সবসময় থাকে।'

কিছুক্ষণ পরে একটি ট্যাক্সি ক্যাব ব্রিগেডিয়ার, হান্না এবং ডিলনকে চার্লটন হোটেলের দোরগোড়ায় ছেড়ে দিল। দারোয়ান এগিয়ে এল ছাতা মাথায়। পোর্টার দ্রুত গাড়ি থেকে লাগেজ তুলে নিল।

চার্লটন হোটেলের সামনে, গাড়িতে বসে ক্যাব থেকে ওদেরকে নামতে দেখল মার্ক গোল্ড। ততক্ষণ অধৈর্য ভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকছিল সে। হারকারের এখনো দেখা নেই। টেনশনে তার প্রেশার বেড়ে গেল। 'শিট!' উঁচু গলায় বলে উঠল গোল্ড। 'কোথায় তুমি, হারকার?'

ঠিক তখন জানালায় টোকা পড়ল। মুখ তুলে চাইল গোল্ড। হারকার। জানালার কাচ নামিয়ে দিল গোল্ড।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'গাড়ি বিক্রি করছিলাম, গর্দভ। আরে, মাথায় এতটুকু বুদ্ধি নেই তোমার গাড়িতে এলে যদি কেউ নাম্বার টুকে রাখত? এখন চলো। আমার গাড়িটা রাস্তার ওপাশে।'

গাড়ি থেকে নামল গোল্ড, তালা মারল দরজায়। হারকারের পেছন পেছন এগোল।

ঠিক ওই মুহূর্তে ব্লেক জনসন এবং টেডিগ্রান্ট ঢুকে পড়লেন হোটেলের আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে। গ্যারেজে গাড়ি বোঝাই। একটা খালি জায়গা পেয়ে সেখানে গাড়ি পার্ক করলেন জনসন। বন্ধ করে দিলেন সুইচ, খুললেন গ্লাভ কমপার্টমেন্ট, বের করে নিলেন সাইলেন্সার পেঁচানো একটি বেরেটা।

'এ দিয়ে তো ভালুক শিকার করা যায়,' মন্তব্য করল টেডি।

'তাই করব আজ,' গম্ভীর মুখে বললেন জনসন।

এক মুহূর্ত পর একটি লিমুজিন ঢুকল গ্যারেজে, পার্ক করল অদূরে। সাদা চুলের, মোটাসোটা এক বুড়োকে দরজা খুলে নেমে আসতে দেখে ওদের পেশিতে ঢিল পড়ল। বুড়ো এলিভেটরে পা বাড়াল।

'না, এ নয়,' বললেন জনসন।

দুই-তিন মিনিট বাদে বালুরঙা একটি ফোর্ড ঢুকল। হুইলে মার্ক গোল্ডকে এক ঝলক দেখতে পেলেন ব্লেক। পাশে হারকার।

'মাথা নামাও টেডি,' জরুরি গলায় বললেন জনসন। দুজনে গুটিশুটি মেরে বসলেন সিটে। 'আমার ধারণা ওরাই। কঠিন চেহারার এক কৃষ্ণাঙ্গ আর ব্রুকস ব্রাদার্স-এর সুট পরা এক লোক।'

এলিভেটরের কাছে, কতগুলো প্যানেল ট্রাকের মাঝখানে পার্ক করল ফোর্ড। নিভে গেল আলো। 'মাথা নিচু করে রাখো, টেডি।' ব্লেক সাবধানে উঁচু করলেন মাথা। 'ওরা বসে আছে ওখানে। তোমার মোবাইলে ব্রিগেডিয়ারকে ফোন করো।'

নিজের সুইটে টাইটারিয়ামের ভেস্ট গায়ে চড়াচ্ছিল ডিলন। হান্না উদ্বেগ নিয়ে দেখছে ওকে। ভেস্টের ওপর পোলো সুয়েটার চাপাল ডিলন, তারপর জ্যাকেট।

'তোমার এ ছাড়া উপায় ছিল না?' বললেন ফার্গুসন।

'জুডাস আমাকে মৃত দেখতে চায়। বলেছে হোটেলের আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজ বিপজ্জনক জায়গা।'

'এ আসলে পাগলামি,' বলল হান্না।

'তুমি আমাকে ভালোবাসো বলেই এ কথা বলছ, গার্ল ডিয়ার।'

'ফর গডস শেক, ডিলন, তুমি কি কোনোকিছুই সিরিয়াসভাবে নিতে পার না?'

'নেয়ার প্রয়োজন পড়েনি কখনো,' হাসল ডিলন।

'জুডাস জানে আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি। কাজেই আমাকে আর তার দরকার নেই। এটা একটা মারাত্মক ভুল, আমার নয়, তার।'

বেজে উঠল ফার্গুসনের মোবাইল। তিনি মোবাইল তুলে ওপক্ষের কথা শুনে শুধু বললেন, 'ঠিক আছে।'

তিনি ডিলনের দিকে ফিরলেন। 'এলিভেটরের কাছে বালুরঙা একটি ফোর্ড। দুজন আরোহী তাতে। একজন কৃষ্ণাঙ্গ, অপরজন শ্বেতাঙ্গ—সে হুইলে বসা।'

ওয়ালথার পকেট থেকে বের করে একবার চেক করল ডিলন, তারপর গুঁজল কোমরের ওয়েস্টব্যান্ডে। চুমু খেল হান্নার গালে। 'যেভাবে প্ল্যান করা হয়েছে সেভাবে লেগে থাকো। এতে কাজ হবে। বিখ্যাত ডিলন কখনো ভুল করে না।'

'আহ্, যাও। চোখের সামনে থেকে দূর হও।' রাগত গলায় বলল হান্না। তাই করল ডিলন।

হারকার এবং গোল্ড নিজেদের গাড়িতে বসে আছে চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে হারকার বলল, 'আর কতক্ষণ বসে থাকব? সারা রাত?'

ঠিক তখন খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। বেরিয়ে এল ডিলন। গাড়ির সারির মাঝখানের খালি জায়গাটায় এগোল। ধীরে সুস্থে ধরাল সিগারেট।

'ওই যে ও,' উত্তেজিত গলায় বলল গোল্ড।

'আমার চোখ নেই নাকি? ওর ছবি দেখেছি আমি।' হারকার একটি কোল্ট অটোমেটিক বের করে তাতে সাইলেন্সার পেঁচাল। 'এবার মৃত্যু-চুম্বনের সময়।'

দরজা খুলে বেরিয়ে এল হারকার এবং ডিলনের পিঠ লক্ষ্য করে পরপর দুবার গুলি করল। ঝাঁকি খেয়ে সামনের দিকে হেলে গেল ডিলন, পড়ে গেল হাঁটু ভেঙে।

ব্লেক জনসন লাফ মেরে নেমে পড়লেন লিমুজিন থেকে। 'এসব কী হচ্ছে?' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

হারকার গুলি ছুঁড়ল তাঁকে লক্ষ্য করে। ব্লেক আগেই মাথা নিচু করে ফেলেছেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো টার্গেট। লাফ মেরে গাড়িতে উঠল হারকার। 'মুভ ইট!' খেঁকিয়ে উঠল সে। ইঞ্জিন চালু করল গোল্ড, আইল ঘুরে এন্ট্রান্সের দিকে এগোল।

গ্যারেজে সুনসান নীরবতা। টেডি ঝুঁকল ডিলনের ওপর। জ্যাকেটের যেখানে

গুলি লেগেছে, আগুন ধরে গেছে সেখানটাতে। চাপড় মেরে আগুন নেভাল টেডি। 'শন, কথা বলো, ফর গডস শেক।'

'দম আটকে যাচ্ছিল আমার,' হাঁটু মুড়ে বসল ডিলন।

জনসন মোবাইলে কথা বলছিলেন। বন্ধ করে দিলেন ফোন। 'তুমি ঠিক আছ তো, শন?'

'মনে হচ্ছিল হাতুড়ি দিয়ে কেউ দুবার আমার পিঠটাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তবে ঠিক আছি আমি।'

'অ্যাম্বুলেন্সের খবর দিয়েছি,' বললেন ব্লেক। 'আসছে ওরা। ব্রিগেডিয়ারকে জানিয়ে দিই তুমি ঠিক আছ।'

গোল্ড তিন রাস্তার পরে পার্ক করল গাড়ি। হারকার বলল, 'কাজ তো শেষ। আমার বাকি মাল কই?'

পকেট থেকে একটা খাম বের করে হারকারকে দিল গোল্ড। দাঁত বের করে হাসল হারকার। 'তোমার সঙ্গে কাজ করে মজা আছে।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল হারকার। বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে এগোল। হোটেলে ফিরল গোল্ড। হাতে গ্লাভস পরেছে সে। কাজেই গাড়ির হুইলে কোনো ছাপ পড়েনি। নিজের গাড়ির তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। দেখল একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকেছে গ্যারেজে। মোবাইলে বিশেষ একটা নাম্বারে ফোন করল গোল্ড। 'গোল্ড বলছি, মিশন সফল।'

'আর ইউ শিওর?' জিজ্ঞেস করল জুডাস।

'পিঠে দুটো গুলি খেয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি ওকে মাটিতে পড়ে যেতে। একটা অ্যাম্বুলেন্স এসেছে ওকে তুলে নিয়ে যেতে।'

'ওটার পিছু নাও,' নির্দেশ দিল জুডাস। 'নিশ্চিত হয়ে আমাকে আবার জানাও।'

মোবাইলের সুইচ অফ করল গোল্ড। অ্যাম্বুলেন্স ফিরে আসতে দেখে ইগনিশন কী অফ করল, পিছু নিল।

অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে জ্যাকেট এবং শার্ট খুলে ফেলল ডিলন। বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের পিঠে দুটো গোল গর্ত।

'তোমার পিঠে একটু দাগ থাকবে,' বললেন ব্রেক। 'হারামজাদার লক্ষ্য নিখুঁত। ওয়াশিংটন ক্রিমিনাল প্রসিডিওরস ডিপার্টমেন্টে আমার এক বন্ধু আছে। সে গ্যারেজ সিকিউরিটি ভিডিও দেখে হয়তো লোকটার পরিচয় সনাক্ত করতে পারবে।'

'হুইলের লোকটা ম্যাকাবি হতে পারে,' বলল ডিলন। হান্না ওকে পরিষ্কার একটা চেক শার্ট দিল। 'কৃষ্ণাঙ্গটা নিশ্চয় ভাড়াটে খুনী। তবে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। তাহলে সন্দেহ জাগবে জুডাসের মনে।'

হান্না ডিলনকে একটি লেদার বোম্বার জ্যাকেট দিল। 'তুমি সত্যি ঠিক আছ তো?'

'বুশমিল হুইস্কি পেটে পড়লে চাঙ্গা লাগত শরীর। তবে ওসব পরে হবে। তুমি আমার মেকআপ বক্স এনেছ?' মাথা দোলাল হান্না। 'হ্যাঁ।'

'গুড। এবার দ্বিতীয় পর্বের অভিনয়।'

গাড়ির ব্রেক কষল গোল্ড। দেখল অ্যাম্বুলেন্স ডিস্ট্রিক্ট থ্রি মর্গে ঢুকেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে, তারপর নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

নাইট অ্যাটেনডেন্ট এক কৃষ্ণাঙ্গ সাবেক মেরিন সার্জেন্ট। নাম টিনো হিল। সে একসময় ব্লেকের অধীনে কাজ করত, এফবিআই'র স্পটার হিসেবে।

ব্লেক, টেডি, ফার্গুসন এবং হান্না ব্যাক অফিসে। দরজা সামান্য ভেজানো। ওরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে, শুধু ডিলন টেবিলে বসা। মেকআপ নিতে ব্যস্ত। মুখে রক্তের দাগ ফোটাল।

ঘুরল ডিলন, 'এতে চলবে?'

'তোমাকে ভয়ংকর লাগছে,' বলল হান্না।

'বেশ। দেখা যাক এবার কী ঘটে।'

'তুমি জানো কিছু ঘটবে?' জিজ্ঞেস করলেন জনসন।

'জুডাস অবশ্যই আমার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছে।'

বেজে উঠল আউটার বেল। ঈষৎ খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিলেন জনসন। 'ওই যে সেই ড্রাইভারটা। তোমাকে যেভাবে বলা হয়েছে তা করো, টিনো।'

টিনো বলল, 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'চার্লটন হোটেলের বাইরে আমার কাজিনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করার কথা ছিল,' বলল গোল্ড। কিন্তু সে আসেনি। একজন বলল হোটেলে নাকি গোলাগুলি হয়েছে।'

'এক মিনিট।'

টিনো ভেতরে গেল। ডিলনকে উদ্দেশ করে মাথা ঝাঁকাল। একটা দরজা খুলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঢুকল। এখানে সার্জিকাল টেবিলে শোয়ানো অনেক লাশ। কয়েকটি লাশ নগ্ন। বাকিদের গায়ে চাদর পেঁচানো।

'কাল সকালে প্যাথলজিস্ট এদেরকে পরীক্ষা করবেন,' জানাল টিনো, 'ঠিক আছে, মি. ডিলন, শুয়ে পড়ুন।'

একটা খালি টেবিলে শুয়ে পড়ল ডিলন। টিনো চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিল। তারপর চলে এল ডেস্কে।

'আপনার কাজিনের নাম কী?' গোল্ডকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ডিলন,' প্রায় ফিসফিস করে জবাব দিল গোল্ড।

'আরে, এ লোক তো চার্লটন হোটেলের গ্যারেজে গুলি খেয়েছে। ওরা লাশ এখানে নিয়ে এসেছে। দেখলে চিনতে পারবেন?'

'অবশ্যই।'

'ঠিক আছে। এদিক দিয়ে আসুন। বমি পেলে সবুজ দরজায় দৌড়াবেন। ওদিকে বাথরুম।'

রিসিভিং রুমে সারি সারি নগ্ন লাশ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গোল্ড।

'দৃশ্যটা প্রীতিকর নয়, তাই না?' বলল টিনো, 'কিন্তু জন্মিলে মরিতে হইবে। কে কবে অমর রবে,' সুযোগ পেয়ে আবৃত্তি ঝেড়ে দিল সে। ডিলনের মুখের ওপর থেকে কাপড় সরাল।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডিলন। রক্তাক্ত মুখ। ভয়ংকর দেখাচ্ছে। পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল গোল্ডের। সবুজ দরজা লক্ষ্য করে সত্যি দৌড় দিল ও। হড়হড় করে বমি করল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল গোল্ড। তাকে ফ্রন্ট ডেস্কে নিয়ে এল টিনো। 'আপনার নাম ধাম বলুন, স্যার। পুলিশ জানতে চাইবে।'

'এখন কিছু বলতে পারব না,' বলল গোল্ড। 'শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে। কাল এসে বলব।' সে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল।

ব্যাকরুমে মোবাইলের সুইচ অফ করলেন ব্লেক। 'নাম্বারহীন একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি লোকটার পিছু নেয়ার জন্য। ও কোথায় থাকে জানা দরকার।'

'আর বন্দুকবাজটা?' বলল টেডি, 'ওকে এমনি এমনি ছেড়ে দিলে?'

'ওর মতো লোককে যে কোনো সময় মেরে ফেলা যায়, টেডি।'

ঘরে ঢুকল ডিলন। বসল। মেকআপ বক্স থেকে ক্লিনজিং ক্রিম বের করে মুখে ঘষতে লাগল। তারপর সিঙ্কে ধুয়ে ফেলল মুখ।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে হাসল ডিলন। 'হারামজাদা ডরে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিল।'

ব্লেকের ফোন বাজল। তিনি শুনে বললেন, 'ধন্যবাদ।' ওদের দিকে তাকালেন, 'ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউরসে আমার বন্ধু শুটারকে দেখেই চিনতে পেরেছে। তার নাম নেলসন হারকার। এক নম্বর হিটম্যান। থাকে ফ্লাওয়ার স্ট্রিটে। তবে ড্রাইভারের চেহারা ভিডিওতে পরিষ্কার বোঝা যায় নি।'

'হারকারকে গ্রেফতার করবেন না?' জিজ্ঞেস করল হান্না।

'সময় হলেই করব। এখন হোটেলে চলো। তোমাদেরকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরব। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে হবে। তারপর রওনা হয়ে যাব আয়ারল্যান্ডের পথে।'

হোটেলে ফেরার পথে ব্লেকের ফোন বেজে উঠল আবার। ফোনে কথা বলা শেষ করে অফ করে দিলেন সুইচ। 'আমাদের লোক জানিয়েছে ওই লোক জর্জটাউনের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে থাকে। নাম ক্লার্ক গোল্ড। আমার সেক্রেটারি এলিস তার সম্পর্কে আমাদের কম্পিউটার ঘেঁটে কী তথ্য পেয়েছে, জানো? লোকটা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর। অত্যন্ত প্রতিভাবান এক যুবক। তার ভাইও আমেরিকান, ইসরায়েলে অভিবাসী হয়ে গিয়েছিল। হামাসের রকেট হামলায় মারা গেছে।'

তাহলে গোল্ড একজন ম্যাকাবি?' জিজ্ঞেস করল হান্না।

'নিঃসন্দেহে।'

ব্লেক হোটেলে ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন টেডিকে নিয়ে।

গোল্ড ঘরে ঢুকে প্রথমেই ব্রান্ডি পান করল। মর্গের লাশ দেখে তার আত্মা উড়ে গিয়েছিল। কেমন গা গোলানো গন্ধ। স্পেশাল মোবাইলে ফোন করল জুডাসকে।

'গোল্ড বলছি। মর্গে গিয়েছিলাম। ওর লাশ দেখে এসেছি।'

'চমৎকার,' বলল জুডাস। 'আমি তোমার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করব।'

নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে মেরি ডি ব্রিসাক, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ডেভিড ব্রাউন। পেছনে জুডাস, যথারীতি কালো মুখোশে ঢাকা মুখ। মেরি খাটে পা ঝুলিয়ে বসল।

'কী চাই?'

'একটা খবর দিতে এসেছি,' হাসছে জুডাস, 'তোমার বন্ধু ডিলন কিছুক্ষণ আগে পটল তুলেছে।'

'মিথ্যা কথা!'

'ওয়াশিংটনের মর্গে পিঠে দুটো গুলি নিয়ে লাশ হয়ে শুয়ে আছে ডিলন। সে আর ফিরছে না, কাউন্টেস।'

অট্টহাসি দিল জুডাস। চলে গেল হাসতে হাসতে। কাঁদতে লাগল মেরি। ডেভিড ব্রাউন ওর কাঁধে একটা হাত রাখল। ঝটকা মেরে হাতটা সরাল মেরি।

'চলে যাও! তুমি ওর মতোই খারাপ মানুষ!'

আয়ারল্যান্ড
লন্ডন
ফ্রান্স
পূর্ব ভূ-মধ্যসাগর

আট

টেডির অ্যাপার্টমেন্টের বাথরুমের সিঙ্কের সামনে বসে আছে ডিলন। ঘাড় এবং কাঁধে তোয়ালে পেঁচানো। এক কিনারে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে টেডি। মিলড্রেড অ্যাটকিনসন ডিলনের পেছনে, আয়নায় ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'কিছু করা যাবে, মিলড্রেড?'

'অবশ্যই করা যাবে। চমৎকার একটা মুখ,' বলল মিলড্রেড, 'আপনার চুল চমৎকার। চুলে ক্রুকাট ছাঁট দিয়ে দেব। পাসপোর্টের ছবির মতো ব্রোঞ্জ রঙ করব। আপনার চেহারাটাই বদলে যাবে। তারপর ভুরুতে হাত দেব।'

কাঁচি হাতে নিল মহিলা। শুরু করে দিল কাজ। 'তুমি ইংরেজ,' বলল ডিলন।

'হ্যাঁ। আমি পুরানো লন্ডনের কামডেনের বাসিন্দা। পাইনউড স্টুডিওতে শৈশব থেকে খেলাচ্ছলে শুরু করি এ কাজ।'

'এখানে আসার কারণ কী?'

'প্রেম, মাই ডিয়ার। এক আমেরিকান বাস্টার্ডের প্রেমে পড়েছিলাম। কিন্তু ওর নোংরা চেহারাটা যখন ধরা পড়ে গেল তখন আর দেশে ফেরার উপায় ছিল না। কারণ এখানে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিলাম আমি। তাই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। তারপর থেকে এ-ই করে আসছি।'

ডিলন হাঁ করে তাকিয়ে থাকল আয়নার দিকে। নিজেকেই চিনতে পারছে না ও। সম্পূর্ণ ভিন্ন একজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছে আয়নায়। টেডি বলল, 'তুমি একটা জিনিয়াস, মিলড্রেড। টিনটেড গ্লাসজোড়া চমৎকার ফিট করেছে।'

ব্যাগ গুছিয়ে নিল মিলড্রেড। 'গুড লাক, মি. ডিলন। চুলের রঙটা হপ্তা দুয়েকেও নষ্ট হবে না।'

'তোমার কিছু পাওনা হয়েছে,' বলল টেডি।

'রাখো তো, কাজটা করে আনন্দ পেয়েছি,' টেডির গাল চাপড়ে দিল মহিলা। হাসল ডিলনের দিকে তাকিয়ে। 'লাভলী বয়, টেডি।' চলে গেল সে।

এন্ড্রুজ এয়ার বেস-এ বিচ্ছিন্ন হলো ওরা। ফার্গুসন এবং হান্না বার্নস্টাইন ঢুকল লিয়ারে। ব্লেক, ডিলন এবং টেডি হ্যাঙারে দাঁড়িয়ে যেতে দেখল ওদেরকে।

টেডি ডিলন এবং জনসনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। 'ওয়েল, এখন থেকে সমস্ত কাজ আপনাদের।'

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ডিলন, হঠাৎ কী মনে পড়তে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল। 'মেরি ডি ব্রিসাক ওকে যে ছবিটি এঁকে দিয়েছিল সেটা বের করে ভাঁজ খুলল।

'প্রেসিডেন্টের মেয়ে আমাকে এ ছবিটি এঁকে দিয়েছে। জুডাস রুপোর যে লাইটার ব্যবহার করে তার গায়ে খোদাই করা ক্রেস্টের ছবি এটা।'

'আর্মি ডিভিশনাল ফ্ল্যাশ মনে হচ্ছে,' বললেন ব্লেক।

'হ্যাঁ। জুডাস ইয়োম কিপ্পুর ওয়ার-এ অংশ নিয়েছিল। এটা নিশ্চয় ইসরায়েলি। থাবাঅলা দাঁড়কাক। এটা একবার পরীক্ষা করে দেখবেন, টেডি। ইসরায়েলি বাহিনীর তালিকায় এ জিনিসের খোঁজ মিলতে পারে।'

হাসল টেডি। 'পাবলিক লাইব্রেরিতে খোঁজ নেব।'

এয়ারলাইনের নেভি-ব্লু ইউনিফর্ম পরা বৃহদায়তনের এক কৃষ্ণাঙ্গ এগিয়ে এল ছাতা হাতে। 'সার্জেন্ট পল কার্সি, জেন্টলমেন, আমি আপনাদের ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট। পাইলটদের সঙ্গে আশা করি আপনাদের আগেই পরিচয় হয়েছে, মি. জনসন।'

'হ্যাঁ।'

হাত বাড়িয়ে দিল ডিলন, 'কিওফ—মার্টিন কিওফ।' ইচ্ছে করেই আসল নামটা বলল না। কারণ অফিশিয়ালি ও তো মৃত।

'আ, প্লেজার। এই পথে, ভদ্রমহোদয়গণ।'

ওদের মাথার ওপর ছাতা ধরল কার্সি। এগোল প্লেনের সিঁড়ির দিকে। ওখানে অপেক্ষা করছে পাইলটরা। জনসন ওদেরকে এমনভাবে সম্বোধন করলেন যেন তারা তাঁর জিগরী দোস্ত। পরিচয়ও করিয়ে দিলেন।

'ক্যাপ্টেন টম ভারনন এবং লেফটেনেন্ট স্যাম গন্ট। আর ইনি মার্টিন কিওফ।'

'নাইস টু মিট ইউ,' বলল ভারনন। 'আমরা সিভিলিয়ান ইউনিফর্ম পরি। এ প্লেনে ক্রুর সংখ্যা চার। তবে তিনজনে মিলেই কাজ চালিয়ে নিতে পারি। গালফস্ট্রিম ফাইভ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাইভেট কমার্শিয়াল এয়ার প্লেন। আমাদের প্লেন ঘণ্টায় ছশো মাইল বেগে ছুটতে সক্ষম।'

'আয়ারল্যান্ডে যেতে সমস্যা হবে না আশা করি।'

'আজ রাতের আবহাওয়া ভালো। ছয় ঘণ্টায় পৌঁছে যাব ডাবলিন।'

'তাহলে চলুন,' বললেন জনসন। 'আফটার ইউ, জেন্টলমেন,' পাইলটদ্বয় সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, তাদেরকে অনুসরণ করলেন তিনি।

নিজের ফ্লাটে ফিরেছে টেডি গ্রান্ট। অস্থির লাগছে। সুস্থিরভাবে একদণ্ড বসতে পারছে না কোথাও। এমন বিপদ অথচ সে কিছুই করতে পারছে না, এ ভাবনাটা তাকে হতাশ করে তুলছে। ঘড়ি দেখল। ন'টা বাজে। হঠাৎ মনে পড়ল ডিলনের স্কেচের কথা। জর্জটাউনের কিছু বইয়ের দোকান রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে। সে বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

টেডির সেডান অটোমেটিক, বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে তার একটি হাত

নেই বলে। জর্জটাউনের ট্রাফিকের ভিড়েও দক্ষ হাতে গাড়ি চালাল সে। রাস্তার একপাশে দাঁড় করাল বাহন। গ্লাভ কমপার্টমেন্ট খুলে একটা ফোল্ডিং ছাতা বের করল। খাটো ব্যারেলের একটি কোল্ট রিভলভারও আছে ওখানে। অস্ত্রটি পরীক্ষা করে রেইনকোটের পকেটে চালান করে দিল টেডি। আজকাল ঘনঘন ছিনতাই হচ্ছে। কাজেই সাবধানের মার নেই।

ছাতার অটোমেটিক বাটনে চাপ দিতেই মাথার ওপর সড়াৎ করে মেলে গেল ওটা। দোকান বন্ধ হতে এখনো চল্লিশ মিনিট বাকি।

একটি বইয়ের দোকানের মিলিটারি সেকশনে চলে এল টেডি। এখানে শুধু সামরিক বিষয়ের ওপর লেখা বই। বেশিরভাগ বই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নাৎসী এবং এসএস-এর ওপরে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ওপরে কোনো বই নেই। বেরিয়ে আসছে, একটি বুক স্ট্যান্ডের সামনে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। ইহুদি ধর্মের ইতিহাসের ওপর নতুন একটি বই রাখা হয়েছে ডিসপ্লেতে। বইটির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে চলে এল টেডি।

টেডি খৃস্টান তবে তার দাদী ছিলেন ইহুদি। তিনি ইহুদি বলে খুব গর্ব করতেন। মারা গেছেন দাদী। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি একদম পছন্দ নয় টেডির। ধর্ম তার কাছে বিশেষ অর্থও বহন করে না। ইহুদিদেরকে সে অপছন্দ করে না। কিন্তু তার রাগ লাগে জুডাসের মতো লোক ধর্মটার অপব্যবহার করছে বলে।

আরও তিনটি দোকানে ঢুঁ দিল টেডি। তিন নম্বর দোকানে সহায়তা করল ভাগ্য। ছোট দোকানটি বন্ধ করতে যাচ্ছিল অশীতিপর বৃদ্ধ মালিক। টেডি বলল, 'আমি আপনার দেরি করাব না, আমি ইসরায়েলি আর্মি ইউনিটের ওপর হ্যান্ডবুক খুঁজছি। আপনার কাছে আছে এরকম কোনো বই?'

'এক মিনিট,' বলল বুড়ো। ঢুকল দোকানের ভেতরে। ফিরে এল ছোট একটি পেপারব্যাক হাতে। 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্মি নিয়ে একটা সিরিজ করেছে এরা। আমার কাছে শুধু রাশান আর ইসরায়েলি আর্মির সিরিজ আছে। আমাকে আবার অর্ডার দিতে হবে।'

'কত দাম?' জানতে চাইল টেডি।

'পনেরো ডলার।'

টেডি টাকাটা দিল বুড়োকে। 'ব্যাগ লাগবে না। আর সাহায্য করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

বৃষ্টিতে ভিজে গাড়িতে ফিরল টেডি। উল্লসিত। গাড়িতে ঢুকে ইন্টেরিয়র লাইট জ্বেলে দিল। খুলল বই। বিভিন্ন ইসরায়েলি ইউনিটের ব্যাজের বারো পাতা রঙিন ছবি আছে। কিন্তু দাঁড়কাকের ছবিঅলা কিছু পাওয়া গেল না। বইটি বন্ধ করল টেডি।

হতাশ হয়ে বসে থাকল টেডি। রাগও লাগছে। একটা সিগারেট ধরাল। সারাদিনের ঘটনা নিয়ে ভাবছে। ডিলনকে ওরা হত্যার চেষ্টা করেছে। মার্ক গোল্ডকে কিছু বলা হয়নি। সে ঠিক আছে। কিন্তু হারকারের মতো জানোয়ার, যে স্রেফ টাকার

জন্য মানুষ হত্যা করে তাকে ছেড়ে দেয়া কি ঠিক হলো? টেডির মতে ঠিক হয়নি।

টেডি গ্লাভ কমপার্টমেন্ট খুলল। কোল্টের মুখে পেঁচাল সাইলেন্সার। রেখে দিল পকেটে। ব্লেক কী যেন বলেছিল? হারকারের মতো মানুষকে যে কোনো সময় মেরে ফেলা যায়। কঠিন হাসি ফুটল টেডির মুখে। গাড়ি ছেড়ে দিল।

ফ্লাওয়ার স্ট্রিটে মাতাল হয়ে ফিরল নেলসন হারকার। ঝুম বৃষ্টিতে ভিজে একসা। পকেট ভর্তি টাকা। দুজন পতিতাকে নিয়ে মৌজ করেছে সে। অমসৃণ পেভমেন্ট ধরে টলতে টলতে হাঁটছে হারকার।

'এক্সকিউজ মি।'

ঘুরল হারকার। বর্ষাতি পরা ছোটখাট একটি লোক। লোকটার একটি হাত নেই। বগলে ছাতা। হারকার কুতকুতে চোখ মেলে দেখল তাকে, 'কী চাই, বেঁটে বাঁটুল?'

টেডির হাত রেইনকোটের পকেটে, কোল্টের বাটে। ইচ্ছে করছে ট্রিগার টেনে খতম করে দেয় হারামজাদাকে। কিন্তু পারল না। নৈতিকতার প্রশ্ন নয়, ভিয়েতনামে সে অনেক ক্ষুদ্র কারণেও মানুষ হত্যা করেছে। কিন্তু এ লোকটাকে খুন করার পরে টেডি যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়, প্রেসিডেন্ট খুবই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যাবেন। টেডি তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চায় না।

গভীর দম নিল টেডি। 'আমি আসলে সেন্ট্রালে যাবার রাস্তাটা খুঁজছি।'

'জাহান্নামে যাও তুমি,' বলল হারকার। তারপর আবার টলতে টলতে এগোল।

টেডি ফিরে এল গাড়িতে। চালু করল ইঞ্জিন। মাইলখানেক যাবার পরে নদীর ধারে চলে এল। গাড়ি থামাল। তারপর কোল্টটি ছুঁড়ে ফেলে দিল কালো পানিতে। অস্ত্রটা রেজিস্টার করা হয়নি, কেউ ওটা খুঁজেও পেত না। তবে ওটা এখন সারাজীবন নদীর তলে, কাদার মধ্যে শুয়ে থাকবে। চরম গর্দভের মতো যে কাজটা করতে যাচ্ছিল টেডি, তার স্মৃতি হয়ে রইবে।

'গর্দভ,' নিজেকেই নিজে শোনাল টেডি, 'তুমি কী নিয়ে খেলছিলে, অ্যাঁ?' সে গাড়িতে উঠে বসল। ফিরতি পথ ধরল।

গালফস্ট্রিমে আরাম-আয়েশের অভাব নেই কোনো। ভেতরটা আশ্চর্য সুনসান। বড় বড় ক্লাব চেয়ার আছে ঘুমানোর জন্য। একদিকে একটি সেটি, ম্যাপল কাঠের টেবিলও রয়েছে। ডিলন গ্যালি এবং ক্রুদের রেস্ট কোয়ার্টার্স এক পাক ঘুরে এসেছে। ওখানে শাওয়ারও আছে।

'এটা হলো বিশ্বের সেরা কমার্শিয়াল এয়ারলাইনার,' জনসন বললেন ডিলনকে। 'টেকঅফ করার জন্য অন্য বিমানের চেয়ে এর অর্ধেক রানওয়ে হলেও চলে। এ প্লেনে স্যাটেলাইট কমুনিকেশন সিস্টেমও আছে।'

'ওটা আমার কাজে লাগবে,' বলল ডিলন।

স্পিকারে ভেসে এল ক্যাপ্টেন ভারননের কণ্ঠ, 'আমরা এ মুহূর্তে মাটি থেকে

পঞ্চাশ হাজার ফুট উচ্চতায় আছি। আবহাওয়া চমৎকার। আয়ারল্যান্ড পাঁচঘণ্টার রাস্তা।'

কার্সি কফি নিয়ে এল। ডিলনের জন্য চা। 'যখন যা লাগবে শুধু আওয়াজ দেবেন।' বলল কার্সি। 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পরিবেশন করা হবে ডিনার।'

'বুসমিলস হুইস্কি থাকলে বেশ হতো,' বলল ডিলন। 'অবশ্য আপনাদের যদি থেকে থাকে।'

'মি. ডিলন, আমাদের কাছে সবরকম হুইস্কি আছে,' বুসমিলসের বোতল নিয়ে ফিরে এল কার্সি। 'চলবে, স্যার?'

'দৌড়াবে,' বলল ডিলন।

গ্যালির দরজা বন্ধ করে চলে গেল কার্সি। ব্লেক বললেন, 'তুমি ফোন করবে?'

'হ্যাঁ। আমার পুরানো বন্ধু লিয়াম ডেভলিনকে। IRA-এর জীবন্ত কিংবদন্তী।'

ঘড়ি দেখলেন ব্লেক। 'কিন্তু আয়ারল্যান্ডে তো এখন রাত আড়াইটা।'

'তাতে কী?' বলল ডিলন, 'ওকে আমি ঘুম থেকে তুলব।'

ডাবলিনের বাইরে, কিলরিয়া গ্রামে, নিজের কটেজে ফোনের কর্কশ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল লিয়াম ডেভলিনের। একটা গালি দিয়ে বাতি জ্বালল সে, তুলল ফোন, বেডসাইড ঘড়িতে সময় দেখে নিল একঝলক।

'জেসাস, মেরি এবং জোসেফের দিব্যি দিয়ে বলছি, তুমি জানো এখন ক'টা বাজে? আর তুমি কে হে?'

'চুপ করো, বুড়ো। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি শন—শন ডিলন।'

ডেভলিন বলল, 'ইউ ইয়াং ডেভিল। কোত্থেকে ফোন করছ?'

'গালফস্ট্রিমের বিমানে আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছি, লিয়াম। আমার সঙ্গে এক বন্ধু আছে। তোমাকে আমাদের দরকার।'

'IRA-এর কোনো ব্যাপারে?' জানতে চাইল ডেভলিন।

'ডারমট রিলের ব্যাপারে।'

'সে তো ওয়ান্ডসওয়ার্থে পনেরো বছরের জন্য জেলের ঘানি টানছে।'

'সে এখন জেলে নেই। ফার্গুসনের হয়ে একটা কাজ করছিল। বর্তমানে লাপাত্তা। ওকে এখন সাংঘাতিক দরকার।'

'টুলামোরে ওর কাজিন ব্রিজিট ও'ম্যালের কাছে রিলে যেতে পারে। ব্ল্যাকওয়াটার নদীর কাছে ওর কাজিনের খামার।'

'যেতে পারে আবার নাও যেতে পারে। তোমার সঙ্গে সাড়ে ন'টায় কিলরিয়ায় দেখা করব। রিলে টমাস ও'ম্যালে নামটি ব্যবহার করছে।'

'বেশ। এখন কি একটু ঘুমাতে দেবে?' বলল ডেভলিন।

'অবশ্যই।' ফোন রেখে দিল ডিলন।

কিন্তু ঘুমাল না ডেভলিন। বসে বসে ভাবছে। ডিলন যখন বলেছে নিশ্চয়

ব্যাপারটি খুব সিরিয়াস। এ জন্যই বিষয়টি উত্তেজিত করে তুলল ডেভলিনকে। একটা সিগারেট ধরাল সে। ডাক্তার তাকে নিয়ম মেনে চলতে বলেছে। কিন্তু এই বয়সে নিয়ম মেনে চললেই বা কী আর না চললেই বা কী? বিছানা ছাড়ল ডেভলিন। একটি রোব চড়াল গায়ে। ঢুকল কিচেনে। কেটলি চড়িয়ে তুলে নিল ফোন। ডায়াল করল একটি নাম্বারে।

'মাইকেল নাকি?' জিজ্ঞেস করল সে, 'লিয়াম ডেভলিন বলছি।'

'জেসাস, লিয়াম, ঘুমাওনি!'

'তুমিও তো জেগে আছ।'

'আমি তো উপন্যাস লিখছি। আর রাত জেগে লিখতেই ভালো লাগে আমার।'

'জানি। এও জানি তুমি বেশিরভাগ সকালে আইরিশ হুশার-এ যাও নাস্তা করতে।'

'ঠিক।'

'আমি আসছি ওখানে। তোমার মস্তিষ্ক একটু ঝালাই করতে হবে।'

'বুঝতে পারছি কী বলতে চাইছ। ঠিক আছে, এসো।'

ফোন রেখে দিল ডেভলিন, কেটলির সুইচ অফ করল। এক কাপ চা বানাল। মৃদু স্বরে শিস বাজাচ্ছে।

গালফস্ট্রিমে লেমন সোলের ফিলে, আলু এবং সালাদ যোগে চমৎকার ডিনার সারল ওরা। তারপর পরিবেশন করা হলো ইটালিয়ান আইসক্রিম। সেই সঙ্গে ওরা সাবাড় করল এক বোতল চ্যাবলিস।

কফি পান করতে করতে ব্লেক বললেন, 'ডেভলিন সম্পর্কে অনেক অবিশ্বাস্য গল্প শুনেছি। সব সত্যি নাকি?'

'সম্ভবত। সে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করেছে। সে একজন পণ্ডিত এবং কবি এবং IRA-এর ভয়ংকরতম বন্দুকবাজ। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় সে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাকে ইটালিয়ানরা ধরে নিয়ে বার্লিনে, নাজীদের হাতে তুলে দেয়।'

'সে কি ওদের সঙ্গে কাজ করেছে?'

'ডেভলিন ফ্যাসিস্ট নয়। তবে IRA ওই সময় হিটলারের সঙ্গে দরকষাকষি করছিল। তারা ভেবেছিল ইংল্যান্ড যুদ্ধে হেরে গেলে আয়ারল্যান্ডের জন্য তা ভালো হবে।'

'শোনা যায়, জার্মানরা নাকি ডেভলিনকে মিডলম্যান হিসেবে নিয়ে চার্চিলকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল?'

'১৯৪৩ সালে নরফোকে এরকম একটি চেষ্টা চালিয়েছিল জার্মান প্যারাট্রুপারদের ক্রাক ফোর্স। ডেভলিন সেখানে ছিল। তবে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায় ডেভলিন।'

'কিন্তু তুমি বললে ডেভলিন অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট।'

'ওরা তাকে প্রচুর অর্থ দিয়েছিল—তার প্রতিষ্ঠানের জন্য। ডেভলিন একবার বলেছিল তাকে পর্যাপ্ত অর্থ দেয়া হলে সে হিটলারকে অপহরণ করতে পারবে। সে হিটলারসহ তাঁর হোমড়াচোমড়াদের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে চিনত। এদের মধ্যে ছিলেন হিমলার। এসএসরা হিটলারকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ডেভলিন সে ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়।'

'গুড গড!' বললেন ব্লেক।

'হিটলার এ জন্য ডেভলিনকে আয়রন ক্রস ফার্স্ট ক্লাশ পদবিতে ভূষিত করেন। ডেভলিনের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বে।'

'তোমার সঙ্গে তার পরিচয় IRA-এ যোগ দেয়ার সময়?'

'হ্যাঁ। ডেভলিন আমাকে সবকিছু হাতে ধরে শিখিয়েছে। সে একসময় ব্রিটিশ আর্মির মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে ছিল।'

'অদ্ভুত একটা মানুষ।'

'একজন গ্রেটম্যান।'

মাথা দোলালেন ব্লেক। 'তোমার ফলস পাসপোর্ট মার্টিন কিওফ নামে। এর কোনো বিশেষত্ব আছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডিলন। 'ছদ্মবেশ ধারণের প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে এ নামটা ব্যবহার করি আমি।'

ব্লেক জিজ্ঞেস করলেন, 'ডেভলিন কি রিলেকে খুঁজে বের করতে পারবে?'

'পারলে ও-ই পারবে। রিলেকে একবার পেলে হলো, সোজা লন্ডন নিয়ে যাব ভুয়া আইনজীবীটার পরিচয় সনাক্ত করার জন্য। চেহারাটা চেনা গেলে পরিচয় বের করে ফেলতে বেশি সময় লাগবে না।'

'তোমাকে খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে।'

'আমি আত্মবিশ্বাসী। ভুয়া আইনজীবী জুডাসের কাছে পৌঁছার একটা ধাপ হতে পারে। আর মেরিকে জুডাস কোথায় বন্দী করে রেখেছে জানতে পারলেও নেভি কিংবা কোনো স্পেশাল ফোর্সকে খবর দেয়া যাবে না। ব্যাপারটা টের পাওয়া মাত্র মেয়েটিকে মেরে ফেলবে জুডাস।'

'তুমি একা ওখানে যাবে?'

'আমার ব্যাক-আপ লাগবে,' বলল ডিলন।

'কিন্তু একা ওর বিরুদ্ধে কী করবে?' মাথা নাড়লেন ব্লেক। 'এতো স্রেফ পাগলামী।'

'জুডাসের সঙ্গে পাঁচজন ম্যাকাবি আছে,' বলল ডিলন। 'কোনো চাকর-বাকর নেই। চাকর না রাখার কারণও আছে। কাজেই জুডাসসহ ধরলে মোট ছয়জন আছে ওখানে।'

'এবং তুমি একা ওদের বিরুদ্ধে লড়তে চাইছ?'

'কেন নয়? গ্রিম ভাইদের রূপকথায় দর্জির গল্পটা পড়েন নি? সে এক ঘুসিতে পাঁচজনকে ফেলে দিত। আমি ফেলব দুজনকে।' একটু বিরতি দিল ডিলন। তারপর

যোগ করল, 'মেরি ডি ব্রিসাক আমাকে বলেছে জেনারেল ডি ব্রিসাক এক উড়ো চিঠিতে জানতে পারেন তার স্ত্রী এক আমেরিকান অফিসারের সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন। তিনি জানতেন না আমেরিকান অফিসারটি জেক কাজালেট।'

'তেমনটাই তো শুনেছি।'

'কাজেই মেরি, তার মা এবং প্রেসিডেন্টই গোপন ব্যাপারটা জানতেন।'

'তুমি টেডি গ্রান্টের কথা ভুলে যাচ্ছ।'

'ঠিক আছে। কিন্তু কাউন্টেস মারা যাবার পরে মাত্র ওরা তিনজন জানতেন ব্যাপারটা। জুডাস কী করে জানল?'

'ঈশ্বর জানেন।' বললেন ব্লেক।

ডিলন মাথার ওপরের বাতি নিভিয়ে দিল। বলল, 'আমি এখন ঘুমাব।' সিটে হেলান দিল সে।

লিফি নদীর জেটির পাশে গাড়ি দাঁড় করাল ডেভলিন। হেঁটে এগোল আইরিশ হুসার নামে পাবটির দিকে। পুরানো আদলে গড়া এ পাবে বুথ আছে। পেছনে আয়নাসহ রয়েছে মেহগনি বার। তাকে সার বাঁধা মদের বোতল। এখানে মূলত রিপাবলিকান এবং সিন ফেন সমর্থকরা আড্ডা দিতে এলেও এত সকালে প্রধানত বিভিন্ন পেশার মানুষ ভরপেট নাস্তা খেতে এখানে ভিড় জমিয়েছে। বুথের শেষ মাথায় মাইকেল লিয়ারিকে দেখতে পেল ডেভলিন। সবে শুরু করেছে খাওয়া।

'লিয়াম, ইউ ওল্ড ডগ,' বলল লিয়ারি।

'সেইম টু ইউ,' বলল ডেভলিন।

ডেভলিনের পরিচিত এক ওয়েট্রেস মুখ ভরা হাসি নিয়ে হাজির হয়ে গেল টেবিলে। 'আপনাদের জন্য কী আনব, মি. ডেভলিন?'

'আগের মতোই প্রচুর পরিমাণে ব্রেকফাস্ট টি।' ডেভলিন ফিরল লিয়ারির দিকে। 'কাজকর্ম কেমন চলছে, মাইকেল?'

'আমার ওই থ্রিলারটা বিমানবন্দরগুলোতে ভালোই বিক্রি হচ্ছে। গত বারো মাসে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড পেয়েছি। আরো পাবো।'

'এখনো রাত জেগে লিখছ?'

'পায়ে খুব ব্যথা। ঘুম আসে না। রাত না জেগে কী করব?' পায়ে একটা ঘুসি বসাল লিয়ারি।

লিয়ারি প্রভিশনাল IRA-এর একজন সক্রিয় সদস্য ছিল। কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে। সে সীমান্ত এলাকায় বোমা বিস্ফোরণে একটি পা হারিয়েছে। তার দুই সঙ্গী ওই বিস্ফোরণে মারা যায়। জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে যাবার কারণে ব্রিটিশ কারাগারে তাকে ঢুকতে হয়নি বটে তবে আন্দোলনের ক্যারিয়ার তার ওখানেই শেষ হয়ে গেছে।

তরুণী ডেভলিনের প্রাতরাশ এবং একপট চা দিয়ে গেল। নাস্তার ওপর হামলে পড়ল ডেভলিন।

'তুমি কেন এসেছ, লিয়াম?' জিজ্ঞেস করল লিয়ারি।

'পনেরো বছর আগে, আমার বয়স তখন ষাট, কাউন্টি ডাউনে তোমার জীবন বাঁচিয়েছিলাম আমি। RUC-এর গুলি খেয়েছিলে কাঁধে। আমি তোমাকে সীমান্ত পার করে দিই।'

'মনে আছে আমার,' বলল লিয়ারি। 'কিন্তু ষাট নয়, তখন তোমার বয়স ছিল সত্তর।'

'আসল বয়সটাকে মনে করিয়ে দেয়ার দরকার কী? যাকগে, আমার কাছে তোমার একটা ঋণ হয়ে গেছে, ঋণটা এখন পরিশোধ করো।'

বিরতি দিল লিয়ারি, সামান্য কুঁচকে গেল ভুরু। তারপর আবার মন দিল খাওয়ায়। 'বলতে থাকো।'

'আমরা দুজনেই জানি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এখনো তোমার ভালো যোগাযোগ আছে। শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হবার আগ পর্যন্ত তুমি ডাবলিনে ইন্টেলিজেন্স সেকশনের চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব পালন করেছ।'

প্লেট ঠেলে সরিয়ে দিল লিয়ারি। কম বয়েসি মেয়েটি এসে ওটা তুলে নিয়ে গেল। 'বিষয়টি কি IRA সংক্রান্ত, লিয়াম?'

'ইনডাইরেক্টলি। আমার এক বন্ধুর উপকার করতে হবে।'

'বলে যাও,' পাউচ থেকে তামাক নিয়ে পাইপ ধরাল লিয়ারি।

'মাটিতে তোমার এখনো কান আছে। তুমি কি জান, ডারমট রিলে দেশে ফিরেছে কিনা? সে ওয়ান্ডসওয়ার্থ কারাগারে পনেরো বছরের সাজা খাটছিল। শুনেছি ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে বর্তমানে টমাস ও'ম্যালে নামে আইরিশ পাসপোর্ট বহন করছে।'

'কে দেখেছে তাকে?'

'আমার এক বন্ধু। তবে তার কথা বলা যাবে না।'

'হ্যাঁ, ডারমট রিলে দেশে ফিরেছে। তিনদিন আগে ডাবলিন এয়ারপোর্টে তাকে দেখা গেছে। টমাস ও'ম্যালের নামটি বহন করছে সে। এয়ারপোর্টের এক সিকিউরিটির লোক চিনে ফেলে তাকে। সে আমাদেরই লোক। তারপর চিফ অব স্টাফকে বিষয়টি জানিয়ে দেয়।'

'রিলে কী করল?'

'সে লন্ডনে একটা ফোন করেছে। তারপর বেল এবং ব্যারি নামে দুজন এনফোর্সারকে ব্রিজিট ও'ম্যালের খামারে পাঠিয়ে দেয়। এটা গতকালের ঘটনা। কিন্তু ব্রিজিট জানিয়েছে তার ভাতিজা তার খামারবাড়িতে যায় নি। কাজিনের ধারণা রিলে এখনো কারাগারেই আছে। এনফোর্সাররা ফিরে আসে।'

'মহিলার গায়ে জ্বলন্ত সিগারেট ঠেলে ধরলেই সত্য কথা বেরিয়ে আসত।'

'তোমার ধারণা লিয়াম ওখানেই আছে?'

'অথবা আশপাশে। এছাড়া আর কোথায় যাবে?'

'রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। সর্বত্র আমাদের বন্ধুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এমনকি

ওয়ান্ডসওয়ার্থ প্রিজনেও। রিলেকে ব্রিগেডিয়ার চার্লস ফার্গুসন ক'দিন আগে একটি ওয়ারেন্ট সই করে দিয়েছিলেন।'

'এ কথাও জেনে ফেলেছ?' সিগারেট ধরাল ডেভলিন।

'আমরা এও জানি, আজকাল তার ডান হাত কে—শন ডিলন। সেই কি তোমার বন্ধু, লিয়াম?'

হাসল ডেভলিন। 'এরকম বেপরোয়া লোকের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

' ঝেড়ে কাশো, লিয়াম। তুমি ওকে সব শিখিয়েছ। প্রায়ই বলতে সে তোমার অন্ধকার দিক।'

সিধে হলো ডেভলিন। 'নাস্তাটা ভালোই লাগল। তোমার সঙ্গে কথা বলেও। ডারমট রিলের কোনো খবর পেলে জানিয়ো।'

চলে গেল সে।

লিয়ারি ভাবছিল ফার্গুসন রিলেকে কারাগার থেকে বের করে আনলেন কেন? নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণ আছে। রিলে ফলস পাসপোর্ট নিয়ে আয়ারল্যান্ডে এসেছে কেন? ফার্গুসনের জন্য কাজ করতে?

কারণ যাই হোক, এর সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা জড়িত, সিদ্ধান্তে এল লিয়ারি। সে পাব ছাড়ল। দ্রুত পা চালাল নিজের গাড়ির দিকে।

শহরতলীর ছোট একটি বাড়িতে বাস করে চিফ অব স্টাফ। চিফের স্ত্রী চা দিয়ে গেছেন। কোলে বসা বেড়ালটাকে আদর করতে করতে লিয়ারির কথা শুনলেন চিফ অব স্টাফ।

লিয়ারির কথা শেষ হলে বললেন, 'বেল এবং বেরিকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

'আর লিয়াম?'

'ওকে আমি খুব পছন্দ করি। তবে বুড়ো কোনো ভজকট করার চেষ্টা করলে খবর আছে। বিশেষ করে ডিলনকে নিয়ে। বেল এবং বেরিই ওদের দুজনকে টিট করার জন্য যথেষ্ট।'

কিলরিয়ার ডেভলিনের বাড়ি কনভেন্টের পাশে। ফুলের বাগানে রঙের ফোয়ারা ছুটেছে। ডেভলিনের বাড়িটি গথিক স্টাইলে তৈরি। ডাবলিন এয়ারপোর্ট থেকে ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে সকাল সাড়ে ন'টায় ডেভলিনের বাড়ি পৌঁছে গেল ডিলন ও জনসন।

'সুন্দর বাড়ি,' মন্তব্য করলেন জনসন।

'ও বাগান খুব পছন্দ করে,' বলল ডিলন, বাজাল বেল।

খুলে গেল দরজা। দোরগোড়ায় উদয় হলো কালো সুয়েটার এবং স্ল্যাক্স পরা ডেভলিন। 'ইউ ইয়ং বাস্টার্ড,' চেঁচিয়ে উঠল সে। জড়িয়ে ধরল ডিলনকে, পিষতে লাগল বুকের সঙ্গে। ওকে ছেড়ে দিয়ে হাসল ব্লেকের দিকে তাকিয়ে।

'ইনি কে?'

'ওয়াশিংটনের এক বন্ধু, ব্লেক জনসন।'

'আপনাকে আমি চিনি, মি. জনসন। আপনি একজন পুলিশম্যান। কিচেনে চলুন। কিছুক্ষণ আগে নাস্তা সেরেছি। আপনাদের কফি খাওয়াব,' বিরতি দিল সে। 'আপনি এখন কোথায় আছেন?'

জনসন তাকাল ডিলনের দিকে, 'উনি এখন প্রেসিডেন্টের জন্য কাজ করেন।'

'তাহলে তো বিশাল দায়িত্বে আছেন,' হাসল ডেভলিন, 'বসুন। ঘটনা বলুন।'

ঘটনা বলল ডিলন। ব্লেক জনসন মাঝেমধ্যে দু-একটা পয়েন্ট ধরিয়ে দিলেন। কথা শেষ হবার পরে ডেভলিন মন্তব্য করল, 'ভালো খবর নয়। মোটেই ভালো খবর নয়। এখন বুঝতে পারছি কেন রিলেকে আপনাদের দরকার।'

'আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন, মি. ডেভলিন?'

'লিয়াম, বলুন শুধু। আমি আসলে কাজ শুরু করেও দিয়েছি।' লিয়ারির সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলল ডেভলিন।

ডিলন বলল, 'তাহলে মেল এবং বেরি আছে এখনো?'

'কারা এরা?' জিজ্ঞেস করলেন জনসন।

'খুব খারাপ মানুষ।' ডিলন পকেট থেকে ওয়ালথার বের করে চেক করল।

'আপনার কাছে জিনিস আছে তো?' জিজ্ঞেস করল ব্লেককে।

'অবশ্যই। আমার বেরেটা। এটার প্রয়োজন হবে?'

'হতে পারে। লিয়ারি চিফ অব স্টাফকে সব বলে দেবে। সে ওদেরকে আবার ব্রিজিট ও'ম্যালের বাড়িতে পাঠাবে।' তাকাল ডেভলিনের দিকে, 'আমরা এখন উঠব।'

'আমাকে ছাড়া নয়,' ডেভলিন হাসল ব্লেকের দিকে তাকিয়ে। 'ব্রিজিটের খামারবাড়ি চমৎকার একটি জায়গায়। ওখানে একবার বেরিয়ে আসার লোভ কী করে সামলাই?'

ওই সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফার্গুসনের অফিস থেকে ওয়ান্ডসওয়ার্থের সিকিউরিটিকে ফোন করছিল হান্না বার্নস্টাইন। সে এক চিফ অফিসারের সঙ্গে কথা বলে রেখে দিল ফোন।

'সার্ভিলেন্স টেপের দায়িত্বে আছে এরকম একজনের সঙ্গে এইমাত্র কথা বললাম, ব্রিগেডিয়ার। ওরা টেপ পরীক্ষা করে দেখছে বলল। জানিয়েছি আমি সরাসরি ওখানে আসব।'

'আমার গাড়ি এবং ড্রাইভার নিয়ে যাও,' বললেন ফার্গুসন।

'আমি একটা কথা ভাবছি। জুডাস মুখে যাই বলুক, সব জায়গায় তার লোক

নেই। যদি তা-ই থাকত তাহলে ডিলনের বাড়িতে তার কথা শোনার জন্য ডিরেকশনাল মাইক্রোফোন দিয়ে আড়ি পাতার দরকার হতো না।'

'আমারও তা-ই ধারণা, চিফ ইন্সপেক্টর।'

'MI5 এবং SIS-এর কম্পিউটার সেকশনে ম্যাকাবি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি আমার কম্পিউটারে ডিপার্টমেন্টের প্রতিটি সদস্যর সিডি চেক করে দেখব।'

'যারা ইহুদি শুধু তাদেরটাই?'

'জি,' বলে হাসল হান্না। সিধে হলো, 'গেলাম, স্যার। পরে দেখা হবে।' চলে গেল সে।

'আর কতদূর?' ব্লেক জনসন জিজ্ঞেস করলেন ডেভলিনকে।

'আমরা ত্রিশ মাইলের মতো রাস্তা পার হয়ে এসেছি। আরো একশো। একশো কুড়ি মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে।'

ডিলন বলল, 'আমি ফার্গুসনকে ফোন করছি। খোঁজ নিয়ে দেখি ওখানকার অবস্থা কীরকম।'

মোবাইলের কোডেক্স বোতাম টিপল ডিলন। ফার্গুসনকে বলল, 'আমি, মার্টিন কিওফ।'

'ছদ্মনাম বলতে হবে না,' বললেন ফার্গুসন, 'তোমরা কোথায়?'

'ডাবলিন থেকে কার্লো চলে এসেছি, এরপরের গন্তব্য ওয়াটারফোর্ড।'

'ব্রিজিট ও'ম্যালের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। ডেভলিন এক IRA সোর্সের কাছ থেকে জেনেছে রিলেকে তিনদিন আগে ও'ম্যালের পাসপোর্ট নিয়ে ডাবলিন এয়ারপোর্টে দেখা গেছে। IRA-এর চিফ অব স্টাফ টুলামোর-এ তার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিল। রিলেকে পায়নি।'

'আচ্ছা।'

'ডেভলন ওর কন্টাক্টের সঙ্গে কথা বলে বেশ একটা সাড়া ফেলে দিয়েছে। আমাদের ধারণা চিফ অব স্টাফ তার গুণ্ডাবাহিনীকে আবার পাঠাবে ওখানে। ওরা সম্ভবত আগেই রওনা হয়ে গেছে।'

'সাবধানে থেকো,' বললেন ফার্গুসন। 'জনসনের দিকে খেয়াল রেখো, ওর কিছু হলে ওটা আন্তর্জাতিক হাউকাউয়ে পরিণত হবে।'

'থ্যাংকস ভেরি মাচ,' মোবাইলের সুইচ অফ করে দিল ডিলন। হেলান দিল আসনে, অসহায় একটা হাসি ফুটেছে মুখে।

নয়

টুলামোরের খামারবাড়ি। এইমাত্র গরুর দুধ দোয়ানো শেষ করল ডারমট রিলে। দুধের ড্রাম নিয়ে এগোল ট্রাক্টরের দিকে, ট্রেইলারে তুলল পাত্র, তারপর বেরিয়ে এল গোলাঘর থেকে। সিকি মাইল রাস্তা পাড়ি দিল। দুধের ড্রাম রেখে দিল গেটের ধারে, প্লাটফর্মে। গাঁ'র দুগ্ধখামার থেকে ট্রাক আসবে। নিয়ে যাবে ড্রাম।

ট্রাক্টর গাড়ি নিয়ে গোলাঘরে ফিরে এল রিলে। পার্ক করল ভেতরে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। তার মাথার ওপরে যেন ঝুঁকে আছে নকমিলডাউন পর্বতমালা। রিলের মাথায় ক্যাপ, পরনে পুরানো ডাঙ্কি জ্যাকেট, পায়ে ওয়েলিংটন বুট। এখানে সে খুব ভালো আছে। এত সুখি আগে কখনো মনে হয়নি নিজেকে। অ্যালসেশিয়ান কুকুর কার্লে খড়ের একটা স্তূপে শুয়ে রিলের দিকে তাকিয়ে আছে জিভ বের করে।

'এটাই জীবন, তাই নারে, কুত্তো?' বলল রিলে।

কেউকেউ করল কুকুর। ব্রিজিটের গলা ভেসে এল। 'এদিকে আয়, ডারমট।'

ব্রিজিটের বয়স ষাটের কোঠায়। তবে দেখায় আরো বেশি। শক্তপোক্ত গড়ন, চেহারায় মাতৃসুলভ একটা ভাব ফুটে আছে। তার গাল আপেলের মতো লাল, ধবধবে সাদা চুল। ডারমটকে দেখে তিনি মহা খুশি। ভেবেছিলেন ডারমট বুঝি আর কোনোদিন জেল থেকে ছাড়াই পাবে না। জেলখানায় ডারমটের কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি আরো বেশি কষ্ট পাচ্ছিলেন। ডারমট কাজিনকে বলে দিয়েছে তার উপস্থিতি যেন ফাঁস না হয়ে যায়। অন্তত IRA-এর সঙ্গে একটা সমঝোতার আগে নয়। ব্রিজিট রিলেকে আধমাইল দূরে, হাইমিডোর গোলাঘরে লুকিয়ে রেখেছেন। এখানে প্রজননের সময় শুধু ভেড়া নিয়ে আসা হয়। চিলেকোঠার ওপরে একটি গুপ্ত দরজাঅলা ঘর আছে। রিলে পালিয়ে থাকার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এ ঘর ব্যবহার করেছে। গোলাঘরে কলিন এবং পিটার নামে দুই বুড়ো খণ্ডকালীন চাকরি করে। ব্রিজিট তাদেরকে একহপ্তার জন্য ছুটি নিয়েছেন।

কিন্তু সেদিন সকালে যখন ডাবলিন থেকে সিলভার কালারের বিএমডব্লিউতে চড়ে হাজির হয়েছিল বেল এবং ব্যারি, ব্রিজিটকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল ডারমট সম্পর্কে, ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি উঠে গিয়েছিল বৃদ্ধার। চেহারা বহু কষ্টে স্বাভাবিক রেখে মিথ্যা কথা বলেছিলেন তিনি। যদিও একজন ভালা ক্যাথোলিক হিসেবে কাজটা করতে ইচ্ছে করেনি। তিনি বলেছিলেন, ডারমট তার খামারবাড়িতে আসেনি। আসবে কী করে? সে তো জেলে। ওরা কলিন এবং পিটারকেও জেরা

করেছে। তারা প্রকৃত বিস্ময় নিয়ে বলেছে ডারমটের আসার প্রশ্নই নেই কারণ সে ইংল্যান্ডের কারাগারে সাজা ভোগ করছে। বেল এবং ব্যারিকে ব্রিজিট ডারমটের লেখা একটা চিঠিও দেখাল। দশদিন আগে ওয়ান্ডসওয়ার্থ থেকে চিঠিটি লিখেছিল রিলে।

ওরা দুইজন তারপরও বাড়ি এবং খামারে অনুসন্ধান চালায়। ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, দেয়ালের মতো শক্ত ব্যারি যাবার সময় নিচু এবং বিপজ্জনক কণ্ঠে ব্রিজিটকে বলেছিল, 'ও এখানে এলে ডাবলিনে কাকে ফোন করে খবরটা দিতে হবে আপনি জানেন। কারণ বহুবার কাজটা আপনি করেছেন। তবে রিলের ভয় পাবার কিছু নেই। চিফ ওর সঙ্গে স্রেফ বাতচিৎ করতে চাইছেন।'

কিন্তু ব্যারির কথা একবিন্দু বিশ্বাস করেনি ব্রিজিট।

রান্নাঘরে ঢুকলেন ব্রিজিট। ডারমটের জন্য নাস্তা নিয়ে এসেছেন। ডিমের স্যান্ডউইচ এবং একমগ চা। তিনি বললেন, 'এখন কী হবে, ডারমট? পুলিশের ভয় আমি করি না কিন্তু IRA খুবই খারাপ।'

'তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না। ওদের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি শান্তি চাই।'

'তুই এখানে থাকবি?'

'আমি তোমার খামার ছেড়ে আর কোথাও নড়ছি না,' মুচকি হাসল রিলে। 'আমার জন্য গ্রামের একটা সুন্দরী মেয়ে দেখো তো। বিয়ে করে ফেলব।'

ঠিক ওই মুহূর্তে বেল এবং ব্যারি বিএমডব্লু নিয়ে টুলামোরে আসছে। চিফ অব স্টাফের সঙ্গে তাদের আলোচনা ছিল সংক্ষিপ্ত।

'খবর পেয়েছি রিলে কোনো সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। সে ব্রিগেডিয়ার চার্লস ফার্গুসনের সঙ্গে কারাগার ছেড়েছে। আমরা জানি এর অর্থ কী। আমি ওই হারামজাদাকে চাই। যাও, ধরে নিয়ে এসো ওকে।'

গাঁয়ে ঢুকেছে ওরা, বেল কলিন এবং পিটারকে দেখতে পেল ডাকঘর থেকে বেরুচ্ছে। 'আশ্চর্য তো!' মন্তব্য করল সে, 'বুড়ো দুটো এখানে কী করছে? ওরা খামারবাড়ির কাজটা ছেড়ে দিল?'

'হয়তো ওখানে খণ্ডকালীন চাকরি করে,' বলর ব্যারি।

'কিন্তু সকালেই তো কাজ থাকে বেশি,' বলল বেল, 'গরু চরানো, দুধ দোয়ানোসহ আরো নানান কাজ। আমি খামারবাড়িতে বড় হয়েছি। কাজেই এসব জানি। ওদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

মার্ফি'র সিলেক্ট বার-এ অদৃশ্য হয়ে গেল কলিন এবং পিটার। বেল ওদের পেছন পেছন গেল। এত সকালে বার-এ তেমন কেউ নেই। দুই বুড়ো আর কঠিন চেহারার এক তরুণ। তার মাথায় কাপড়ের ক্যাপ, গায়ে জ্যাকেট, পরনে জিন্স।

দুই বুড়ো মদ গিলতে গিলতে কথা বলছিল। বেলকে ভেতরে ঢুকতে দেখে জমে গেল আতঙ্কে। বার-এর মালিক মার্ফিও বেলকে চেনে। তার চেহারা থেকে রক্ত সরে

গিয়ে সাদা দেখাল মুখ। এল্ পান করতে করতে ভুরু কোঁচকাল তরুণ।

'বুড়ো ভামের দল,' বলল বেল, 'তোমরা আমাকে গতকাল মিথ্যা বলেছিলে কেন?'

'যিশুর কিরে, আমরা সত্যি কথাই বলেছি।'

'আচ্ছা! তাহলে তোমরা ওখানে কাজ করছ না কেন?'

'ম্যাডামই আমাদের ছুটি দিয়ে দিয়েছেন,' বলল পিটার।

'এই যে,' হাঁক ছাড়ল তরুণ। 'ওদেরকে একা থাকতে দাও।'

মার্ফি তরুণের বাহুতে হাত রাখল। 'বাদ দাও, প্যাট্রিক। এটা IRA-এর ব্যাপার।'

বেল অগ্রাহ্য করল তরুণকে। 'তোমরা তাহলে রিলেকে দেখনি?'

'ঈশ্বরের দিব্যি, না!'

এগিয়ে এল প্যাট্রিক, টোকা দিল বেলের কাঁধে। 'ওদেরকে একা থাকতে দেয়ার জন্য বলেছি তোমাকে।'

ডান কনুই বিদ্যুৎবেগে পেছনে চালিয়ে দিল বেল। মুখে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে ছিটকে গেল প্যাট্রিক, ঠিক তখন দোরগোড়ায় হাজির হওয়া ব্যারি তরুণের কিডনি লক্ষ্য করে ভয়ানক এক পাঞ্চ কষিয়ে দিল। হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল প্যাট্রিক। ওকে ডিঙালো বেল।

'বোকা ছেলে,' মার্ফিকে উদ্দেশ করে বলল সে। 'ওকে বলে দিয়ো ভষ্যিতে কারো ব্যাপারে যেন নাক গলাতে না আসে।' চলে এল ওরা।

হুইলের পেছনে বসল ব্যারি, রওনা হল খামারের উদ্দেশে। থামল প্রবেশমুখে। ওখানে দুগ্ধখামার থেকে আসা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুজন দুধের ড্রাম তুলছে ট্রাকে।

'আশ্চর্য তো,' বলল বেল। 'মহিলা তার লোকদের ছুটি দিয়েছে। তাহলে বাইরে দুধ সাপ্লাই দিচ্ছে কীভাবে?'

'সেটা তো জানতেই পারব,' বলল ব্যারি। ট্রাকের পাশ দিয়ে চলে গেল গাড়ি নিয়ে।

ওরা যখন ব্রিজিটের বাড়ি পৌছাল উনি তখন স্টোররুমে। তাই গাড়ির শব্দ শুনতে পেলেন না। অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা হাইমিডোর গোলাঘরে। ডারমট কতগুলো ভেড়া নিয়ে ব্যস্ত। ব্রিজিট রান্নাঘরে ঢুকলেন ময়দার একটা বস্তা নিয়ে। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়লেন। ব্যারি এবং বেল কিচেনের ভেতরে। 'তোমরা আবার এসেছ।' ফিসফিস করলেন তিনি। বস্তাটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলে।

'হ্যাঁ, আমরা আবার এসেছি মিথ্যাবাদী বুড়ি মাগী,' বলল ব্যারি। এক কদম সামনে বাড়ল সে, ঠাস করে চড় কসিয়ে দিল ব্রিজিটের গালে, 'কোথায় ও?'

ভয়ে আত্মা উড়ে গেছে ব্রিজিটের। 'আমি জানি না, সত্যি বলছি, মি. ব্যারি।'

'তুমি একটা বিশ্রী মিথ্যুক,' আবার চড় মারল ব্যারি। বৃদ্ধার নাক ফেটে বেরিয়ে

এল রক্ত। ব্যারি ব্রিজিটের চুলের মুঠি খামছে ধরল। বেলকে ইশারা করল। একটা সিগারেট ধরাল বেল।

ধস্তাধস্তি করতে লাগলেন ব্রিজিট। ব্যারি তাঁকে চেপে ধরল টেবিলের সঙ্গে, বেল ঘনঘন টেনে চলল সিগারেট। ওটার ডগা টকটকে লাল হয়ে উঠল। বৃদ্ধার ডান গালে ঠেসে ধরল।

চিৎকার দিলেন বৃদ্ধা, মোচড় খেলেন যন্ত্রণায়। 'না—প্লিজ। আমি বলছি তোমাদেরকে।'

ব্যারি ছেড়ে দিল মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় সে?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে জবাব দিলেন ব্রিজিট, 'আধামাইল দূরে, হাইমিডোর গোলাঘরে। চিলেকোঠার ওপর একটা গোপন কুঠুরি আছে। ওখানে ঘুমায় ও।'

হাসল ব্যারি, 'ওকে খুঁজে পেতে আর কষ্ট হবে না, অ্যাঁ?'সে বেলকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

'হায়, ডারমট, এ আমি কী করলাম?' বলে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন ব্রিজিট।

হাইওয়ে মিডোতে ভেড়া চরাতে গিয়ে সিলভার রঙের গাড়িটি দেখে ফেলল ডারমট। বিপদ টের পেল। দ্রুত গোলাঘরে চলে এল, পেছনে কার্ল। গোপন কুঠুরিতে কুকুরটাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। জানোয়ারটা সামান্য কেউকেউ করে উঠলেও ডারমটের উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে ওরা।

'বাড়ি যাও খোকা, ব্রিজিটের কাছে যাও,' বলল রিলে। কার্ল কী করবে বুঝতে পারছে না। ইতস্তত ভঙ্গিতে পেছাল। 'চলে যাও, ব্যাটা।'

রিলের কথা শুনল অ্যালসেশিয়ান। ডারমট সিঁড়ি বেয়ে চলে এল চিলেকোঠায়। খড়ের গাদায় উঠে পড়ল। গাদার আড়ালে গোপন কুঠরির দরজা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ও। ভেতরে অন্ধকার। আলোর দু-একটা রেখা কেবল তীর্যকভাবে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেয়েছে। অপেক্ষা করতে লাগল ডারমট রিলে।

বিএমডব্লু থেকে নামল ব্যারি এবং বেল। অ্যালসেশিয়ানটা তাকাল ওদের দিকে। 'ওকে দিয়েই শুরু করো,' বলল ব্যারি। বেল হাতে তুলে নিল স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলবার।

কুকুরটার দিকে তাক করেছে অস্ত্র, ভো দৌড় দিল কার্ল, ভেড়াগুলো ভয় পেয়ে ছিটকে গেল। নিচে উপত্যকা অভিমুখে ছুটল কুকুর। হেসে উঠে রিভলবার পকেটে পুরল ব্যারি।

'খুব চালাক কুকুর।'

'ডারমট কতটা চালাক দেখা যাক,' বলল ব্যারি। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

চিলেকোঠার দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল ও। 'আমরা জানি তুমি ওখানে আছ ডারমট। কাজেই বেরিয়ে এসো। ব্রিজিটকে একটু মোচড় দিতেই গলগল করে স্বীকার করেছে সব কথা।'

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসছে ডারমট। ওর কাছে অস্ত্র নেই বলে কিছু করতেও

পারছে না।

এবার কথা বলল বেল, 'এখানে খড়ের কোনো অভাব নেই, ডারমট। শুধু একটা জ্বলন্ত কাঠি ফেলে দিলেই হলো, মস্ত বিপদে পড়বে। অবশ্য তুমি যদি গরুর কাবাব হতে চাও, সেটা তোমার ব্যাপার।'

গোপন দরজা খুলে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ডারমট। দাঁড়াল চিলেকোঠার সামনে।

'হারামজাদারা,' বলল সে, 'তোরা যদি ব্রিজিটের গায়ে হাত তুলে থাকিস, এর ভয়ংকর পরিণতি তোদেরকে ভোগ করতে হবে।' মই বেয়ে নামতে লাগল ডারমট।

ব্যারি পেছন থেকে ওর হাত খামচে ধরল। 'এভাবে গালি-গালাজ দেয়া মোটেই উচিত হচ্ছে না তোমার। মোটেই না।' বেলের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'শুধু ওর গায়ে মারবে। গাড়িতে ওকে নিয়ে যখন ডাবলিন ফিরব, চেহারাটা যেন ঠিক থাকে।'

'ঠিক হ্যায়,' বলে রিলের পাঁজরের নিচে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল বেল।

ভাড়া করা গাড়িটি খামারের উঠোনে থামালেন ব্লেক জনসন। রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল কার্ল। গাড়ি লক্ষ্য করে বারবার লাফাল। বিকট গলায় ঘেউঘেউ করছে। একটা জানালা খুলল ডিলন, শিস দিল। চুপ হয়ে গেল কার্ল, মাথার দু'পাশে ঝুলে পড়ল কান।

ওরা নেমে এল গাড়ি থেকে। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন ব্রিজিট। চকের মতো সাদা মুখ, তোয়ালে দিয়ে নাকের রক্ত মুছছেন।

'লিয়াম ডেভলিন, তুমি?'

'সেই আমি,' ডেভলিন একটা হাত রাখল ব্রিজিটের কাঁধে।

'তোমার এমন দশা কে করেছে?'

'ব্যারি এবং বেল। ওরা গতকাল এখানে ডারমটের খোঁজে এসেছিল। আমি বলেছিলাম ও এখানে নেই।'

'কিন্তু ও ছিল,' বলল ডিলন। বৃদ্ধার কাঁধে হাত রাখল।

'আমি শন ডিলন। ডারমটের সঙ্গে ডেরিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসময় যুদ্ধ করেছি।'

শূন্য চোখে মাথা ঝাঁকালেন ব্রিজিট। 'ওরা কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে। আমাকে মেরেছে, সিগারেট দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে গাল।'

'বাস্টার্ড,' বলল ডেভলিন।

'আমি বলে দিয়েছি ডারমট কোথায় লুকিয়ে আছে। হাইমিডোর গোলাঘরে।' কাঁদছেন বৃদ্ধা। 'নির্যাতন সইতে পারি নি।'

'ভেতরে যান, এক কাপ চা বানিয়ে খান।' থমথমে গলায় বলল ডিলন। 'আমরা ডারমটকে নিয়ে ফিরব। কসম!'

বৃদ্ধা ঘরে গেলেন। ওরা গাড়িতে এসে বসল। আবার হুইলের দায়িত্ব নিলেন

ব্লেক। ডিনল ওয়ালথার বের করে সাইলেন্সার পেঁচাল। ডেভলিনের দিকে তাকাল। 'তুমি সঙ্গে কিছু এনেছ?'

হাসল ডেভলিন, 'তোমাদের মতো দুই বেপরোয়া সঙ্গে থাকলে আমার আর কিছু আনার দরকার হয় কী?'

একটা পাহাড়চুড়োয় উঠে এল ওরা। লো-গিয়ারে গাড়ি চালাচ্ছেন ব্লেক। ট্র্যাকের কিনারে গাছের সারি। সারির পরে গোলাঘরটি দেখা গেল।

'ওরা আমাদেরকে দেখে ফেলবে,' বললেন ব্লেক।

'এজন্যই গাছের আড়াল নিয়ে এগোব আমি,' বলল ডিলন। 'গাড়ির গতি কমান। আমি নামব।'

গাড়ির গতি মন্থর করলেন ব্লেক। দরজা খুলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল একটা গর্তে। ডেভলিন বন্ধ করে দিল দরজা। গাড়ির গতি বাড়ল। ডিলন গাছের সারির দিকে দ্রুত পা বাড়াল।

গাড়ির শব্দ শুনে পকেট থেকে রিভলবার বের করে দরজার সামনে দাঁড়াল বেল। ব্যারি ধরে আছে রিলেকে।

'কে?' জিজ্ঞেস করল ব্যারি।

'জানি না। কালো একটি সেলুন কার। ড্রাইভারসহ একজন যাত্রী।'

'চিলেকোঠায় ঢোকো,' বলল বেল। ব্যারি রিলেকে নিয়ে চিলেকোঠায় চলে এল, ধপাশ করে ফেলে দিল মাটিতে, লাথি মারল।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো,' খোলা দরজার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল ব্যারি।

বাইরে গাড়ি থামার শব্দ শুনতে পেল সে। তারপর পায়ের আওয়াজ। দোরগোড়ায় হাজির হলো ডেভলিন। পেছনে ব্লেক জনসন। থমকে দাঁড়াল সে, তারপর কদম বাড়াল।

'ডারমট, তোমার চেহারাসুরতের দশা তো ভালো দেখছি না।'

'সাবধান, মি. ডেভলিন, হারামজাদাটা দরজার পেছনে লুকিয়ে আছে,' তাকে বলল রিলে।

হাতে রিভলবার নিয়ে দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ব্যারি। 'ইজি, দুজনকেই বলছি নইলে তোমার মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেব,' ব্লেকের পিঠে ব্যারেল দিয়ে গুঁতো দিল সে। পকেট হাতড়ে বের করে নিল বেরেটা।

'তোমার কাছে কী আছে ডেভলিন?'

'পঁচাত্তর বছরের বুড়ো মানুষ পিস্তল দিয়ে কী করবে?'

'আরো দশ বছর এর সঙ্গে যোগ করো, মিথ্যেবাদী বুড়ো।'

ডেভলিন রিলের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল, 'উঠে পড়ো, ডারমট। হারামজাদাদের সামনে অসহায়ের মতো শুয়ে থাকা তোমাকে মোটেই মানাচ্ছে না।'

রাগে ফেটে পড়ল ব্যারি। 'খুব বাড় বেড়েছে তোমার, বুড়ো। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি।'

'কে কাকে মজা দেখায়?' ভেসে এল শন ডিলনের কণ্ঠ।

ডিলন গোলাঘরের অপর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক ওই সময় প্রবলবেগে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। ডিলনের ওয়ালথার ধরা বাম হাতটা পিঠের কাছে। ডান হাতে প্যাকেট খুলে সিগারেট বের করল। গুঁজল দু'ঠোঁটের ফাঁকে। জিপ্পো লাইটার দিয়ে ধরাল আগুন।

ডিলনকে দেখে হাঁ হয়ে গেল ব্যারি। 'শন ডিলন, তুমি?'

'তোমার নিকৃষ্টতম দুঃস্বপ্ন,' বলল ডিলন।

'চিলেকোঠা, চিলেকোঠায় দেখ, শন,' ব্যাঙের ডাক বেরিয়ে এল রিলের গলা দিয়ে।

ব্যারি লাথি মারল ওকে, 'ধরো ওকে।'

চিলেকোঠার কিনারে অস্ত্র হাতে হাজির হয়ে গেল বেল। পিঠের পেছনে ভাঁজ করে রাখা হাতটা একটা ঝাঁকি খেল, পরপর দু'বার গুলি করল ডিলন। কলজে ফুটো হয়ে গেল বেলের। দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে।

ঠিক ওই মুহূর্তে ব্যারি তার রিভলবার তুলেছে, লিয়াম ডেভলিন রেইনকোটের পকেট থেকে ওয়ালথার বের করে গুলি ছুঁড়ল। পপাত ধরণীতল হল ব্যারিও। নীরবতা নেমে এল, শুধু বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই।

ডিলন তার পিস্তল পকেটে পুরল। চিৎ করে শোয়াল বেলকে, তারপর পরীক্ষা করল ব্যারিকে। 'দুই দুর্বৃত্তের কবল থেকে রক্ষা করলাম দুনিয়া,' তাকাল ডেভলিনের দিকে। 'তুমি নাকি অস্ত্র বহন কর না?'

'মিথ্যা বলেছি,' বলল ডেভলিন, 'আমি হলাম ভয়ানক এক মিথ্যাবাদী।' ফিরল ডারমটের দিকে, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'পাঁজরের অবস্থা ভালো না।'

'বেঁচে যাবে। ইনি মি. জনসন, আমেরিকান এবং সাবেক এফবিআই। কাজেই বুঝেশুনে কথা বোলো। উনি আর ডিলন তোমার কাজটার সঙ্গে জড়িত। তুমি ওঁদের সঙ্গে লন্ডন যাবে।'

'কেন?'

'কারণ তোমার জন্য এ মুহূর্তে ওটাই সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।' বলল ডিলন। 'ফার্গুসন তাঁর কথার বরখেলাপ করবেন না। তুমি শুধু সিকিউরিটি ভিডিও দেখে ওয়ান্ডসওয়ার্থের জর্জ ব্রাউন নামের সেই ভুয়া আইনজীবীকে সনাক্ত করবে। আর যদি এখানে থাকো তো প্রভিশনাল IRA তোমার বারোটা বাজাবে।'

'বাজাবে না,' বলল ডেভলিন। 'আমি সঠিক মানুষের সঙ্গে কথা বলব, ডারমট, ব্যাখ্যা করব আসল ব্যাপার। তুমি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কিছু করনি। আমার এখনো যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।'

'দুজন এনফোর্সারকে হত্যা করার পরেও?'

'চিফ অফ স্টাফ বুঝতে পারবে। মাঝে মাঝে নোংরা করতে হয় হাত। এখন চলো।'

খামারে ফেরার আগে ডেভলিন মোবাইলে ফোন করল মাইকেল লিয়ারিকে। 'মাইকেল, টুলামোরে একটা ডিসপোজাল স্কোয়াড পাঠিয়ে দাও। হাই মিডোর গোলাঘরে বেল এবং ব্যারিকে পাবে। মৃত। ব্যারিকে আমার নিজ হাতে খুন করতে হয়েছে। শন মেরেছে বেলকে।'

'লিয়াম, তোমরা কী করেছ?'

'দুটো জানোয়ার মুক্ত করেছি পৃথিবীর বুক থেকে। প্রতিষ্ঠানের জন্য ওরা ছিল কলঙ্ক। ডিলন রিলেকে নিয়ে আজ বিকেলে লন্ডন ফিরছে। তবে এর সঙ্গে IRA-এর কোনো সম্পর্ক নেই। এরপর ওকে দেশে ফিরতে তুমি সাহায্য করবে।'

শক্ড্ শোনাল লিয়ারির কণ্ঠ। 'তোমার আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'সন্ধ্যায় আইরিশ হুসারে দেখা করছি তোমার সঙ্গে। পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করব। তুমি জানাবে চিফ অব স্টাফকে। আমি কোনো 'না' শুনতে চাই না।'

ডিলন মন্তব্য করল, 'তুমি এখনো আগের মতোই কঠিন, লিয়াম।'

'অনেক কঠিন,' বলে কিচেনে ঢুকে পড়ল ডেভলিন। ব্লেক দাঁড়িয়ে আছেন খোলা দরজার পাশে, ব্রিজিট টেবিলে।

'তুমি ডাক্তার দেখাবে, ব্রিজিট, কথা দাও,' বলল ডেভলিন।

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধা, 'আচ্ছা।'

'একটু পরে ট্রাক এসে লাশ তুলে নিয়ে যাবে। বেল এবং ব্যারি বলে আর কারো অস্তিত্ব নেই। ওদের কথা ভুলে যাও।'

'আর ডারমট।'

'সে শনের সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য লন্ডন যাচ্ছে। আবার ফিরে আসবে। আমি IRA-এর সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলব।'

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, লিয়াম।'

রিলে ট্রাউজার্স, জ্যাকেট এবং টাই পরে এল। বেশ ভদ্র লাগছে।

'চলবে এতে?'

'অবশ্যই,' বলল ডিলন, 'চলো।'

রিলে আলিঙ্গন করল ব্রিজিটকে, 'শীঘ্রি দেখা হবে।'

'তোমার জন্য দোয়া করব, ডারমট,' চোখ ফেটে জল বেরুল বৃদ্ধার, তিনি একছুটে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে, ব্রিগেডিয়ার ফার্গুসন তাঁর ডেস্কের বাজার টিপলেন। ঘরে ঢুকল হান্না।

'ব্রিগেডিয়ার?'

'ডিলন এইমাত্র ফোন করেছে। ওরা রিলেকে পেয়েছে। ডাবলিনে ফিরে আসছে।'

'কোনো খুনোখুনি হয়েছে, স্যার?'

'ডিলন থাকলে তো হবেই। দুজন IRA এনফোর্সার মারা গেছে। একজনকে

ডিলন মেরেছে, শুনলে বিশ্বাস করবে ডেভলিন খুন করেছে অপরজনকে?'

'অবিশ্বাস করছি না, স্যার।'

'ওরা রিলে কোথায় আছে জানার জন্য ব্রিজিট ও'ম্যালেকে নির্যাতন করেছিল।'

'তাহলে আজ রাতের মধ্যে রিলেকে ভিডিও দেখানো যাচ্ছে?'

'আশা করি।'

হান্না বলল, 'চমৎকার। আপনার আপত্তি না থাকলে আমি এখন বাসায় যেতে চাই। ফ্রেশ-ট্রেশ হয়ে পাঁচটার মধ্যে ফিরে আসব।'

'আচ্ছা, যাও।' অনুমতি দিলেন ফার্গুসন।

হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসে নিজের কোডেক্স লাইনে ব্লেক জনসনের ফোন ধরলেন প্রেসিডেন্ট কাজালেট। স্পেশাল বাজার টিপলেন তিনি। ভেতরে ঢুকল টেডি। ডেস্কের পাশে এসে দাঁড়াল। প্রেসিডেন্ট অপরপক্ষের কথা শুনে শেষে মন্তব্য করলেন, 'চমৎকার, ব্লেক। আমি বিস্তারিত রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি।' সুইচ অফ করে দিলেন তিনি। টেডি বলল, 'সুখবর?'

মাথা দোলালেন কাজালেট। টুলামোরের ঘটনা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন টেডিকে।

'ওরা তাহলে রিলেকে লন্ডনে নিয়ে আসছে যাতে ভিডিও দেখে সে ব্রাউনকে চিহ্নিত করতে পারে?' জিজ্ঞেস করল টেডি।

'হুঁ।' মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট।

ডাবলিন এয়ারপোর্টে ওদেরকে পৌঁছে দিল ডেভলিন। গালফস্ট্রিম আকাশে ওড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এল শহরে। রাস্তায় একটি ফোনবক্সের সামনে দাঁড় করাল ট্যাক্সি। ফোন করল লিয়ারিকে।

'লিয়াম বলছি,' বলল ডেভলিন, 'আইরিশ হুসার-এ কুড়ি মিনিটের মধ্যে হাজির হচ্ছি।' ফোন রেখে দিল সে।

গালফস্ট্রিমে ব্লেক এবং ডিলন কফি পান করছেন, রিলে চা।

রিলে বলল, 'শন, ফার্গুসন আমার সঙ্গে বেঈমানি করবেন না তো? কাজ শেষ হলে আমাকে সত্যি ছেড়ে দেবেন?'

'আমি তোমাকে একশোভাগ নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

'কিন্তু যাবোটা কোথায়? আয়ারল্যান্ডে ফেরাটা নিরাপদ মনে হচ্ছে না।'

'ওটা লিয়ামের ওপর ছেড়ে দাও। সে সব ঠিক করে ফেলবে।'

ব্লেক জিজ্ঞেস করলেন, 'ডেভলিন সত্যি পারবে কাজটা করতে?'

'দ্যাখো, ডারমট যা করছে তার সঙ্গে IRA-এর কোনো সম্পর্ক নেই। লিয়াম ব্যাপারটা একবার ব্যাখ্যা করতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'বেল এবং ব্যারির ব্যাপারটা কী হবে?'

'ওরা আবর্জনা ছাড়া কিছু ছিল না। কিন্তু লিয়াম ডেভলিন IRA-এর জীবন্ত

কিংবদন্তী। কাজেই সে চাইলেই সব ঝামেলা শেষ।'

'তাই যেন হয়,' বলল রিলে।

ডেভলিন আইরিশ হুসার-এর সামনে ট্যাক্সি থামাল। ভাড়া মিটিয়ে ঢুকল পাবে। ওর নাম ধরে ডাকল লিয়ারি। তাকাল ডেভলিন। বুথের শেষ মাথায় বসে আছে মাইকেল লিয়ারি এবং চিফ অব স্টাফ। ডেভলিন ওদের টেবিলে গিয়ে বসল।

'লিয়াম, তুমি এ কী করলে?' গর্জে উঠল লিয়ারি।

'কী আর করবে নিজের গলাটা নিজেই কেটেছে,' বললেন চিফ অব স্টাফ।

হাত নেড়ে এক ওয়েট্রেসকে ডাকল ডেভলিন। 'এখানে তিনটা বড় বুশমিলস।' সে একটা সিগারেট ধরাল। তাকাল চিফ অব স্টাফের দিকে। 'সবসময় কলা-কৌশল আমি হয়তো অনুমোদন করিনি কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার সমর্থন কী সর্বদা ছিল না?'

'তুমি আমাদের যথেষ্ট সেবা করেছ,' মুখ তেতো করে বললেন চিফ অব স্টাফ।

'তোমার চেয়ে ভালো কেউ ছিল না,' সায় দিল লিয়ারি।

'তাহলে আমার মতো কবরে এক পা দিয়ে রাখা মানুষ কেন মিথ্যা কথা বলতে যাবে?'

'আহ্, ভনিতা রাখো, লিয়াম,' বললেন চিফ অব স্টাফ। 'আসল কথায় আসো।'

গোটা গল্পটা বলল ডেভলিন, তবে সামান্য একটু রঙ চড়িয়ে। 'ব্রাউন নামে এক ভুয়া আইনজীবী ওয়ান্ডসওয়ার্থে ডারমটের সঙ্গে দেখা করে তাকে জেল থেকে মুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। বলে ফার্গুসনের সঙ্গে দেখা করে বলতে হবে সে হাকিম নামের ভয়ঙ্কর এক সন্ত্রাসীর ব্যাপারে তথ্য যোগান দেবে। সিসিলিতে সত্যি হাকিম ছিল।'

'তো?'

'গোটা বিষয়টি এক চরমপন্থী আরব দল জেনে যায়। এদের সঙ্গে একবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল ডিলন। তারা জানত ফার্গুসন ডিলনকে হাকিমের কাছে পাঠাবে তাকে ধরে আনতে। রিলেকেও তার সঙ্গে যেতে বলা হয়।'

'তারপর কী হল?'

'ওরা ডিলনকে সিসিলিয়ান এক ফিশিংপোর্টে বন্দী করে ফেলে, রিলেসহ। রিলে বুঝতে পারে তাকে তীর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। জেটি ছাড়ার সময় সে বোট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে সাগরে। এবং সাঁতরে তীরে ওঠে। বাকিটা তোমরা জানো।'

'না, জানি না,' বলল লিয়ারি। অবাক হয়ে দেখল হাসছেন চিফ অব স্টাফ।

'বলে যাও,' বললেন তিনি, 'ডিলন পালাল কী করে?''

'ওর পকেটে একটি অস্ত্র ছিল, আরেকটি ছিল কোটের নিচে, ওয়েস্টব্যান্ডে গোঁজা। ওরা অস্ত্র দুটো তল্লাশি করে ছিনিয়ে নেয় তবে জানত না ডিলন বাম পায়ের সঙ্গে বাঁধা হোলস্টারে তার প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার রাখে। ডিলন তিনজনকে গুলি করে লাফিয়ে পড়ে পানিতে। তবে তীরে উঠে রিলেকে দেখতে পায়নি।'

'এই-ই সব?' জিজ্ঞেস করলেন চিফ অব স্টাফ।

'হ্যাঁ। ডারমটকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শুধু একটিমাত্র উদ্দেশ্যে। সিকিউরিটি ভিডিও দেখে ওকে ভুয়া আইনজীবী ব্রাউনকে সনাক্ত করতে হবে। কাজ শেষ হয়ে গেলেই ও মুক্ত।'

'আচ্ছা।'

'এর সঙ্গে IRA-এর কোনো সম্পর্ক নেই,' বলল ডেভলিন, 'আমি কসম খেয়ে বলছি।'

চিফ অব স্টাফ একঝলক তাকালেন লিয়ারির দিকে, তাঁর মুখে তেতো হাসি ফুটল। 'ঠিক আছে, লিয়াম, তুমিই জিতলে। রিলে বাড়ি ফিরতে পারে। কোনো সমস্যা নেই।'

ফার্গুসন ফোন তুললেন। ডেভলিন। 'অঃ আপনি। ওরা পৌঁছেছে?'

'এত তাড়াতাড়ি কী করে পৌঁছাবে?' বললেন ফার্গুসন। 'প্লেন থেকে নেমে ওরা গাড়িতে উঠবে। সময় লাগবে। আপনি খুব ভালো কাজ দেখিয়েছেন।'

'এসব তেল মাখানো প্রশংসাবাক্য যাদের দরকার তাদের জন্য রেখে দিন। ডিলনকে বলবেন রিলের জন্য ভালো খবর আছে। লিয়ারি এবং চিফ অব স্টাফের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ওরা রিলেকে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরতে বলেছে।'

'ম্যানেজ করলেন কীভাবে?'

'আধা সত্য কথা বলে,' ডেভলিন জানাল লিয়ারি এবং চিফ অব স্টাফকে কী কী বলেছে।

ফার্গুসন বললেন, 'মাই গড, আপনার মতো অবিশ্বাস্য মানুষ জীবনে দেখিনি আমি।'

'আপনার এ কথার সঙ্গে অমত প্রকাশ করছি না,' হাসল ডেভলিন। 'শনকে সাবধানে থাকতে বলবেন।' সে রেখে দিল ফোন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস থেকে বেরিয়ে নিজের লাল মিনিতে চড়ল হান্না বার্নস্টাইন। গাড়ি চালিয়ে চলে এল এবুরি প্লেসে। এখানে নিচতলায় একটি ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে ও। দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল হান্না।

জর্জ ব্রাউন পরিচয় দেয়া লোকটা কালো ফোর্ডের হুইলের পেছনে টানটান করল মেরুদণ্ড। গাড়িটি রাস্তার ধারে পার্ক করেছে সে। মোবাইলে কথা বলল ব্রাউন।

'ও এসে পড়েছে। জলদি ওকে ধরো। তোমরা আসার আগেই সে চলে গেলে আমি তার পিছু নেব এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।'

ওই সময় গোসলে ব্যস্ত হান্না। গোসল সেরে শুকনো তোয়ালে দিয়ে ঢাকল শরীর, বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। নতুন আন্ডারওয়্যার এবং ব্লাউজ পরল। ফন ট্রাউজার সুট গায়ে চড়িয়ে নেমে এল নিচে।

হার্লে স্ট্রিটে বাবার অফিসে ফোন করল হান্না। সেক্রেটারি জানাল তার বাবা

প্রিন্সেস গ্রেস হাসপাতালে, হার্ট এবং লাং ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে। আটঘণ্টা লাগবে।

হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল হান্না। চড়ল মিনিতে। কর্নার থেকে বেরিয়ে এল একটি অ্যাম্বুলেন্স। ব্রাউন পিছু নিল হান্নার। পাঁচ মিনিট পরে টেমসের এমব্যাঙ্কমেন্টে গাড়ি চালাচ্ছে হান্না, তখনো অ্যাম্বুলেন্স তার লেজে জড়িয়ে রয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার অ্যারন ইটান। মোশে তার পাশের সিটে। 'ওর কাছাকাছি থাকো,' বলল মোশে। 'ট্রাফিক জ্যামটা খুব বাজে।'

শ্বেতশুভ্র-কেশের আইনজ্ঞ টমাস বার্নস্টান তার স্টাডি ডেস্কে বসে আছেন, এমন সময় দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকে পড়ল তাঁর নাতনি।

টমাস হাতের কলমটি নামিয়ে রাখলেন, 'তুমি এসেছ আমার জীবনের আলো।'

দাদুকে জড়িয়ে ধরল নাতনি। দাদু জানতে চাইলেন, 'আছো কেমন?'

'ব্যস্ত।'

হেসে উঠলেন তিনি, 'শুনলাম খুব বড় একটা কাজে জড়িয়ে পড়েছ।'

'বৃহত্তম।'

মিলিয়ে গেল হাসি, 'আমাকে বলা যাবে?'

'না। অত্যন্ত গোপনীয়।'

'তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লাগছে। কেন?'

'এর মধ্যে ইহুদিরা জড়িত তাই আমি বিব্রতবোধ করছি।'

'কোন্‌দিক থেকে তারা জড়িত?'

'একটা কথা জানতে চাইছি, যে লোকটা প্রধানমন্ত্রী র‍্যাবিনকে গুলি করেছিল এবং তাকে যারা সমর্থন দিয়েছে, তারা বলছে ধর্মের কারণেই নাকি কাজটা করেছে।'

টমাস দৃঢ় গলায় বললেন, 'না, ধর্মে কাউকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। সন্ত্রাসবাদ ঈশ্বরের চোখে বিরাট পাপ।'

'এই পাপিষ্ঠ লোকগুলোকে যদি আমি হত্যা করি তুমি কি মনে কষ্ট পাবে?'

'ওরা ইহুদি বলে? ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান।'

'আচ্ছা, মন্দ মানুষগুলো যে খারাপ কাজগুলো করে ঈশ্বর তা ঘটতে দেন কেন?'

'কারণ তিনি আমাদের যা ইচ্ছা তা-ই করার ক্ষমতা দিয়েছেন। কেউ ভালো কাজ করছে, কেউ খারাপ। তবে তোমার চোখে যেটা সঠিক কাজ বলে মনে হবে সেটাই তুমি করবে। তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ সবসময়ই আছে।'

দাদুর কপালে চুমু খেল সে। 'আমি এখন যাব। আবার দেখা হবে।'

বেরিয়ে এল সে। দাদু দরজার দিকে একঠায় তাকিয়ে থাকলেন। তারপর প্রার্থনা করতে লাগলেন নাতনির জন্য।

দশ

রাস্তায় দাঁড় করানো অ্যাম্বুলেন্স, কালো এসকর্ট ওটার পেছনে। ব্রাউন দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাতে। হান্না তার দাদুর বাড়ির গেট থেকে বেরিয়ে এল। তাকে এসকর্ট এবং অ্যাম্বুলেন্স পার হয়ে নিজের মিনিতে ঢুকতে হবে। ব্রাউন অ্যাম্বুলেন্সের পেছনের দরজায় টোকা দিল। একই সঙ্গে কথা বলল হান্নার সঙ্গে।

'ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর বার্নস্টাইন?'

দাঁড়িয়ে পড়ল হান্না। ঘুরল। 'হ্যাঁ, আপনি কে?'

অ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলে গেল, লাফিয়ে নামল মোশে, খপ করে চেপে ধরল হান্নার হাত, ওকে টেনে নিল দরজার মধ্যে। অ্যারন ওকে ভেতরে নিয়ে গেল। মোশে সাইলেন্সার পেঁচানো একটি পিস্তল তাক করল হান্নার দিকে।

'কোনো চিল্লাচিল্লি নয়, চিফ ইন্সপেক্টর। গুলি করলেও কেউ গুলির শব্দ শুনবে না।' অ্যারন হান্নার হাতব্যাগ খুলে ওয়ালথার বের করে নিল। 'এটা আমার কাছে থাক।'

'কে তুমি?'

'আপনার মতো একজন ইহুদি, চিফ ইন্সপেক্টর। এবং এজন্য আমি গর্বিত।'

'ম্যাকাবি?'

'সব খবরই তো জানেন। হাতটা দেখি একটু।' সে হান্নার হাতে প্লাস্টিক হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল। 'এখন শান্ত হয়ে বসে থাকুন।'

অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে গেল অ্যারন, বন্ধ করল দরজা। ব্রাউন বলল, 'আমি পেছনে আছি। ডকিঙে সাক্ষাৎ হবে।'

'তাহলে রওনা হওয়া যাক,' অ্যারন বলল তাকে, হুইলের পেছনে বসল সে, গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

মোশে একটা সিগারেট দিল হান্নাকে।

'আমি ধূমপান করি না,' হিব্রুতে বলল হান্না।

হাসল মোশে। 'বিষয়টি আমার জানা থাকা উচিত ছিল।'

'তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'শিগ্রী দেখতে পাবেন।'

'তোমরা পার পাবে না।'

'পচা সিনেমার সংলাপ ছাড়ুন তো, চিফ ইন্সপেক্টর। ডিলন নিশ্চয় বলেছে আমরা ম্যাকাবি। আমরা যা খুশি করতে পারি। আমরা প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ

করেছি। ডিলনকেও কিডন্যাপ করেছি। সে এখন কোথায়? ওয়াশিংটন মর্গের স্লাবে।'

'জানোয়ারের দল তোমরা ওকেও মেরে ফেলেছ? আমি নিশ্চিত ছিলাম না। এখন জানলাম।'

'ডিলনের মতো মানুষের জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু রয়ে গেছে।'

'কথাটা কোথায় যেন আগে শুনেছি,' বলল হান্না। 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, '১৯৩৮ সালে হেরম্যান গোয়েরিং এরকমই একটা কথা বলেছিলেন—কিছু ইহুদির মৃত্যুতে আপসেট হবার কিছু নেই।'

মোশের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, হাতে ধরা পিস্তল কেঁপে উঠল।

'চুপ করুন।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলার চেয়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয়।' বলল হান্না বার্নস্টাইন।

ফার্গুসন তাঁর অফিসে বসে ঘড়ি দেখলেন। পাঁচটা বাজে। হান্না এখনো আসেনি। তাঁর ফোন বেজে উঠল, কোডেক্স লাইন অন করলেন, 'ফার্গুসন।'

'আমি,' বলল ডিলন। 'এইমাত্র ফার্লে ফিল্ডে অবতরণ করলাম। RAF রেঞ্জরোভার পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ।'

'সোজা মন্ত্রণালয়ে চলে এসো,' বললেন ফার্গুসন, 'রাস্তায় প্রচুর ট্রাফিক জ্যাম। ভিড়ের সঙ্গে সহজেই মিশে যেতে পারবে।'

'আমাকে কেউ চিনতে পারবে না।'

'একটা ভালো খবর আছে। এখানে কোনো ডিরেকশনাল মাইক্রোফোন নেই। আমি নতুন ডিটেকশন আউটফিট বসিয়েছি। আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'শুধু আমাদের কম্পিউটার সিস্টেম ছাড়া,' বলল ডিলন, 'শীঘ্রি দেখা হচ্ছে।'

আধঘণ্টার মধ্যে ডর্কিং পৌঁছে গেল অ্যারন। একটি প্রকাণ্ড সুপারমার্কেটের গাদাগাদি গাড়ির ভিড়ে নিজের গাড়িটা ঢুকিয়ে ফেলল। ব্রাউন তার গাড়ি পার্ক করে অ্যারনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। অ্যারন জানালা দিয়ে মুখ বের করল।

'তুমি গাড়িতে উঠে পড়ো। পরে অ্যাম্বুলেন্সটাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে চলে যেয়ো।'

'বেশ।'

ব্রাউন গাড়ির পেছনের দরজা খুলল। উঠে বসল। হান্না লক্ষ্য করল ওকে। 'তুমি নিশ্চয় জর্জ ব্রাউন নও।'

চেহারা থমথমে দেখাল ব্রাউনের। 'মানে?'

'অনুমান করছি।'

'তোমার অনুমান চুলোয় যাক,' বলল ব্রাউন।

'তুমি চুলোয় যাও,' বলল হান্না।

ডর্কিং থেকে বেরিয়ে হরশ্যামের রাস্তা ধরল অ্যারন। সানোক্স থেকে এগোল

রিভার আরুনের দিকে। তারপর অলিগলি পার হয়ে চলল ফ্লাকসি অভিমুখে। একটা গাঁয়ে পৌঁছল সে। এখানে সিঙ্গল একটি পাব আছে, রয়েছে ছড়ানো ছিটানো কিছু ঘরবাড়ি। মাইলখানেক এগিয়ে সরু একটি গলিতে ঢুকল সে। ওটা গিয়ে মিশেছে প্রকাণ্ড একটি এয়ারফিল্ডে। এখানে টাওয়ার এবং প্রাচীন কিছু হ্যাঙার আছে। হ্যাঙারের বাইরে ব্রেক কষল অ্যারন।

গাড়ি থেকে নেমে পেছনের দরজা খুলল সে, 'নেমে পড়ো সবাই।' হান্নাকে নামতে সাহায্য করল অ্যারন। হান্না হিব্রুতে বলল, 'আমরা কোথায়?'

'আমরা সাসেক্সের গ্রামাঞ্চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটি ল্যাংকাস্টার বম্বার বেস হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে রানওয়েটা বেশ লম্বা। ঘাস আর আগাছা থাকলেও দিব্যি প্লেন দৌড়ায়। আর আমাদের লম্বা রানওয়েই দরকার।'

ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল, একটু পরে হ্যাঙার থেকে বেরিয়ে এল একটি সিটাশন জেট। গাড়ির কাছে এসে থামল প্লেন, খুলে গেল দরজা, নেমে এল সিঁড়ি।

'আমাদের গন্তব্য জানা যাবে কি?' জিজ্ঞেস করল হান্না।

'জাদুর রহস্যময় ভ্রমণ। ওকে প্লেনে নিয়ে যাও, মোশে।'

মোশে হান্নাকে মই বাইতে সাহায্য করল। একজন পাইলট হান্নাকে ভেতরে নিয়ে বসিয়ে দিল সিটে। অ্যারন ব্রাউনকে বলল, 'তুমি রওনা হয়ে যাও। আমরা যোগাযোগ রাখব।'

অ্যারন উঠে পড়ল প্লেনে। বন্ধ করে দিল দরজা। সিটাশন দৌড় শুরু করল। এয়ারফিল্ডের শেষ মাথায় পৌঁছাবার পরে ঘুরল। থেমে থাকল একমুহূর্ত। তারপর বজ্রের গর্জন তুলে রানওয়েতে চক্কর মেরে ডানা মেলল আকাশে। ব্রাউন ওটাকে মিলিয়ে যেতে দেখল দিগন্তে। ঢুকে পড়ল অ্যাম্বুলেন্সে। ছেড়ে দিল গাড়ি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি কন্ট্রোলরুমে বসে ভিডিও দেখছেন ফার্গুসন, ডিলন, রিলে এবং ব্লেক জনসন। ব্রাউনের মুখটা পর্দায় আসামাত্র চেঁচিয়ে উঠল রিলে, 'হ্যাঁ, এই যে সে। রেইনকোট পরা, ব্রিফকেস হাতে লোকটা।'

ফার্গুসনের নির্দেশে ভিডিও অপারেটর বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বড় করল মুখ। তারপর বেশ কিছু প্রিন্টআউট বের করা হলো।

'কিন্তু একে খুঁজে পাব কী করে, ডিলন?' ঘড়ি দেখলেন ফার্গুসন। 'আর চিফ-ইন্সপেক্টরই বা কোথায় গেল? সাড়ে ছটা বাজে।'

জুডাসের দেয়া মোবাইল ফোনটি বেজে উঠল। ডিলন পকেট থেকে ওটা বের করে অন করল সুইচ। দিল ফার্গুসনকে। ব্রিগেডিয়ার বললেন, 'ফার্গুসন বলছি।'

'জুডাস, ওল্ড বাডি। অনুমান করেছিলাম, ডিলনকে দেয়া এ মোবাইলটি আপনার কাছেই থাকতে পারে।'

'তুমি কী চাও?'

'আপনারা বোধহয় একজন ডিটেকটিভ চিফ ইন্সপেক্টরের খোঁজ পাচ্ছেন না।'

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গভীর দম নিতে হলো ফার্গুসনকে। 'কী বলতে চাও

তুমি?'

'তাকে এ মুহূর্তে প্রাইভেট সিটেশন বিমানে করে আমার কাছে নিয়ে আসা হচ্ছে।'

'কিন্তু কেন?'

'যাতে আপনি সীমা লঙ্ঘন করতে না পারেন, ব্রিগেডিয়ার। ওরা এখন একজন নয়, দুজন। একটু এদিক-সেদিক করেছেন কী ওরা দুজনেই মারা যাবে। গুড নাইট।'

নীরব হয়ে গেল লাইন। মোবাইলের সুইচ অফ করে দিলেন ফার্গুসন। চেহারা ফ্যাকাসে। 'জুডাস ফোন করেছিল। হান্না ওদের মুঠোয়।'

ভারী নীরবতা নেমে এল ঘরে। নীরবতা ভেঙে ব্লেক জনসন বললেন, 'প্রেসিডেন্টকে খবরটা দেয়া দরকার।'

'হ্যাঁ। আমার অফিসের ফোন ব্যবহার করো।' ব্লেক বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ফার্গুসন বললেন, 'আমরা এখন করবটা কী?'

'জুডাসকে খুঁজে বের করব,' বলল ডিলন।

'কিন্তু ওকে পাবে কীভাবে?'

'এগুলোর সাহায্যে,' হাতের ছবিগুলো দেখাল ডিলন, 'আমরা ব্রাউনকে খুঁজে বের করব।'

'কিন্তু এ ছবি টিভিতে দেয়া যাবে না,' বললেন ব্রিগেডিয়ার, 'সেক্ষেত্রে আরেকটি রাস্তা বের করতে হবে।'

সিটিংরুমে কোডেক্স লাইন অফ করে দিলেন প্রেসিডেন্ট। কিছুক্ষণ বসে রইলেন তারপর বাজার টিপে ডাকলেন টেডিকে। চেয়ার ছাড়লেন প্রেসিডেন্ট, একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন। মদের গ্লাসে চুমুক দিয়েছেন, ভেতরে ঢুকল টেডি।

'বলুন, মি. প্রেসিডেন্ট?'

'ব্লেকের সঙ্গে এইমাত্র কথা হলো। ভালো খবর হলো ভিডিও দেখে ভুয়া আইনজীবীর চেহারা সনাক্ত করতে পেরেছে রিলে।'

'বেশ,' মন্তব্য করল টেডি।

'তবে একটি দুঃসংবাদও আছে—জুডাস চিফ ইন্সপেক্টর বার্নস্টাইনকে কিডন্যাপ করেছে। এখন দু'জনকে নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হচ্ছে, টেডি। ফার্গুসন যাতে বাড়াবাড়ি না করে সেজন্য সে এ কাজ করেছে।'

'লোকটা একটা স্যাডিস্ট,' বলল টেডি।

'ঠিক বলেছ, কিন্তু ওকে গালি দিয়েও তো কোনো লাভ হচ্ছে না।' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'আমরা একটা ব্যাপার জানি,' বলল ডিলন, 'লোকটা রিলেকে বলেছে সে পেশায় আইনজীবী। এবং সে তাই। ঠিক, ডারমট?'

'হ্যাঁ,' বলল ডারমট। 'সে আইনের মারপ্যাঁচ ভালোই জানে।' একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল, 'আমার ব্যাপারে আপনারা কী সিদ্ধান্ত নিলেন? আমার আর কোনো কাজ আছে?'

'না, তেমন কোনো কাজ নেই,' বললেন ফার্গুসন, 'আউটার অফিসে চলে যাও। ওখানে রাতে থাকার ব্যবস্থা আছে। কাল সকালে তোমাকে আয়ারল্যান্ড পাঠিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ,' ডারমট ফিরল ডিলনের দিকে। 'দুঃখিত, শন।'

'তোমার কোনো দোষ নেই। গুড লাক। ডারমট।'

চলে গেল রিলে। ফার্গুসন বললেন, 'আমরা এখন করবটা কী?'

হাসল ডিলন, 'মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আমরা এক লোকের কাছে যাব। সে দেশের এমন কোনো আইনজীবী নেই যাকে চেনে না।'

'কে সে?'

'হ্যারি সলটার।'

'গুড গড, ডিলন। লোকটা তো গ্যাংস্টার।'

'এ জন্যই তো ওকে দরকার,' ডিলন ফিরল ব্লেকের দিকে।

'আপনি থাকছেন আমার সঙ্গে?'

'একশোবার।'

'চলুন, আপনাকে লন্ডনের আন্ডারওয়ার্ল্ডের চেহারাটা একবার দেখিয়ে আনি।'

হর্সগার্ডস এভিন্যু ধরে গাড়ি চালাচ্ছে ডিলন, ব্লেককে বলল, 'হ্যারি সল্টারের বয়স ষাটের কোঠায়। সে একটা ডাইনোসর। পঁচিশে পা দেয়ার আগেই সে গোটা সাতেক ব্যাংক ডাকাতি করে ফেলে। কিন্তু কখনোই পুলিশ তার টিকি ছুঁতে পারেনি। তার ওয়্যারহাউজ ডেভেলপমেন্ট আছে, আছে প্লেজার বোট। ওই বোটে চড়ে টেমস নদী উপভোগ করতে পারবেন। সে ওয়াশিং-এ ডার্কম্যান নামে একটি পাবও চালায়।'

'র‍্যাকেটের সঙ্গে এখনো জড়িত সে?'

'মূলত স্মাগলিং। অবৈধ ডিউটি-ফ্রি সিগারেট এবং মদ আনে ইউরোপ থেকে। আমস্টারডাম থেকে সম্ভবত হিরেও চোরাচালন করে সল্টার।'

'ড্রাগস এবং প্রসটিটিউশনের কথা কিন্তু তুমি বললে না,' বলল ব্লেক। 'সে-কি পুরানো আমলের গ্যাংস্টার?'

'ঠিক তাই। ওর সঙ্গে বেঈমানি করলে ও আপনার হাঁটুর মালাইচাকি গুঁড়িয়ে দেবে। তবে লোকটাকে আপনার ভালোই লাগবে।'

'আমি তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য মুখিয়ে আছি।'

ওয়াশিং হাই স্ট্রিটে মোড় নিল ওরা, ব্লেক বললেন, 'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছ

না, সিসিলিতে তোমার সঙ্গে হান্নাকেও কেন বন্দি করেনি ব্লেক?'

'হান্নাকে ওর সাক্ষী হিসেবে দরকার ছিল যাতে হান্না যা ঘটেছে তা ফার্গুসনকে বর্ণনা দিতে পারে। জুডাস জানত ফার্গুসন হান্নার মুখ থেকে সব কথা শুনলে বিশ্বাস করবেন।'

'তা বটে,' মাথা দোলালেন ব্লেক। 'তবে জুডাস লোকটাকে মনে হচ্ছে সে খেলতে খুব পছন্দ করে।'

'অবশ্যই করে।'

'তুমি সল্টারের সঙ্গে আগে কাজ করেছ?'

'করেছি। ওর সাহায্যে আমি একবার হাউজ অব কমন্স থেকে কিছু গোপন তথ্য বের করে নিয়ে আসি। এখন সল্টারের দলে লোকজন তেমন নেই। শুধু ভাতিজা বিলি আর দুই বিশ্বস্ত সঙ্গী বাক্সটার এবং হ্যাল। বাকিরা অ্যাকউনটেন্ট, সবই বৈধ।

ক্যাবল হোয়ার্ফ-এ মোড় নিয়ে বাইরে গাড়ি দাঁড় করাল ওরা। ডার্কম্যান পুরানো আদলের একটি পাব। কালো আলখেল্লা পরা ভীতিকর চেহারার এক লোকের ছবি আঁকা সাইনবোর্ডের পাশে। বাতাসে লোকটার আলখেল্লা উড়ছে। 'এটাই ওর পাব', বলল ডিলন, 'চলুন।'

দরজা ঠেলে সেলুনে ঢুকল ও। কোনো খদ্দের নেই, জায়গাটা একদম খালি। এমন সময় বার-এর পেছনের দরজা খুলে ঢুকল বারমেড, বছর চল্লিশের একহারা গড়নের এক স্বর্ণকেশী। এর নাম ডোরা। এর সঙ্গে ভালোই খাতির আছে ডিলনের। ডোরাকে খুব আপসেট লাগছে।

'ওঃ আপনি, মি. ডিলন। আমি ভাবলাম হারামজাদাগুলো আবার ফিরে এল কিনা।'

'কী হয়েছে, ডোরা? আর সবাই কই?'

'ভয়ে সব খদ্দের পালিয়েছে। হ্যারি ওর ছেলেদের নিয়ে আধঘণ্টা আগে ভেড়ার পাই খাচ্ছিল, এমন সময় স্যাম হুকার তার দলবলসহ ঢুকে পড়ে শটগান নিয়ে।'

'কেন?'

'সে হ্যারির মতো আজকাল প্লেজার বোট নিয়ে কাজ করছে। পার্টনারশিপ চেয়েছিল কিন্তু হ্যারি রাজি হয়নি।'

'তারপর কী হলো?'

'ওরা হ্যারি, বাক্সটার এবং হ্যালকে ধরে নিয়ে গেছে। বিলি বাধা দিয়েছিল। ওকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছে। একটু আগে জ্ঞান ফিরেছে বিলির। আমি কিচেনে ওর কাছই ছিলাম। আসুন।'

বার-ফ্ল্যাপ তুলে কিচেনে ঢুকল ডোরা ওদেরকে নিয়ে। বিলি সল্টার টেবিলে বসে স্কচ গিলছে, সামনে একটা শটগান। তার বয়স ছাব্বিশ, রুক্ষ চেহারা, শারীরিক হামলার অপরাধে জেল খেটেছে। তার মুখের বামপাশটা ফোলা, ছিলে

গেছে চামড়া। মুখ তুলে চাইল বিলি।

'ক্রাইস্ট, ডিলন, তুমি এখানে কী করছ? তোমার চুলের দশাই বা এরকম কেন?'

'তোমার চাচার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। একটা ব্যাপারে তার সাহায্য দরকার। কিন্তু এখন দেখছি ওরই আমার সাহায্যের প্রয়োজন।'

'ফাকিং স্যাম হুকার। আমি নিজেই ওকে টিট করতে পারব।'

'একা একা শুধু ওই শটগান নিয়ে? বোকার মতো কথা বোলো না, বিলি। ডোরা বলল হুকারের সঙ্গে চার গুণ্ডা ছিল। তুমি নিজেকে কী ভাবছ, ডার্টি হ্যারি? সিনেমায়ই কেবল এসব সম্ভব কারণ চিত্রনাট্য ওভাবেই লেখা হয়।'

গ্লাসে আরো হুইস্কি ঢালল বিলি। তাকাল ব্লেকের দিকে।

'তোমার বন্ধুটি কে?'

'ইনি সাবেক এফবিআই, ব্লেক জনসন।'

'তোমার চেহারা দেখে সুবিধের মনে হচ্ছে না,' বলল ব্লেক।

'সম্ভবত চোয়ালের হাড় ফেটে গেছে। আশপাশের কোনো হাসপাতালে গিয়ে আগে ডাক্তার দেখাও।'

'ওসব পরে হবে। আমি এখন যা চাই তা হলো একটি প্লেটে স্যাম হুকারের খণ্ডিত মস্তক।'

'কিন্তু এখানে বসে থাকলে তা পাবে না,' বলল ডিলন।

'ওকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে?'

'হুফার লিন্ডা জোনস নামে একটি প্লেজার বোটে বসে তার কাজকাম চালায়। ওটা পোল এন্ডের পুরোনো ডক-এ বাঁধা আছে। এখান থেকে আধমাইল দূরে জায়গাটা।'

ডিলন ফিরল ব্রেকের দিকে। 'এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয়। এর মধ্যে আপনাকে জড়াতে চাই না।'

'ঈশ্বরের দোহাই, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলে সময় নষ্ট কোরোনা তো,' বললেন ব্লেক, 'চলো, কাজে নেমে পড়ি।' তিনি পাব থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

পোল এন্ড পাণ্ডববর্জিত এলাকা। একসময়ের বিখ্যাত বন্দর এখন পুরোপুরি পরিত্যক্ত। রাতের আকাশে মাথা তুলে আছে জং ধরা ক্রেন। ডক থেকে খানিকটা দূরে গাড়ি থামাল ডিলন। নেমে এল। হাতে শটগান নিয়ে ডকের দিকে পা বাড়াল বিলি।

'ধ্যাত্তেরি,' বলল বিলি। 'ওরা তো বোট সরিয়ে নিয়েছে। ওই যে ওখানে লিন্ডা জোনস।'

ডকের দুটো বাহু ছড়িয়ে আছে নদীর দিকে, তিনশো গজ দূরে, বাহুজোড়ার মাঝখানে নোঙর করে আছে লিন্ডা জোনস।

'তুমি ঠিক জানো তোমার চাচা ওখানে আছেন?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লেক।

'এছাড়া আর কোথায় থাকবেন? আর মাঝ নদীতে বোট নিয়ে যাওয়ার কারণ ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কেউ ওতে উঠতে পারবে না।'

'কেউ না কেউ পারবে,' বলল ডিলন, 'তোমাকে আমি স্কুবা ডাইভিং শিখিয়েছি, বিলি, মনে আছে? শুনেছি তুমি বারবাডোসে ছুটিতে গিয়ে স্কুবা ডাইভিং কর। সার্টিফিকেটও নাকি পেয়েছ।'

'তো?'

'কাম অন, বিলি। তুমি নতুন একটি র‍্যাকেটের সঙ্গে কাজ করছ। আমস্টারডাম থেকে আসা হিরে জাহাজ থেকে ভাসমান মার্কারের কাছে ফেলে দেয়া হয়। তুমি পরে নদীতে গিয়ে সেগুলো তুলে আন। তার মানে ডার্কম্যানে তোমার ডাইভিং গিয়ার আছে?'

'অঃ তুমি সব খবরই রাখ দেখছি। আসলে কী বলতে চাইছ?'

'বলতে চাইছি জলদি পাব-এ যাও, একটা ট্যাঙ্ক, ফিন এবং মাস্ক নিয়ে দ্রুত এখানে ফিরে এসো। ডাইভিং সুট আনতেও ভুলবে না।'

'তুমি ওখানে সাঁতার কেটে যেতে চাইছ?'

'এছাড়া অন্য কোনো উপায় তোমার জানা আছে কী?'

'কিন্তু ওরা তো সংখ্যায় পাঁচজন।'

'আমার ওয়ালথারে ওদের প্রত্যেকের জন্য দুটো করে রাউন্ড থাকবে। যাও, বিলি, ডাইভ ব্যাগ আনতে ভুলো না। এই নাও চাবি।'

চলে গেল বিলি। ব্লেক ডকের কিনারায় এসে দাঁড়ালেন, উঁকি দিলেন ছায়ার মধ্যে। তারপর খাড়া হলেন। 'ওখানে রো বোটও নেই। তুমি পারবে তো, শন?'

'কেন পারব না? ওদেরকে কব্জা করে সল্টার এবং তার দুই সঙ্গীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব।'

'তুমি এমনভাবে বলছ যেন এরচেয়ে সহজ কাজ নেই।'

বোটের আলোর দিকে তাকাল ওরা। ভেসে এল হাসির শব্দ। 'ডেকে মানুষজন আছে,' বলল ডিলন।

'তিনজনকে দেখতে পাচ্ছি,' একজন মই বেয়ে নামছে,' বললেন ব্লেক। 'অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তবে নিচে বোধহয় বোট আছে।'

সত্যি বোট আছে। গর্জে উঠল একটি ইঞ্জিন। ডক লক্ষ্য করে ছুটে আসতে লাগল একটি স্পিডবোট। ডিলন এবং ব্লেক একটি ক্রেনের ছায়ায় আড়াল নিয়ে থাকল।

স্পিডবোট পাথুরে সিঁড়ির কাছে এসে থামল। হুইলের পেছনে থাকা লোকটা বেরিয়ে এল। সে ডকে ওঠামাত্র ব্লেক ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর। চেপে ধরলেন মুখ।

ডিলন লোকটার থুতনির নিচে ওয়ালথার চেপে ধরল। 'একটা শব্দ করেছ কী

জানে মেরে ফেলব। এটাতে সাইলেন্সার আছে। কাজেই গুলি করলেও শব্দ হবে না। বুঝতে পেরেছ?' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলেন ব্লেক। ডিলন জিজ্ঞেস করল, 'সল্টার এবং তার ছেলেদেরকে হুকার ওখানে আটকে রেখেছে—ঠিক?'

ভয়ে ভয়ে জবাব দিল লোকটা, 'জি।'

'কোথায়?'

'মেইন সেলুনে।'

'তুমি এখানে কী করছ?'

'মেইন রোডে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আছে। ওখান থেকে একটা জিনিস নিয়ে আসার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে হুকার।'

ডিলন লোকটার গলা থেকে টাই খুলে ব্লেককে দিলেন। ব্লেক ওটা দিয়ে ঝটপট লোকটার কব্জি বেঁধে ফেললেন।

'আমি কী ভাবছি তুমি তা জান?' ডিলনকে জিজ্ঞেস করলেন ব্লেক।

'অনুমান করতে পারি। আপনি যে মুহূর্তে আমাকে স্টার্নে দেখবেন, আপনি এবং বিলি স্পিডবোট নিয়ে রওনা হয়ে যাবেন। হুকার ভাববে তার লোক চাইনিজটাকে নিয়ে আসছে।' সে লোকটাকে ধরে জোরে ঝাঁকি দিল, 'তোমার গাড়ি কই?'

'পুরোনো ওয়্যারহাউজটার কাছে। ওই তো ওখানে।'

ওকে ছেড়ে এগিয়ে গেল ডিলন। অন্ধকারে একটা ফোর্ড ভ্যান দেখতে পেল। পেছনের দরজা খুললেন ব্লেক। ডিলন ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢোকাল লোকটাকে। 'একটা শব্দ করেছ কী আমি ফিরে আসব। আর আমি ফিরে এলে তোমার দশা কী করব তাতো জানোই।'

দরজা বন্ধ করে দিল ওরা, চলে এল ডকের ধারে।

কিছুক্ষণ পরে হাজির হলো বিলি। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করল। তারপর বুট খুলল।

'সব ঠিক আছে তো?'

'ওকে বলুন, ব্লেক,' বলল ডিলন। ব্লেক কী কী ঘটেছে বললেন বিলিকে। ডিলন গাড়িতে বসে নগ্ন হল। চশমা রেখে দিল জ্যাকেটের পকেটে। তারপর সাঁতার কাটার পোশাক পরে নিল। ওয়ালথার রাখল ডাইভ ব্যাগে। ওটা ঝুলে থাকল গলায়। পাথুরে ধাপ বেয়ে নিচে নেমে এল ডিলন। পায়ে ফিন গলিয়ে ঠিকঠাক করল মাস্ক, মাউথস্পিস অ্যাডজাস্ট করে নেমে পড়ল কালো পানিতে।

কী ঠাণ্ডারে বাবা! উত্তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খেল যেন ডিলন। তবে ঠাণ্ডা অগ্রাহ্য করে সাঁতার কাটতে লাগল। চলে এল লিন্ডা জোনস-এর নিচে। শামিয়ানার নিচে স্টার্ন ডেক জনশূন্য। সেলুন থেকে ভেসে আসছে হৈ-হল্লা। তারপর শোনা গেল যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ। ডিলন উঠে পড়ল বোটে। গলা থেকে খুলে নিল ডাইভ ব্যাগ। হাতে চলে এল ওয়ালথার। ডকের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। সেলুনের

দিকে পা বাড়িয়েছে, রওনা হয়ে গেল স্পিডবোট।

আবার ব্যথায় চিৎকার করে উঠল কেউ। দরজার পোর্টহোল দিয়ে উঁকি দিল ডিলন। সল্টার এবং তার দুই সঙ্গী চেয়ারে বসে আছে, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। কালো সুট পরা বিশালদেহী এক লোক হাতে জ্বলন্ত বুটেন সিলিন্ডার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বাক্সটারের বাম গালে আগুনের শিখা ছোঁয়াল। কুৎসিত মুখটা জ্বলজ্বল করছে।

বাক্সটার যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। হ্যারি সল্টার বলল, 'আমি করব। তুমি যা বলবে করব।'

'সত্যি?' বলল হুকার, 'তবে আমার মনে হয় না। কাজেই কাজটা আমাকে শেষ করতে দাও। শুরুটা কেমন লাগছে?'

ভেতরে হুকারের লোক দুজন। হাতে গ্লাস নিয়ে হাসাহাসি করছে তারা। তৃতীয়জন কোথায় গেল? তবে ডিলন আর অপেক্ষা করল না। হুকার সল্টারের দিকে এগিয়েছে সে লাথি মেরে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। বলল, 'অনেক হয়েছে। থামো।'

ডিলনকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চোখ বড়বড় হয়ে গেল হুকারের। 'আরে, তুমি এখানে ঢুকলে কী করে? ছেলেরা, ওকে ধরো।'

একজন পকেটে হাত ঢুকিয়েছে, তার উরুতে গুলি করল ডিলন।

হো হো করে হেসে উঠল সল্টার। 'ডিয়ার গড, ডিলন, ইউ লিটল আইরিশ বাস্টার্ড। কণ্ঠ না শুনলে চেহারা দেখে তো বুঝতেই পারতাম না এটা তুমি।'

ডিলন হুকারকে বলল, 'বার্নারের সুইচ অফ করে টেবিলে রেখে দাও।'

'ফাক ইউ!' গর্জে উঠল হুকার।

'অশ্লীল কথা বোলো না,' বলল ডিলন। গুলি করে হুকারের বাম কান উড়িয়ে দিল।

চিৎকার দিল হুকার, হাত থেকে পড়ে গেল বার্নার। নিভে গেল। এক হাতে কান চেপে ধরল হুকার। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে নামছে রক্ত। ডিলন হুকারের আরেক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করল। 'ওদের বাঁধন কেটে দাও।'

দরজা খোলা থাকার কারণে পেছনের লোকটার উপস্থিতি টের পায়নি ডিলন। তার ঘাড়ে ঠেসে ধরা হল শটগানের ব্যারেল। মাথা সামান্য বাঁকাতে আয়নায় সাঁটানো দেয়ালে জিপসি-চেহারার বেঁটে লোকটাকে দেখতে পেল।

জিপসি ডিলনের হাত থেকে কেড়ে নিল ওয়ালথার। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল হুকার, 'ওকে খুন করো। উড়িয়ে দাও হারামজাদার মাথাটা!'

ঠিক ওই মুহূর্তে সেলুনের অপর দরজা খুলে গেল। পেছনে বিলিকে নিয়ে হাজির হলেন ব্লেক জনসন। ডিলন বিদ্যুৎগতিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, ব্লেকের হাতের বেরেটা অগ্নিবর্ষণ করল, বুলেট গুঁড়িয়ে দিল জিপসির ডান কাঁধ, ধাক্কার চোটে ঘুরে

গেল সে, হাত থেকে খসে পড়ল শটগান।

'ওদেরকে খুন করব আমি,' বন্দুক তুলল বিলি।

'না, বিলি, ছেড়ে দাও,' হ্যারি সল্টার বলল। 'আমাদেরকে বন্ধন মুক্ত করো।' বাক্সটারের ঝলসানো মুখের দিকে তাকাল, 'ভয় নেই, জর্জ। আমি লন্ডন ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে তোমার মুখ ঠিক করে ফেলব।' বিলি ওদের বাঁধন কেটে ফেলল ছুরি দিয়ে। সিধে হলো সল্টার। হাতে হাত ঘষতে লাগল রক্ত চলাচলের জন্য। 'ডিলন, তোমাকে খুব হাস্যকর লাগছে। তবে আমার উইলে তোমার নাম থাকবে।'

যার উরুতে গুলি করেছিল ডিলন সেই লোকটা আর জিপসি আয়নার নিচে, বেঞ্চের ধারে হামাগুড়ি দিয়ে আছে। হুকার টেবিলে হেলান দিয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সবখানে রক্তে মাখামাখি।

'চলো,' বলল ডিলন, 'স্পিডবোট অপেক্ষা করছে।'

'আচ্ছা,' সল্টার স্পিডবোটে নামতে গিয়েও পিছিয়ে গেল। 'একটা কথা ভুলে গেছি। তোমার ওয়ালথারটা দাও, ডিলন।'

ডিলন তাকে অস্ত্র দিল। সল্টার ফিরে গেল সেলুনে। পরপর দুটো গুলির আওয়াজ হল। সেই সঙ্গে মরণ আর্তনাদ। সল্টার ফিরে এসে ডিলনকে তার ওয়ালথার ফেরত দিল।

'কী করেছ?' মই বেয়ে নামছে ওরা, জিজ্ঞেস করল ডিলন।

'হারামজাদা হুকারের দুটো পায়ের মালাইচাকি গুঁড়িয়ে দিয়ে এলাম। আর কোনোদিন হাঁটতে পারবে না ও।'

ওরা ফিরে এল ডার্কম্যানে। হ্যাল বাক্সটারকে নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। সল্টার, বিলি এবং ব্লেক শূন্য বার-এর বুথে বসল।

'শ্যাম্পেন, ডোরা,' হাঁক ছাড়ল সল্টার। 'ডিলনকে তো তুমি চেনোই। ক্রুগ ছাড়া কিছু রোচে না তার। কাজেই ক্রুগ নিয়ে এসো।'

বিলি বলল, 'আমি আসছি, ডোরা।' সে বার-এর পেছনে চলে গেল।

সল্টার ডিলনকে বলল, 'ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে। তা কী কারণে আগমন তোমার?'

'বিশেষ কারণে,' বলল ডিলন। 'খুব গোপন একটা ব্যাপার। ওয়ান্ডসওয়ার্থে জর্জ ব্রাউন নামে এক ভুয়া আইনজীবী এক কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। এই যে তার ছবি। দ্যাখো তো চিনতে পার কিনা।'

পকেট থেকে ব্রাউনের চারটা ছবি বের করে দিল।

সল্টার ছবিগুলোর ওপর একবার নজর বুলিয়ে মাথা নাড়ল, 'দুঃখিত, একে কোনোদিন দেখিনি।'

ডোরা ক্রুগের বোতল নিয়ে হাজির হল। ছিপি খোলার চেষ্টা করছে। তার পেছন পেছন বিলি এল বরফের ঝুড়ি হাতে। সে টেবিলে ঝুড়ি রাখল। ছবিগুলোর দিকে

তাকিয়ে মন্তব্য করল, 'আরে, এ লোক এখানে কী করছে?'

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর ডিলন জিজ্ঞেস করল, 'কে, বিলি, এ লোক কে?'

'বার্গার—পল বার্গার,' সল্টারের দিকে ফিরল বিলি। 'ন-মাস আগের সেই জালিয়াতির মামলার কথা মনে আছে তোমার? ফ্রেডি ব্লু টেলিভিশনের জন্য ডাউন পেমেন্ট নিয়ে কীভাবে ফেঁসে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'এই বার্গার ছিল তার আইনজীবী। এই লোকের নাম জীবনেও কেউ শোনেনি, তাকে দেখেওনি কোনোদিন। তবে ফ্রেডিকে সে ফ্রড কেস থেকে বাঁচিয়ে এনেছিল। খুব চালাক লোক এই বার্গার। সে বার্গার অ্যান্ড বার্গার নামে একটি ফার্মের পার্টনার। ওর কথা মনে আছে কারণ ফার্মের নামটা খুব হাস্যকর।'

ডিলন ডোরাকে বলল, 'টেলিফোন বুকটা একটু দেবে?'

শ্যাম্পেন ঢালল বিলি, 'আর কিছু জানতে চাও?'

'বিলি, তুমি এইমাত্র আমাদের হাতে সোনার খনি তুলে দিয়েছ,' বলল ডিলন। সে শ্যাম্পেনের গ্লাসে উঁচু করে ধরল। 'এটা তোমার জন্য।' এক ঢোকে শ্যাম্পেন গিলে গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রাখল ডিলন। 'আমি ফার্গুসনকে ফোন করব।'

ফোন সেরে ফিরে এল ডিলন। যোগ দিল ওদের সঙ্গে। এটা-সেটা নিয়ে কথা বলছে, কিছুক্ষণ পরে ওর মোবাইল বেজে উঠল। ফোনে কথা বলতে বলতে একটা প্যাডে কিছু লিখে নিল ডিলন। তারপর মোবাইলের সুইচ অফ করল।

'ফার্গুসন আমাকে ভুয়া ব্রাউনের বাসার ঠিকানা বলেছেন,' ব্লেককে বলল ও। 'ক্যামডেন টাওয়ার। এখন চলুন।' সিধে হলো ডিলন। সল্টার ওর হাত পুরে নিল নিজের মুঠোয়। 'যা খুঁজছ আশা করি পেয়ে যাবে।'

এগারো

ঠিকানাটা ক্যামডেন হাই স্ট্রিটের হক'স স্ট্রিট। 'পনেরো নাম্বার বাড়ি—এটাই', বললেন ব্লেক। গাড়ির গতি মন্থ্র করল ডিলন।

এ রাস্তায় সারি সারি ভিলা গড়ে উঠেছে ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে। তবে এখানকার কিছু বাড়ি নতুন, কিছু পুরানো। এস্টেট এজেন্টরা এ এলাকার নাম দিয়েছে আপ-অ্যান্ড-কামিং এরিয়া। তরুণ পেশাদাররা এখানে বাড়িঘর কিনে সংস্কার করে ওগুলোকে ঝকঝকে তকতকে করে তুলছে। আর পুরানোগুলো ভগ্নদশা নিয়ে পড়ে থাকছে।

নাম্বার পনেরো অবশ্য এর কোনো ক্যাটাগরিতেই পড়ে না। এটার ভগ্নদশাও নয় আবার নতুনের মতোও লাগছে না। ডিলন হক্স ফোর্টের শেষ মাথায় চলে এল গাড়ি নিয়ে। এখানে ভিক্টোরিয়ান আদলে গড়া প্রাচীন একটি চার্চ আছে, সমাধিসহ। একটা গেট আছে, একটা দুটো বেঞ্চ, কয়েকজোড়া পুরানো ফ্যাশনের স্ট্রিট ল্যাম্প। গাড়ি ঘোরাল ডিলন, রাস্তার পাশে, ক্যামডেন হাই স্ট্রিটে দাঁড়া করাল বাহন। নেমে এল গাড়ি থেকে।

ব্লেক জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে কাজটা করবে ভেবেছ কিছু?'

'এখনো ভাবিনি,' জবাব দিল ডিলন।

'কথা বলার পরে ওকে নিশ্চয় ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না।'

'সেফ হাউজে আটকে রাখব।' বলল ডিলন।

'আর জুডাস যদি কোনো কিছু টের পেয়ে যায়?'

'আমাদের হাতে আর কতটুকু সময় আছে, ব্লেক, চারদিন, আমাদের এখন ঝুঁকি নেয়ার সময় চলে এসেছে। বার্গার জাহান্নামে যাক। মেরি এবং হান্না অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

গেট খুলে কয়েক কদম এগোল ওরা। বাজাল ডোরবেল। বাড়িটি অন্ধকার এবং চুপচাপ। ডিলন আবারো বেল টিপল। 'লাভ নেই,' অবশেষে বলল ও। ঘুরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় খুলে গেল দরজা। দোরগোড়ায় আবির্ভূত হলো এক তরুণী।

মেয়েটির চুলের রঙ সোনালি, পরনে প্লাস্টিকের কালো ম্যাক এবং একই রঙের প্লাস্টিকের বুট। 'আমাকে খুঁজছেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না, মি. বার্গারকে,' জবাব দিল ডিলন।

দরজা বন্ধ করে দিল মেয়েটি। 'দুঃখিত, আমি ভেবেছিলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপার। সে তো বেশিরভাগ সময় ঘরের বাইরে থাকে। ওর বউ ওকে ছেড়ে যাবার পর থেকে একাই সময় কাটায়। আপনাদের কাছে সে টাকা পায় নাকি?'

'আরে না,' বলল ডিলন। 'আমরা ক্লায়েন্ট। সে আমাদের ল-ইয়ার।'

'সে সন্ধ্যাবেলাটা সাধারণত জিও'র রেস্টুরেন্টে কাটায়। ডান দিকে মোড় নিয়ে শ'খানেক গজ এগোলেই রেস্টুরেন্টটা।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বলল ডিলন। হাইহিলের খটখট আওয়াজ তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল তরুণী।

'চলো, রেস্টুরেন্টে যাই। আমার খিদে পেয়েছে,' বললেন ব্লেক।

'কিন্তু আমি যেতে পারব না। স্টাবল মিউজে আমার বাড়িতে ছারপোকা পাতার খবর তো জানেনই। বার্গার এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে, নাও পারে। তবে ও আমাকে দেখলে চিনে ফেলতে পারে। কাজেই আপনি একাই যান।'

'বেচারা শন, তোমাকে পেটে খিদে নিয়েই থাকতে হবে,' বললেন ব্লেক, 'তবে তোমার কথায় যুক্তিও আছে।'

জিও একটি ছোট ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট। টেবিলে চেক টেবিলক্লথ পাতা, মোমবাতি আছে, আছে একটা-দুটো বুথ। ডিলন পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল, ব্লেক জানালায় খাদ্য তালিকা পড়ার ভঙ্গিতে ভেতরটা দেখে নিলেন। মাথা ঘুরিয়ে বললেন, 'ও একাই আছে। জানালা দিয়ে দ্বিতীয় বুথে, পাস্তা খেতে খেতে বই পড়ছে। বইয়ের মধ্যে একদম ডুবে গেছে। দ্যাখো।'

দেখল ডিলন। বার্গারকে দেখেই চিনতে পারল। পিছিয়ে এল ও জানালা থেকে। 'আপনি ভেতরে যান। আমি আশপাশেই আছি। ও বেরুনোমাত্র ওকে ধরে নিয়ে হক'স কোর্টে যাব। ওখানে জেরা করব।'

'ঠিক আছে। দেখা হবে পরে।'

ভেতরে ঢুকলেন ব্লেক। এক ওয়েটার তাঁকে একটি টেবিলে বসিয়ে দিল। এখান থেকে বার্গারকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ব্লেক এক গ্লাস রেড ওয়াইন, স্পাগেটি এবং মিটবলের অর্ডার দিলেন। পাশের চেয়ারটাতে কেউ একটা খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, ওটাতে চোখ বুলানোর ভান করে বার্গারের দিকে নজর রাখলেন তিনি।

ডিলন একটা জেনারেল স্টোরে ঢুকল। সে হ্যাম স্যান্ডউইচ আর টমেটো দেয়া ফ্রেঞ্চব্রেড কিনল। মেশিন থেকে এককাপ ধূমায়িত চা নিয়ে বেরিয়ে এল। হালকা বৃষ্টি পড়ছে। বন্ধ একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে স্যান্ডউইচ খেল ডিলন। চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর জিও'র জানালার ধারে গিয়ে উঁকি দিল।

বার্গার এখনো বইয়ে ডুবিয়ে রেখেছে নাক। কফি পান করছে। ব্লেকের স্পাগেটি

ভক্ষণ পর্ব চলছে। হঠাৎ ঝমঝমিয়ে পড়তে লাগল বৃষ্টি। ডিলন ফিরে গেল গাড়িতে। দরজা খুলে একটা ফোল্ডিং ছাতা বের করল। খুলল। পেভমেন্ট দিয়ে হাঁটার সময় জিও'র দিকে তাকিয়ে দেখল বার্গার বিল দিচ্ছে। ওয়েটার বিল নিয়ে চলে যেতে তাকে হাত নেড়ে ডাকলেন ব্লেক।

চেয়ার ছাড়ল বার্গার, দেয়ালের হ্যাঙার থেকে নিজের কোট নিল। তারপর বইটি নিয়ে পা বাড়াল দরজায়। পিছিয়ে এল ডিলন। দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল বার্গার। মাথার ওপর টেনে দিল কলার, নেমে পড়ল বৃষ্টিতে। তার পিছু নিল ডিলন কয়েক গজ দূর থেকে। হক'স কোর্টের মোড়ে এসেছে ওরা, হাজির হয়ে গেলেন ব্লেক। পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন। বার্গার গেট খুলেছে, ডিলন ডাক দিল, 'মি. ব্রাউন? থমকে গেল বার্গার। ঘুরল। 'আই বেগ ইয়োর পার্ডন?'

'জর্জ ব্রাউন?' খুশি খুশি গলায় বলল ডিলন।

'দুঃখিত, আপনি ভুল করছেন। আমার নাম বার্গার-পল বার্গার।'

'তাতো জানিই। তবে ওয়ান্ডসওয়ার্থ প্রিজনে ডারমট রিলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নিজেকে আপনি ব্রাউন বলে পরিচয় দিয়েছিলেন।' বললেন ব্লেক জনসন।

'কথাটা অস্বীকার কোরো না,' পরামর্শের সুরে বলল ডিলন।

'সিকিউরিটি ভিডিওতে তোমার চেহারা দেখেছি আমরা। কাজেই জানি কে তুমি। জানি যে তুমি একজন ম্যাকাবি, জুডাসের ভ্রাতৃসঙ্ঘের একজন সদস্য।'

'কীসব আবোল-তাবোল বকছো,' বলল বার্গার।

'আমি আবোল-তাবোল বকছি না,' পকেট থেকে ওয়ালথার বের করল ডিলন, 'এতে সাইলেন্সার পেঁচানো আছে। তোমাকে গুলি করলেও কেউ শুনবে না।'

'গুলি করার সাহস হবে না তোমার।'

'তুমি যেসব কাণ্ড ঘটিয়েছ, আমি এখন যা খুশি করতে পারি। কাজেই হাঁটা দাও সোজা গোরস্তানের দিকে। তোমার সঙ্গে কথা আছে।' ওয়ালথার দিয়ে বার্গারের পেটে গুঁতো মারল ও। 'হাঁটো!'

গোরস্তানের রেলিঙের ঠিক ভেতরে একটা বারান্দা আছে। বারান্দায় একটি বেঞ্চিও আছে। কাছেই একটি স্ট্রিট ল্যাম্প জ্বলছে। ফলে এদিকটা বেশ আলোকিত। ডিনল বার্গারকে ধাক্কা মেরে বসিয়ে দিল বেঞ্চে।

'জুডাস ম্যাকাবিয়াস একজন ডানপন্থী ইহুদি টেরোরিস্ট। তার অনুসারীদের বলা হয় ম্যাকাবি, তুমি তাদেরই একজন। জুডাস মার্কিন প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে। অপহরণ করেছে চিফ ইন্সপেক্টর হান্না বার্নস্টাইনকেও।'

'যতসব বাজে কথাবার্তা!'

ব্লেক বললেন, 'ফালতু কথা ছাড়ো। আমরা জানি তুমি জর্জ ব্রাউন, ওয়ান্ডসওয়ার্থে ডারমট রিলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে। কারাগারের ভিডিও সার্ভিলেন্স টেপে তোমার ছবি আমরা দেখেছি। আমরা রিলেকেও পেয়েছি।'

'রাবিশ, তোমরা ওকে পেতেই পার না।' বলল বার্গার।

'আজ সকালেই ওকে আয়ারল্যান্ড থেকে লন্ডনে নিয়ে আসা হয়েছে। সে এ মুহূর্তে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে আছে। সে কসম খেয়ে বলেছে তুমি তাকে কথা দিয়েছিলে সিসিলিতে একজন শন ডিলনকে পাঠানো গেলে তুমি রিলেকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করবে। ডিলনও এটা স্বীকার করবে।'

'এ অসম্ভব,' বলল বার্গার, পা দিয়ে ফেলল ফাঁদে।

'কেন? কারণ সে মারা গেছে, ওয়াশিংটনে খুন হয়েছে বলে?' চোখ থেকে একমুহূর্তের জন্য চশমা খুলল ডিলন ভয়ংকর একটা হাসি হেসে, 'না সে মারা যায়নি। বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে। এই যে আমি।'

ভয়ানক আঁতকে উঠল পল বার্গার।

'সবকিছু খুব চমৎকারভাবে সাজিয়েছ তুমি,' বলল ডিলন।

'প্রিজন অফিসার জ্যাকসনকেও মেরে ফেলেছ। কাজটা কি তুমিই করেছ, বার্গার? সে হয়তো তোমাকে চিনে ফেলেছিল। কে জানে?' সিগারেট ধরাল ডিলন। 'তবে গ্রেট জুডাসও ভুল করে। তার পতন হতে চলেছে, বার্গার। সেইসঙ্গে তোমারও। কাজেই কথা বলো।'

'আমি পারব না। সে আমাকে খুন করে ফেলবে।'

'তার আগেই আমি তোমাকে খুন করব,' বলল ডিলন। মনুমেন্ট এবং কবরের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওখানে ওকে কবর দেয়ার মতো জায়গা আছে প্রচুর।' সে বার্গারের থুতনির নিচে ঠেসে ধরল ওয়ালথার। 'কথা বলো—নয়তো এক্ষুনি মেরে ফেলব তোমাকে।

কাঁপতে কাঁপতে বার্গার বলল, 'কী জানতে চাও?'

'জুডাস যোগাযোগ করে কীভাবে?'

'আমার কাছে একটি বিশেষ মোবাইল আছে। রিলেকে ওয়ান্ডসওয়ার্থ থেকে বের করে নিয়ে আসার সময় ওটা আমাকে দিয়েছিল সে। সে ওতে কথা বলে।'

'তোমার সঙ্গে তার কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে?'

'না। আমাকে আরেকজন ম্যাকাবি রিক্রুট করে।'

ব্লেক জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে জুডাস কাজ-কাম চালায় কোত্থেকে?'

'আমি জানি না।'

'সত্যি কথা বলো,' বলল ডিলন।

বার্গার ভেঙে পড়েছে। সত্যি কথাই বলছে, 'কসম খেয়ে বলছি আমি জানি না।'

ব্লেক হাত রাখলেন বার্গারের কাঁধে। 'চিফ ইন্সপেক্টর বার্নস্টাইনের ব্যাপারে কী জানো?'

'তাকে দুই ম্যাকাবি তার দাদুর বাড়ির সামনে থেকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নেয়। ওরা জুডাসের ব্যক্তিগত কর্মচারী।'

'নাম?' গর্জন ছাড়ল ডিলন।

'অ্যারন এবং মোশে।'

ডিলন ফিরল ব্লেকের দিকে, 'ওরাই আমাকে সালিনাসে আটক করেছিল।'

'তুমি ওদের সঙ্গে ছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল বার্গার, 'আমরা তাকে সাসেক্সের ফ্লাক্সবিতে নিয়ে যাই। ওখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের একটা বক্সার বেস আছে। একটা সিটেশন জিপে মহিলাকে তুলে দেয়া হয়। আমার কাজ ছিল ডকিঙের কোথাও অ্যাম্বুলেন্সটা ফেলে আসা।'

'ওরা কোথায় গেছে তুমি জান না?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লেক।

'বিশ্বাস করুন জানি না।'

ওরা দুজনেই বুঝতে পারছে সত্যি কথাই বলছে বার্গার। ডিলন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বললে একজন ম্যাকাবি তোমাকে রিক্রুট করেছে। কে সে?'

'আমি ইসরায়েল রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। আলোচনাটা হয় প্যারিস ইউনিভার্সিটিতে। আমি একটি সেমিনারে বেশ জোর বক্তৃতা দিই। একজন আইনজীবী নিজেই এসে আমার সঙ্গে পরিচিত হয়। বলে আমার বক্তৃতা তার ভালো লেগেছে। সে আমাকে ডিনারে দাওয়াত দেয়।'

'লোকটা ম্যাকাবি?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লেক।

'জি। আমরা নদীতে ভাসমান রেস্টুরেন্টে বসে কথা বলি, ওখানে চার দিন ছিলাম। প্রতিদিনই সে আমার সঙ্গে দেখা করেছে।'

'ওই লোক তোমাকে রিক্রুট করে?'

'আমিও যোগ দিতে আগ্রহী ছিলাম।'

'তারপর স্বঘোষিত সর্বশক্তিমান জুডাস তোমার সঙ্গে কথা বলে?' জানতে চাইল ডিলন।

'তিনি একজন গ্রেটম্যান। তিনি নিজের দেশকে ভালোবাসেন।' বলল বার্গার।

ডিলন বলল, 'প্যারিসে যে আইনজীবী তোমাকে রিক্রুট করেছিল তার নাম কী? বোলো না যে তার নাম মনে নেই।'

'তার নাম রোকার্ড—মাইকেল রোকার্ড।'

'জেসাস!' আঁতকে উঠল ডিলন। ফিরল ব্লেক জনসনের দিকে।

'ওই লোক তো ডি ব্রিসাক পরিবারের আইনজীবী। মেরির আসল পরিচয় সে যে কোনোভাবেই হোক জেনে গেছে। কর্ফুতে তার একটি কটেজ আছে। ওখান থেকেই অপহরণ করা হয় মেরিকে।'

'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ প্যারিস, বুঝলাম,' বললেন ব্লেক। 'কিন্তু একে নিয়ে কী করব?'

ডিলন ঘুরল বার্গারের দিক, 'চলো, তোমাকে একটা সেফ হাউজে নিয়ে যাব। সবকিছুর সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত ওখানে আটকে থাকবে তুমি।'

বার্গার মাঝখানে, ওরা হাঁটতে শুরু করল। বার্গার বলল, 'আমি জানি তোমরা আমাকে খুন করবে। ওসব সেফ-হাউজ-টাউজের কথা মিথ্যা।'

ব্লেক বললেন, 'অবশ্যই সেফ-হাউজ আছে।'

'তোমরা মিথ্যা বলছ!' নিচু গলায় বলল বার্গার, তারপরই ঝেড়ে দৌড় দিল।

ওরা ছুটল বার্গারের পেছনে। রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেল বার্গার, মাথা নিচু করে দৌড়াচ্ছে, কামডেন হাইস্ট্রিট পার হচ্ছে, এমন সময় বিপরীত দিক থেকে উদয় হলো একটি ডাবল ডেকার বাস। সরে যাওয়ার সময় পেল না বার্গার, বাসের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ হল। প্রচণ্ড ধাক্কায় শূন্যে উড়ে গেল সে। বিশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল রক্তাক্ত মাংসের দলা হয়ে।

পথচারীরা ছুটে এল। শুকনো চেহারা নিয়ে বাস থেকে নামল ড্রাইভার। কোত্থেকে হাজির হয়েছে পুলিশের একটা গাড়ি, দুজন কর্মকর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সামনে। একজন হাঁটু মুড়ে বসল বার্গারের পাশে, পরীক্ষা করল। মুখ তুলে চাইল সে সঙ্গীর দিকে। 'মারা গেছে।'

গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মধ্যে। ড্রাইভার বলল, 'আমার কোনো দোষ নেই।'

প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই সাক্ষ্য দিল, 'ঠিক কথাই বলেছে সে। লোকটা অন্ধের মতো ছুটে আসছিল রাস্তা দিয়ে।'

ভিড়ের পেছনে দাঁড়ানো ডিলন ইশারা করল ব্লেককে। ওরা হেঁটে ফিরল নিজেদের গাড়িতে। তারপর ত্যাগ করল অকুস্থল।

সিটেশন বিমানের ভ্রমণ হল ঘটনাবিহীন। হান্না অ্যারন এবং মোশের সঙ্গে প্রায় কথাই বলল না। নিজেকে যতদূর সম্ভব ওদের কাছ থেকে সরিয়ে রাখল দূরে। তাকে কফি এবং স্যান্ডউইচ খেতে দেয়া হল। পত্রিকাও দিল পড়ার জন্য। করার মতো কোনো কাজ নেই হান্নার শুধু মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকা ছাড়া। ত্রিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে চলেছে বিমান। নিচেটা ঢেকে আছে ঘন মেঘে। হান্না বুঝতে পারছে না কোথায় আছে ও।

তিন ঘণ্টা বাদে অনেক নিচে ঝিলিক দিল সমুদ্র। সম্ভবত ভূমধ্যসাগর। একটা দ্বীপও দেখা গেল একঝলক। তারপর আবার সবকিছু ঢাকা পড়ে গেল মেঘের ভেলায়।

মোশে কফি বানাতে ব্যস্ত। অ্যারন ডুবে আছে বইয়ের জগতে। গত তিন ঘণ্টা ধরে বইটি পড়ছে সে। মোশে খাবার-দাবার নিয়ে হাজির হলো। অ্যারনকে স্যান্ডউইচ এবং কফি দিল।

'আপনিও এটা নেবেন, চিফ ইন্সপেক্টর?'

'না, শুধু কফি।'

জানালা দিয়ে আবার উঁকি দিল হান্না। অনেক নিচে আরেক টুকরো দ্বীপ দেখতে পেল একপলক, তারপর মেঘের কম্বল ঢেকে ফেলল সবকিছু। কাঁধে টোকার স্পর্শে ঘুরল। মোশে ওকে কফি দিল।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে, লক্ষ্য করল ওর দিকে তাকিয়ে আছে অ্যারন। সেও কফি পান করছে। মুখে অদ্ভুত হাসি। কেমন অস্বস্তি লাগল হান্নার।

'আমার দিকে ওভাবে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছ কেন?'

'আপনাকে দেখছি। আপনার দাদু একজন র‍্যাবি, আপনার বাবা বিখ্যাত সার্জন। আপনি একজন ধনবতী নারী, পড়াশোনা করেছেন ক্যামব্রিজে, তারপর যোগ দিলেন পুলিশে, হয়ে উঠলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সেরা গোয়েন্দাদের একজন—প্রয়োজনে যার খুন করতে হাত কাঁপে না। ক'জনকে এ পর্যন্ত হত্যা করেছেন? দুই নাকি তিন?'

লোকটাকে মোটেই পছন্দ হচ্ছে না হান্নার, তেতেমেতে যুৎসই কোনো জবাব খুঁজল, পেল না। ধীরে নিজের কাপটা নামিয়ে রাখল অ্যারন। হাত বাড়াল হান্নার কাপের দিকে।

'আমি নিচ্ছি, চিফ ইন্সপেক্টর,' বলল সে। 'আপনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। আমরা প্রায় চলে এসেছি। আপনি কোথায় আছেন না জানাটা সবার জন্যই মঙ্গলজনক।'

কফি! হান্না যখন বুঝতে পারল কফিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়া হয়েছে, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। দু'চোখ ভরে আঁধার নামল। ঘুমিয়ে গেল ও।

ক্যাভেনডিশ স্কোয়ারের ফ্ল্যাট। ফার্গুসন ডিলনের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিলেন মাইকেল রোকার্ড সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবেন সরাসরি ম্যাক্স হার্নুর সঙ্গে কথা বলে। কর্নেল ম্যাক্স হার্নু ফরাসি সিক্রেট সার্ভিসের সেকশন ফাইভ প্রধান। ফার্গুসনের বিশেষ বন্ধু। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল মাইকেল রোকার্ড ফ্রান্সের বিখ্যাত অনেক পরিবারের সঙ্গে কাজ করেছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম সম্পর্ক। রোকার্ড বিয়ে করেছিল, অসুখে ভুগে বউ মারা গেছে বছর কয়েক আগে। রোকার্ডের কোনো সন্তান নেই। সে জাতিতে ইহুদি। কৈশোরে রোকার্ডসহ তার পরিবারকে ধরে নিয়ে যায় নাৎসিরা। অসউইজ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মারা যায় তার গোটা পরিবার। একা শুধু বেঁচে যায় মাইকেল রোকার্ড। বর্তমানে সে অ্যাভিনু ভিক্টর হুগোর একটি অ্যাপার্টমেন্টে বাস করছে।

ওভাল অফিসে জেক কাজালেট বক্তৃতার নোটে চোখ বুলাচ্ছেন। পরদিন লাঞ্চে একদল জাপানি রাজনীতিবিদের সামনে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হবে। কিন্তু মুশকিল হল তিনি মনোযোগ দিতে পারছেন না। মেরির চিন্তায় অস্থির হয়ে আছেন। কলম

রেখে দিলেন প্রেসিডেন্ট। তখুনি বিশেষ কোডেক্স লাইনে বেজে উঠল ফোন।

'মি. প্রেসিডেন্ট? চার্লস ফার্গুসন।'

'কোনো খবর আছে?' হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠলেন প্রেসিডেন্ট।

'আমরা জর্জ ব্রাউন নামে ভুয়া আইনজীবীকে খুঁজে বের করতে পেরেছি।'

উত্তেজনা বোধ করলেন কাজালেট। 'যাকে ওয়ান্ডসওয়ার্থে রিলে দেখেছিল?'

'জি।'

'মেরি কোথায় আছে বলেছে?'

'সে জানে না।'

'তুমি এত নিশ্চিত হও কী করে?' রাগ প্রেসিডেন্টের গলায়।

'ব্লেক জনসনের সঙ্গে কথা বলুন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

নীরবতা। তারপর জনসনের কণ্ঠ শোনা গেল। 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমি এবং ডিলন লোকটাকে জেরা করেছিলাম। কিন্তু সে বলতে পারেনি মেরি কোথায় আছে।'

'তুমি পাস্ট টেন্স ব্যবহার করছ।'

'জি। সে মারা গেছে। আপনাকে সব কথা খুলে বলছি...'

ব্লেকের কথা শেষ হলে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'জুডাস তাহলে স্রেফ টেলিফোনে একটি কণ্ঠ।'

'সে ফোনেই শুধু নির্দেশ দেয়। পুরানো কম্যুনিস্ট সেল সিস্টেম। একজন বড়জোর আরেকজনের কথা জানে। এর বেশি কিছু নয়।'

'যেমন বার্গার প্যারিসে রোকার্ড নামে ল-ইয়ারের কথা জানত?'

'জি।'

'তো, এবারে প্যারিস?'

'অবশ্যই। কাল সকালেই আমি আর ডিলন রওনা হচ্ছি।'

'বেশ। ব্রিগেডিয়ারকে দাও।'

একমুহূর্ত পরে ফার্গুসন বললেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট?'

'তুমি কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করলেন কাজালেট।

'ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিসের এক কন্টাক্টের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। কৈশোরে মাইকেল রোকার্ডকে অসউইজে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সে ছাড়া পরিবারের আর কেউ বাঁচে নি।'

'গুড গড,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তার মানে সে একজন ম্যাকাবি?'

'তেমনই মনে হচ্ছে।'

'আশা করি ব্লেক এবং ডিলন ওর কাছ থেকে সঠিক তথ্য আদায় করতে পারবে।'

ফোন রেখে দিলেন কাজালেট। নক্ হলো দরজায়। ভেতরে ঢুকল টেডি বগলে কতগুলো ফাইল নিয়ে।

'কয়েকটা কাগজে সই করতে হবে, মি. প্রেসিডেন্ট।'

ফোল্ডারগুলো ডেস্কে রেখে খুলল সে। কাজালেট বললেন, 'আমি এইমাত্র ফার্গুসন এবং ব্লেকের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম।'

'কোনো উন্নতি?'

যা শুনেছেন জানালেন জেক কাজালেট।

সাথে সাথে উত্তেজিত হয়ে উঠল টেডি। 'এই রোকার্ডের কাছেই সব রহস্যের চাবিকাঠি। সে নিশ্চয় আপনার মেয়ের কথা জানত। সে-ই এসব কথা জুডাসকে বলেছে।'

'হতে পারে। আচ্ছা, কোথায় সই করতে হবে?'

টেডি কতগুলো কাগজ এগিয়ে দিল প্রেসিডেন্টকে। কাজালেট সবগুলো কাগজে সই করলেন। টেডি ফাইল বন্ধ করল। তুলে নিচ্ছে, এমন সময় বগল থেকে আরেকটা ফাইল খসে গেল, ছড়িয়ে পড়ল কয়েক টুকরো কাগজ। একটি কাগজে মেরি ডি ব্রিসাকের চারকোলে আঁকা কালো দাঁড়কাকের ছবি আছে।

প্রেসিডেন্ট তুলে নিলেন ছবিটি। 'এ জিনিস নিয়ে তুমি কী করছ, টেডি?'

'ডিলনের জন্য এ ছবিটি আপনার মেয়ে এঁকে দিয়েছিল, মি. প্রেসিডেন্ট। জুডাসের রুপোর একটি লাইটারে এ ছবিটি খোদাই করা। জুডাস ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। এটা নিশ্চয় রেজিমেন্টাল ক্রেস্ট। আমি ইসরায়েলি ডিভিশনাল সাইনের ওপর একটা বইও কিনেছি। ডিলনের ধারণা আমরা আউটফিটটি চিনতে পারলে এটা একটা সূত্র হয়ে উঠবে। কিন্তু আমি কোথাও পৌঁছাতে পারি নি।'

'কারণ তুমি ভুল বইতে খোঁজাখুঁজি করেছ,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'থাবায় বিদ্যুতের ঝিলিক নিয়ে কালো দাঁড়কাক। এটা ৮০১তম এয়ারবোর্নের আউটফিট। ভিয়েতনাম যুদ্ধে এ আউটফিট ব্যবহার করা হত। আমি ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে ডেল্টার হয়ে বড় একটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। এ ক্রেস্ট ছিল লেফট ফ্লাঙ্কে।'

'মাই গড!' বলল টেডি।

'ডিলন কী বলেছিল মনে আছে? জুডাসের ইংরেজি উচ্চারণ আমেরিকানদের মতো। তবে জুডাস কথাটা স্বীকার করেনি।'

'মিথ্যা বলার পেছনে নিশ্চয় বিশেষ কোনো কারণ আছে। সে যদি ৮০১তম এয়ারবোর্নে কাজ করে থাকে, তবে সে অবশ্যই আমেরিকান।'

'আপনার কথাই ঠিক। তার মানে ওই সময় সে অফিসার ছিল।'

'হতে পারে,' চেয়ারে হেলান দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'যদ্দূর মনে পড়ে ওরা পেনসিলভানিয়ার ফোর্ট ল্যাঙ্গিঙে কাজ করত। ওখানে কয়েকটি নতুন এয়ারবোর্ন ইউনিট ছিল।'

'আমি চেক করছি,' দরজার দিকে পা বাড়াল টেডি।

‘এক মিনিট টেডি, তুমি যদি আর্কাইভ সেকশনের সঙ্গে কথা বলে জানতে চাও ওই সময় রেজিমেন্টে কোন্ কোন্ অফিসার কাজ করত, সমস্যা হতে পারে।’

‘মনে হয় না জুডাসের বিশেষ ম্যাকাবিদের কেউ ওখানে বসে অপেক্ষা করছে কেউ আর্কাইভ চেক করতে আসে কিনা দেখার জন্য। তবু আমি সতর্ক থাকব।’

দশ মিনিট পরে ফিরল টেডি। ‘আমি আর্কাইভের কিউরেটর মেরি কেলি নামে এক চমৎকার মহিলার সঙ্গে কথা বলেছি। সে জানাল ওই সময় একডজন এয়ারবোর্ন ইউনিট কাজ করছিল। মহিলাকে বললাম আমি ভিয়েতনামের বিমানযুদ্ধের ওপর একটি বই লিখছি। তথ্য-উপাত্ত দরকার।’

‘ভালোই চালাকি করেছ। কিন্তু তুমি আসলে খুঁজছটা কী?’

‘জুডাস ডিলনকে বলেছে সে ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। ওই যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৭৩ সালে। সে সিক্স ডে ওয়র-এ অংশ নেয়নি। ওটা ১৯৬৯ সালের লড়াই ছিল। কেন নেয়নি?’

‘কারণ ওই সময় সে ভিয়েতনামে কাজ করছিল,’ বললেন কাজালেট।

‘রেজিমেন্টে যেসব অফিসার কাজ করত তাদের তালিকা আমি চেক করব, বিশেষ করে ইহুদি অফিসারদের নাম।’

‘কিন্তু, টেডি, ওই সময় অনেক ইহুদি অফিসার ছিল।’

‘ঠিক, এদের একজন আমার পুরানো কোম্পানি কমান্ডারও,’ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল টেডি। ‘ফর ক্রাইস্টস শেক, জেক, এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে ভাল্লাগছে না। তুমি অনুমতি দিলে কাল সকালেই এন্ড্রুজ থেকে জেট নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি। জলদি পৌঁছাতে চাই ওখানে।’

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে একটা হাত তুললেন জেক কাজালেট।

‘ঠিক আছে, টেডি। যাও।’ কোডেক্স ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। ‘আমি ফার্গুসনকে জানিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা।’

অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরে এল হান্না বার্নস্টাইন। ভল্টেড সিলিঙের ঝুলন্ত ছোট ঝাড়বাতি তীব্র আলো ছড়াচ্ছে। ঘরটি কালো কাঠের তৈরি। অনেক প্রাচীন। বিছানাটি প্রকাণ্ড। কালো কাঠের আসবাব, একটি বড়সড় পার্শিয়ান কার্পেট ছড়িয়ে আছে পালিশ করা ওকের মেঝেতে।

বিছানা থেকে নামল হান্না, সিধে হল, চক্কর দিল মাথা। টলে উঠল সামান্য। জানালার সামনে হেঁটে গেল। তাকাল নিচে। মেরি ডি ব্রিসাক তার ঘর থেকে যে দৃশ্য দেখে, একই জিনিস হান্নারও চোখে পড়ল। জেটির সঙ্গে বাঁধা স্পিডবোট একপাশে, অন্যপাশে একটি লঞ্চ। আকাশে জ্বলজ্বল করছে তারা, চাঁদের আলো নাচছে পানিতে।

খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল অ্যারন। পেছনে ডেভিড ব্রাউন। হাতে একটি ট্রে। 'অঃ, উঠে পড়েছেন দেখছি। আপনার জন্য কফি এনেছি। ব্ল্যাক। খেলে চাঙা লাগছে শরীর।'

'গতবারের মতো?'

'আমার কোনো উপায় ছিল না, বোঝেনই তো।'

'আমি কোথায়?'

'বোকার মতো প্রশ্ন করবেন না। কফি খান। তারপর একটা শাওয়ার নিন। দেখবেন ঝরঝরে লাগছে। বাথরুমটা ওখানে। ভালো কথা, এ হলো ডেভিড।'

ব্রাউন অ্যারনকে হিব্রুতে বলল, 'এ চিফ ইন্সপেক্টর, না? হেভি জিনিস।'

একই ভাষায় বলল হান্না, 'তোমরা এখুনি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও।'

অ্যারন ঠিকই বলেছে কফি পান করতে চাঙা হয়ে উঠল শরীর। পরপর দু'কাপ কফি খেল হান্না। তারপর নগ্ন হয়ে বাথরুমে ঢুকল। শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানিতে ঝাড়া পাঁচ মিনিট ভিজল। খাটো চুল মুছল তোয়ালে দিয়ে, দেয়ালে ঝোলানো হেয়ারড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে ফেলল। তারপর বেডরুমে ঢুকে জামাকাপড় পরল।

দশ মিনিট পরে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হান্না, দরজায় শব্দ হল খুট করে। ঘুরল হান্না। দরজা খুলেছে অ্যারন, সরে দাঁড়াল একপাশে। ভেতরে ঢুকল জুডাস। পরনে কালো জ্যাম্প সুট, মুখে স্কি-মাস্ক। ভীতিকর লাগছে দেখতে।

সিগার ফুঁকছে জুডাস। হাসির ভঙ্গিতে ফাঁক হল ঠোঁট।

'তাহলে তুমিই বিখ্যাত ডিটেকটিভ চিফ ইন্সপেক্টর হান্না বার্নস্টাইন। তোমার মতো সুন্দরী ইহুদি কন্যা এসব চাকরি কেন করছ? তোমার উচিত ছিল এতদিনে বিয়ে করে তিন বাচ্চার মা বনে যাওয়া।'

'আর কর্তার জন্য নুডলসসহ চিকেন সুপ তৈরি এবং তার খেদমত করা, না?' মুখ বাঁকাল হান্না।

'ওটাই তো ভালো।' হিব্রু ভাষায় বলল জুডাস। 'তোমার বন্ধু ডিলনের জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু যার যখন সময় আসে বিদায় নেয়ার, তাকে যেতেই হয়।' সে অ্যারনের দিকে ফিরল। 'ওকে নিয়ে যাও। আমাদের বিশেষ অতিথির সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দাও।'

মেরি ডি ব্রিসাক ছবি আঁকছিল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল অ্যারন, পেছনে হান্না এবং জুডাস। ভুরু কুঁচকে হাতের ব্রাশ নামিয়ে রাখল মেরি।

'কী ব্যাপার?'

'তোমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য একজন বান্ধবী নিয়ে এসেছি,' জুডাস ফিরল হান্নার

দিকে। 'ওকে পরিচয় দাও তুমি কে?'

'আমার নাম হান্না বার্নস্টাইন।'

জুডাস বলল, 'এ হল ডিটেকটিভ হান্না বার্নস্টাইন। সে ডিলনের সঙ্গে সিসিলিতে ছিল। আমরা ডিলনকে ধরে আনলেও ওকে ছেড়ে দিই যাতে সে তার বসের সঙ্গে কথা বলতে পারে। ডিলনের মৃত্যুতে তুমি মুষড়ে পড়েছ দেখে ওকে আমরা লন্ডন থেকে ধরে এনেছি শুধু তোমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য।' সে হান্নার দিকে ফিরল, 'তুমি আমার কথায় কিছু মনে করো নি তো?'

ঠাণ্ডা গলায় হান্না বলল, 'তোমরা আমাদেরকে একটু একা থাকতে দিচ্ছ না কেন?'

হেসে উঠল জুডাস, 'তোমার সঙ্গে আমি কিন্তু একটুও খারাপ ব্যবহার করিনি। ঠিক আছে, তোমাদেরকে একসঙ্গে ডিনার করার সুযোগ দেয়া গেল।' চলে গেল সে অ্যারনকে নিয়ে।

'আমি কী করে বুঝব তুমি আসলে কে?' বল মেরি।

হাসল হান্না। 'আমার ওপর তোমার আস্থা রাখতে হবে। তুমি ছবি তো বেশ ভালো আঁকো।' ইজেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। তুলে নিল একটুকরো চারকোল বা কাঠকয়লা। কার্টিজ পেপারে গোটা গোটা অক্ষরে লিখল : **ডিলন বেঁচে আছে।** মেরি লেখাটা পড়ল। হান্নার দিকে তাকাল অবাক চোখে। হান্না লিখে চলল **এই ঘরে ছারপোকা থাকতে পারে। বাথরুমে যাও।**

মেরি বাথরুমে ঢুকল, তার পেছন পেছন হান্না। বন্ধ করে দিল দরজা। ফ্লাশ করল টয়লেট। বিকট শব্দে পানি পড়তে লাগল। 'তোমার বাবার সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করেছি—আমি এবং ডিলন। ডিলন জানত ওরা তাকে খুন করবে। ওদেরকে বোকা বানানোর জন্য সে মরার ভান করে। অত বিস্তারিত এ মুহূর্তে না জানলেও চলবে।'

'ওহ্, মাই গড!'

'তোমার ঘরে ছারপোকা নাও থাকতে পারে তবে আমরা ডিলনের প্রসঙ্গ এমনভাবে তুলব যেন সে সত্যি মারা গেছে।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

'সে তোমাকে উদ্ধার করতে আসছে।'

'আর তোমাকে?'

হাসল হান্না। 'হি ইজ দ্য বেস্ট, কাউন্টেস। জুডাস জানে না সে কীসের বিরুদ্ধে লেগেছে। এখন চলো।'

আবার টয়লেট ফ্লাশ করল হান্না। ফিরে এল বেডরুমে।

'তাহলে তুমি জান না কোথায় আছি আমরা?'

'না। তুমি, চিফ ইন্সপেক্টর?'

'আমাকে লন্ডনে অপহরণ করে ওরা। একটা প্রাইভেট জেটে এখানে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়েছি আমরা। আমার কফিতে ওরা ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল।'

'কর্ফু থেকে আমাকে নিয়ে আসার সময় আমাকেও ওরা অজ্ঞান করে ফেলে,' বলল মেরি।

'আমি জানি, ডিলন বলেছে আমাকে।' মাথা নাড়ল হান্না।

'বেচারা শন। ওর এমন মৃত্যু আশা করেনি কেউ।'

খুলে গেল দরজা। ট্রলি নিয়ে ঢুকল ডেভিড ব্রাউন।

'ডিনার, ভদ্রমহিলাগণ।'

ডিনার টেবিলে খাবার বেড়ে দিচ্ছে ডেভিড, মেরি বলল, 'চিফ ইন্সপেক্টর, এ হল ডেভিড ব্রাউন। আমাকে সে খুব পছন্দ করে। আবার জুডাসও তার চোখে গ্রেটম্যান।'

'তাহলে বলব তোমার মাথাটাই গেছে,' হান্না ডেভিডকে ঠেলে দিল দরজার দিকে। 'ভাগো, আমরা একাই খেতে পারব।'

ঘুম আসছে না ফার্গুসনের। তিনি ডিলন এবং ব্লেককে বলেছেন টেডি ফোর্ট-ল্যান্সিঙে যেতে চাইছে। বিছানায় বসে বই পড়ছেন, এমন সময় ডিলনকে দেয়া জুডাসের বিশেষ মোবাইলটি বেজে উঠল। কয়েক সেকেন্ড রিং হতে দিলেন ফার্গুসন, তারপর তুলে নিলেন ফোন।

'ফার্গুসন।'

'হাই, ওল্ড বাডি। ভাবলাম আপনাকে জানাই হান্না এখানে পৌঁছে গেছে। কাউন্টেসের সঙ্গে এ মুহূর্তে ডিনার করছে। এখন কাউন্টডাউনের সময়, ব্রিগেডিয়ার। আমাদের হাতে আর কদিন আছে? তিন দিন। জেক কাজালেটের নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

হাসতে শুরু করল সে, ফার্গুসন বন্ধ করে দিলেন ফোন।

বারো

পরদিন সকালে ডিলন এবং ব্লেক জনসনকে নিয়ে গালফস্ট্রিম যখন প্যারিসের উদ্দেশে উড়াল দিয়েছে ওই সময় জুডাস তার স্টাডিরুমে ঢুকেছে। ডেস্কে বসেছে জুডাস, ঝনঝন শব্দে বাজল ফোন।

'হুঁ,' বলল সে, অপরপক্ষের কথা শুনছে। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'খবরটার জন্য ধন্যবাদ।'

'যা শালা!' মৃদুগলায় বলল সে, ইন্টারকমের বোতাম টিপল। 'অ্যারন, এ ঘরে এসো।'

হাজির হয়ে গেল অ্যারন, 'কী হয়েছে?'

'মারা গেছে বার্গার। লন্ডন থেকে আমার এক লোক ফোন করেছিল। ক্যামডেন হাইস্ট্রিটে বাস চাপা পড়েছিল বার্গার। লোকাল টেলিভিশনের খবরে রিপোর্টটা দেখিয়েছে।'

'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা,' বলল অ্যারন।

'হুঁ। আমাদের অনেক কাজে লাগত লোকটা।'

'তুমি নাস্তা খাবে?'

'হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে। আসছি এখুনি।'

বেরিয়ে গেল অ্যারন। জুডাস চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বিশেষ মোবাইল তুলে নিয়ে প্যারিসে, রোকার্ডের নাম্বারে ফোন করল। ফরাসিতে ধাতব খনখনে একটি কণ্ঠ ভেসে এল, 'মাইকেল রোকার্ড বলছি। আমি তিন দিনের জন্য মোরলেক্সে গেছি। বুধবার ফিরব।'

আবছা গলায় হিব্রুতে একটা গালি দিল জুডাস, তারপর বলল, 'লন্ডনে দুর্ঘটনায় মারা গেছে বার্গার। যত দ্রুত সম্ভব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো।' ফোনের সুইচ অফ করে দিল সে। সিধে হলো। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ব্লেক এবং ডিলন চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টের টারমাক পার হয়ে অ্যারাইভাল হল-এ ঢুকেছে, বারবেরি ট্রেঞ্চকোট পরা এক তরুণী এগিয়ে এল ওদের দিকে। হাতে বড়সড় একটি খাম।

'মি. ডিলন, আমি অ্যাঞ্জেলা ডসন, এ্যামব্যাসি থেকে এসেছি, ব্রিগেডিয়ার

ফার্গুসন এটা আপনাকে দিতে বলেছেন।' ডিলনের হাতে খামটা ধরিয়ে দিল সে। 'আপনাদের জন্য বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে। এ পথ দিয়ে আসুন, প্লিজ।'

মেইন এন্ট্রান্স পার হয়ে পার্কিং এরিয়ায় চলে এল তরুণী। দাঁড়াল নীল একটি পিগটের সামনে। গাড়ির চাবি ডিলনকে দিয়ে বলল, 'গুডলাক, জেন্টলমেন।'

নিতম্বে ঢেউ তুলে চলে গেল সে। 'একে ফার্গুসন কোথেকে জোগাড় করেছে?'

'অক্সফোর্ড থেকে বোধহয়,' বলল ডিলন, বসে পড়ল হুইলের পেছনে। 'চলুন, যাত্রা শুরু করি।'

প্যারিসে বৃষ্টি পড়ছে, শহরের ওপর ঝুলে আছে কুয়াশার পর্দা। ব্লেক বললেন, 'কী অবস্থা!'

'প্যারিসকে পছন্দ করি আমি,' বলল ডিলন, 'বৃষ্টি, বরফ, কুয়াশা। আমাকে এ শহর সবসময়ই উত্তেজিত করে তোলে। এখানে আমার থাকার একটা জায়গাও আছে।'

'অ্যাপার্টমেন্ট?'

'না, সিন নদীর বোট। ডেভলিনের সঙ্গে অস্থির সময়গুলোতে বহুবার লুকিয়ে থাকতে হয়েছে এ বোটে।' এভিন্যু ভিক্টর হুগোর দিকে গাড়ি ঘোরালো সে, ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড় করাল। 'সম্ভবত এ বাড়িটাই।'

পিগট থেকে নামল ওরা। মেইন এন্ট্রান্সের সিঁড়ির দিকে এগোল। নেমকার্ডে নজর বুলাচ্ছে। প্রতিটি নামের পাশে কলিংবেল। মাঝবয়েসি এক মহিলা দরজা খুলে বেরুল। গায়ে বর্ষাতি, মাথায় হেডস্কার্ফ, এক হাতে একটা ঝুড়ি।

দাঁড়িয়ে পড়ল সে, 'ক্যান আই হেল্প, জেন্টলমেন?'

'আমরা মশিউ রোকার্ডকে খুঁজছি,' বলল ডিলন।

'কিন্তু উনি তো এখানে নেই। কদিনের জন্য মোরলেক্সে গেছেন। কাল ফেরার কথা।' সিঁড়ি বেয়ে নামছে মহিলা, ছাতা খুলে মাথার ওপর ধরে ঘুরল। 'বলেছিলেন আজ শেষ বিকেলেও ফিরতে পারেন।'

'উনি কোনো ঠিকানা রেখে গেছেন? তার সঙ্গে আমাদের জরুরি কিছু কাজ ছিল-'

'না, উনি সম্ভবত তার কোনো বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন', হাসল মহিলা। 'তার বয়ফ্রেন্ডের সংখ্যা অগুনতি, মশিউ।'

চলে গেল মহিলা। মুচকি হাসল ডিলন, 'চলুন, রোকার্ডের ঘরটা একবার দেখে আসি।'

রোকার্ডের অ্যাপার্টমেন্ট তিনতলায়। করিডোর জনশূন্য। ডিলন পকেট থেকে তালা খোলার যন্ত্র পিকলক বের করে কাজে লেগে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খুলে গেল তালা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ডিলন, পেছন পেছন ব্লেক।

পুরানো আদলে সাজানো সুদৃশ্য অ্যাপার্টমেন্ট। প্রচুর অ্যান্টিক, সোনার রঙ করা

রাজসিক স্টাইলের আসবাব। কার্পেটগুলো অত্যন্ত দামি, এক দেয়ালে দেগার অরিজিনাল ছবি ঝুলছে, অপর দেয়ালে ঝুলে আছেন মাতিস। বেডরুম দুটো, মার্বেল পাথরের সুসজ্জিত একটি বাথরুম এবং রয়েছে একটি স্টাডিরুম।

আনসারিং মেশিনের রিকল বাটন চেপে ধরল ডিলন। একটি কণ্ঠ বলে উঠল, 'মাইকেল রোকার্ড বলছি। আমি ক'দিনের জন্য মোরলেক্স...'

'ম্যাসেজটা শোনো,' বললেন ব্লেক।

ডিলন বোতাম চেপে ফরাসি ভাষার ম্যাসেজ শুনল। ম্যাসেজ শেষ হতেই ভেসে এল জুডাসের গলা। 'লন্ডনে দুর্ঘটনায় মারা গেছে বার্গার। যত দ্রুত সম্ভব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

ব্লেক ডেস্ক থেকে রূপার ফ্রেমে বাঁধানো একটি ছবি তুলে নিলেন। সাদা-কালো ছবি। ছবির মহিলা শিফনের একটি পোশাক পরে আছে, পুরুষটির পরনে কালো সুট। তাদের সঙ্গে দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটির বয়স দশ/বারো, মেয়েটি পাঁচ/ছয়।

'ফ্যামিলি ছবি?' মন্তব্য করলেন ব্লেক।

'সম্ভবত রোকার্ডের ছেলেবেলার ছবি,' বলল ডিলন।

ব্লেক ছবিটি সাবধানে নামিয়ে রাখলেন, 'এখন কী?'

'এখন এখান থেকে কেটে পড়ব আমরা। সন্ধ্যার আগে একবার ঢুঁ মারব, দেখতে রোকার্ড ফিরেছে কিনা। নাহলে সময়টা যেভাবেই হোক ব্যয় করতে হবে,' হাসল সে। 'প্যারিসের লাঞ্চের তুলনা নেই।'

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরুল ওরা। দরজায় আবার তালা লাগিয়ে দিল ডিলন। তারপর নেমে এল নিচে। এখনো থামেনি বৃষ্টি। ব্লেক জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আমরা কী করছি?'

হাসল ডিলন, 'চলুন দেখি আমার বজরাটা আগের জায়গায় আছে কিনা।'

ডিলনের বজরা কুইসেন্ট বার্নাডের ছোট একটি অববাহিকায় নোঙর করা। পাথরের দেয়ালে আরো কয়েকটি প্রমোদতরী বাঁধা, রয়েছে মোটর ক্রুজার, বৃষ্টি এবং কুয়াশা ভেদ করে ছুটে চলেছে সিন নদীতে। স্টার্ন ডেকে বেশ কয়েকটি ফ্লাওয়ার পট আছে। তবে ওতে একটিও ফুল নেই। ডিলন একটা পট হাতড়ে চাবি বের করল।

'শেষ কবে এসেছ এখানে?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লেক।

'বছর দেড়েক আগে,' নেমে পড়ল ডিলন ছোট কম্প্যানিয়নওয়েতে, খুলল বোটের দরজা।

ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডিলন। 'জেসাস, পুরো ড্যাম্প পড়ে গেছে।'

ব্লেক আশা করেননি এরকম সুসজ্জিত কক্ষ দেখবেন। মেহগনি কাঠের একটি স্টেটরুম, আরামদায়ক সোফা, টিভি এবং ডেস্ক। আরেকটি কেবিন আছে ডিভান বেডসহ, আছে শাওয়ার রুম এবং কিচেন গ্যালি।

'ড্রিংক নিয়ে আসি,' কিচেন গ্যালিতে ঢুকল ডিলন। ফিরে এল রেড ওয়াইনের বোতল এবং একজোড়া গ্লাস নিয়ে। গ্লাসে মদ ঢালল ডিলন। ব্লেক সোফায় বসে চুমুক দিলেন গ্লাসে।

'চমৎকার।'

ডিলন নিজের গ্লাস নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। তাকিয়ে থাকল সিন নদীর দিকে।

ঠিক ওই মুহূর্তে টেডি এন্ড্রুজে একটি USAF রিয়ার জেটে আকাশ ভ্রমণ করছে। ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায় বিমান, সিনিয়র পাইলট স্পিকারে বলল, 'এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা মিচেল ফিল্ডে পৌঁছে যাব, মি. গ্রান্ট। তারপর গাড়িতে কোর্ট ল্যান্সিং চব্বিশ মিনিটের পথ।'

স্পিকারের সুইচ অফ করে দিল টেডি। ওয়াশিংটন পোস্ট তুলে নিল। কিন্তু পড়ায় মনোযোগ দিতে পারছে না। অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় অস্থির সে। বারবার মনে হচ্ছে ফোর্ট ল্যান্সিঙে তার জন্য কিছু একটা অপেক্ষা করছে। কিন্তু কী সেটা? বার-এ চলে এল টেডি, ইন্সট্যান্ট কফি বানাল। কফি পান করতে করতে ডুবে গেল গভীর ভাবনায়।

টেডির প্রেসিডেন্সিয়াল অথরাইজেশন এন্ড্রুজের মতো মিচেল ফিল্ডেও জাদু দেখাল। ডিউটি অফিসার জনৈক মেজর হার্ডিং একটি এয়ারফোর্স লিমুজিন নিয়ে হাজির হয়েছে সার্জেন্ট ড্রাইভারসহ। ড্রাইভারের নাম হিলটন। হার্ডিং টেডিকে গাড়িতে বসিয়ে দিল। গাড়ি ছেড়ে দিল হিলটন। ফোর্ট ল্যান্সিং অভিমুখে।

প্যারিসে, বাড়ি ফিরেছে মাইকের রোকার্ড। হাতে ছোট একটি ঝুলি নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বাইল সে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলল। চুলে রঙ করার কারণে বয়সের তুলনায় অনেক তরুণ দেখায় মাইকেল রোকার্ডকে। অবশ্য পরনের স্যুটও তার বয়স কমিয়ে দিতে ভূমিকা রেখেছে।

আনসারিং মেশিনে ম্যাসেজগুলো চেক করল রোকার্ড। এক এক করে শুনল। মূর্তির মতো জমে গেল জুডাসের হিব্রু ভাষার ম্যাসেজ শুনে। বার্গার মারা গেছে। সাইডবোর্ড থেকে কনিয়াকের বোতল বের করল রোকার্ড। ঢালল গ্লাসে। এমনকি জুডাসও জানে না রোকার্ড এবং বার্গার পরস্পরের প্রেমিক ছিল। রোকার্ড বার্গারকে খুবই পছন্দ করত। সে ডেস্কের ড্রয়ার খুলে বিশেষ মোবাইলটি বের করে নাম্বার টিপল। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল জুডাস।

'রোকর্ড বলছি।'

'গর্দভ,' বলল জুডাস, 'গরমে কেউ মোরলেক্সে যায়? বিশেষ করে এ সময়ে?'

'আমি কী বলব?'

'মারা গেছে বার্গার, লন্ডনে বাস চাপা পড়ে। লোকাল টিভিতে ওর মৃত্যুর খবর দেখিয়েছে। লন্ডন সফরে গেলে তোমার এখন নতুন বয়ফ্রেন্ডের দরকার হবে।'

এই হারামজাদার কি কিছুই অজানা থাকে না? তোতলাল রোকার্ড। 'আমি কী করতে পারি?'

'কিছুই না। তোমাকে দরকার হলে ফোন করব। তিন দিন, রোকার্ড, আর মাত্র তিন দিন আছে হাতে।'

ফোনের লাইন কেটে দিল জুডাস। রোকার্ড দাঁড়িয়ে রইল নিজের জায়গায়। হাতে মোবাইল। বার্গারের কথা ভাবছে। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে ঝরে পড়ছে অশ্রু।

ফোর্ট ল্যান্সিঙের মিউজিয়াম কমপ্লেক্সে ঢুকল টেডি। আধুনিক এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, টাইলস বসানো মেঝে, দেয়ালে যুদ্ধের ম্যুরাল। টেডি রিসেপশনে না গিয়ে মূল করিডোর ধরে এগোল। কিউরেটর লেখা অফিসের সামনে দাঁড়াল। নক করে খুলল দরজা। এক অপূর্ব সুন্দরী কৃষ্ণাঙ্গিনী বসে আছে জানালার ধারে, ডেস্কের পেছনে।

মুখ তুলে চাইল সে, 'আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'আমি কিউরেটর মেরি কেলির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমিই মেরি কেলি,' হাসল সে। 'আপনি কি কলম্বিয়ার মি. গ্রান্ট?'

'জি... মানে না। আমি মি. গ্রান্ট তবে কলম্বিয়ার ইতিহাস বিভাগ থেকে আসিনি।' ওয়ালেট খুলল টেডি, একটা কার্ড বের করে সুন্দরীকে দিল।

মেরি কেলি কার্ডে নজর বুলিয়ে চমকে উঠল, 'মি. গ্রান্ট, এটা কী?'

'আপনি দেখতে চাইলে প্রেসিডেন্সিয়াল অথরাইজেশন লেটার দেখাচ্ছি।' একটা খাম খুলে একটুকরো কাগজ এগিয়ে দিল টেডি। মেরি কেলি জোরে জোরে পড়ল, 'আমার সেক্রেটারি, মি. এডোয়ার্ড গ্রান্ট হোয়াইট হাউজের পক্ষে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। তাঁকে সর্বতো সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।'

মুখ তুলে চাইল কৃষ্ণাঙ্গিনী, 'ওহ্, মাই গড!'

চিঠিটা মেরি কেলির হাত থেকে নিয়ে আবার খামে পুরল টেডি। 'আপনাকে এটার কথা বলা হয়তো উচিত হয়নি। কিন্তু সময়ের অভাবে ঝুঁকিটা নিতেই হল। যদিও এ মুহূর্তে পুরো ঘটনা বলতে পারছি না। হয়তো পরে কোনো একদিন বলব।'

ধীরে ধীরে হাসল সুন্দরী। 'আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যেসব এয়ারবোর্ন রেজিমেন্ট এখান থেকে গেছে তাদের রেকর্ড নিশ্চয় আপনাদের কাছে আছে।'

'তা আছে।'

'এর মধ্যে একটি হল ৮০১ নং রেজিমেন্ট। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যেসব অফিসার এই রেজিমেন্টে কাজ করেছে আমি তাদের নামের তালিকাটা চাই।'

'কাকে খুঁজছেন আপনি?'

'তার নাম আমি জানি না।'

'তাহলে?'

'শুধু জানি সে একজন ইহুদি।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান। যুদ্ধের সময় বহু ইহুদি লড়াইতে অংশ নিয়েছে। বিষয়টি প্রত্যেককে প্রভাবিত করে, মি. গ্রান্ট।'

'জানি আমি। কিন্তু আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?'

গভীর দম নিল তরুণী। 'অবশ্যই। আসুন আমার সঙ্গে।'

আর্কাইভ বেসমেন্টে এয়ারকুলারের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। মেরি কেলি মাইক্রোফিল্ম রেকর্ড ঘেঁটে একটা প্যাডে লিখে নিচ্ছে নামগুলো। কাজ শেষ করে চেয়ারে হেলান দিল সে।

'এই যে আপনার নামের তালিকা। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তেইশজন ইহুদি অফিসার কাজ করেছে।'

নামগুলোর ওপর চোখ বুলাল টেডি। মাথা নাড়ল নিরাশ ভঙ্গিতে। 'নাহ্, যা খুঁজছি তা নেই এখানে।'

মেরি কেলিও হতাশ বোধ করল। 'আপনার কাছে আর কোনো তথ্য নেই?'

'শুধু এটুকু জানি সে ১৯৭৩ সালে ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধে ইসরায়েলি বাহিনীর সেবা করেছে।'

'এ কথা আগে বলেননি কেন? এটা ব্যাকআপ রেকর্ডে আছে। পেন্টাগন এ ধরনের রেকর্ড রেখে দেয় যখন আমেরিকান মিলিটারি পারসোনেলরা অন্য দেশের হয়ে যুদ্ধ করতে যায়।'

টেডি বলল, 'এটা একটু চেক করে দেখা যাবে?'

'খুব সহজেই। এখানে আমার ছোট একটি ইন্টারনাল কম্পিউটার আছে। মেইনলাইনের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এ কম্পিউটারে আমাদের নিজস্ব রেকর্ড আছে। এই তো এখানে।'

মেরি কেলি একটা কম্পিউটারের সামনে বসে চাবি টিপতে লাগল। 'এইতো পেয়ে গেছি। ৮০১ নং রেজিমেন্টের মাত্র একজন অফিসার ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তার নাম ক্যাপ্টেন ডেনিয়েল লেভি, জন্ম ১৯৪৫, নিউইয়র্ক, ১৯৭০ সালে সে সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে আসে।'

'পাইছি!' চেঁচিয়ে উঠল টেডি, 'ওকেই খুঁজছিলাম।'

'এ তো একজন হিরো,' জানাল মেরি কেলি। 'দুটো সিলভার স্টার। তার বাবা স্যামুয়েল, মা র‍্যাচেল। বাবা নিউইয়র্কের আইনজীবী ছিলেন। ঠিকানা পার্ক এভিন্যু। অমন অভিজাত এলাকায় যখন থাকে, নিশ্চয় বড়লোক।'

'আর কিছু?' জানতে চাইল টেডি।

'আর কোনো তথ্য নেই,' সামান্য ভুরু কুঁচকে গেল মেরির। 'ব্যাপারটা কি খুব জরুরি?'

'এ তথ্য একজনের জীবন বাঁচিয়ে দেবে,' মেরি কেলির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল টেডি। 'সম্ভব হলে আবার আসব আমি। তখন পুরো গল্পটা শোনাব। প্রমিজ। কিন্তু এখন পারব না। আমাকে এখুনি ওয়াশিংটন ফিরতে হবে।'

লিমুজিন থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে মোবাইলে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলল টেডি। জানাল কী আবিষ্কার করেছে।

'কিন্তু এ তথ্য আমাদেরকে কতটুকু সাহায্য করবে, টেডি?' জিজ্ঞেস করল কাজালেট।

'আমরা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করব। ওর বাবা অ্যাটর্নি, পার্ক এভিন্যুতে থাকতেন। থাকতেন বলছি এ কারণে যে, লোকটা বেঁচে আছেন নাকি মারা গেছেন জানি না।'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' বললেন কাজালেট। 'আর্চি হুড। বয়স একাশি। নিউইয়র্ক অ্যাটর্নির ডিন ছিলেন। তিন মাস আগেও তাঁর সঙ্গে নিউইয়র্কে দেখা হয়েছিল। চাঁদা তুলছিলেন। তুমি তখন লসএঞ্জেলসে। টেডি, জলদি এখানে চলে এসো। হুডের কাছ থেকে হয়তো কোনো খবর পাবো।'

টেডি লিমুজিনের দিকে পা বাড়াল। হিলটন খুলে ধরল গাড়ির দরজা। 'সার্জেন্ট, যত জলদি পারো আমাকে মিচেল ফিল্ডে পৌঁছে দাও। আমি যত দ্রুত সম্ভব ওয়াশিংটন ফিরতে চাই।

চারটার দিকে রোকার্ড গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে নেমে এল নিচে। হলঘরে আয়না ঘষামাজা করছিল দারোয়ান। রোকার্ডকে দেখে বলল, 'অঃ মশিউ রোকার্ড, আপনি ফিরেছেন?'

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'

'আজ সকালে দুই ভদ্রলোক এসেছিলেন আপনার খোঁজে। বলছিলেন আপনাকে নাকি খুব জরুরি দরকার।'

'খুব দরকারি কিছু হলে ওরা আবার খোঁজ নিতে আসবে। আমি bateaux mouches-এ যাচ্ছি। আজ একটু তাড়াতাড়ি ডিনার করব।'

গাড়িতে চড়ে বসল রোকার্ড। ঠিক ওই মুহূর্তে ফুটপাতের অন্য পাশে দাঁড়

করিয়ে রাখা পিগটে স্টার্ট দিল ডিলন।

ফার্গুসনকে ম্যাক্স হার্নুর ফ্যাক্স করে পাঠানো ছবিতে চোখ বুলালেন ব্লেক। 'ওই সে, শন।'

রোকার্ড গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে, ডিলন বলল, 'দেখা যাক ও কোথায় যাচ্ছে।' সে রোকার্ডের পিছু নিল।

ডিলনের বোট যেখানে নোঙর করা সেখান থেকে খানিকটা দূরে, ইল ডি লা সিটের বিপরীতে কুই ডি মন্টাবেল্লোতে গাড়ি পার্ক করল রোকার্ড। এদিকে বেশ কিছু প্রমোদতরী নোঙর করা। রোকার্ড ঝুপঝুপে বৃষ্টির মধ্যে একটি প্রমোদতরীর গ্যাংপ্লাঙ্কে এক ছুটে উঠে পড়ল।

'কী এগুলো?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লেক। নুড়িপাথর বিছানো জেটিতে গাড়ি দাঁড় করাল ডিলন।

'Bateaux mouches', জানাল ও। 'ভাসমান রেস্টুরেন্ট। নদীতে ভেসে ভেসে খাবার উপভোগ করার চমৎকার ব্যবস্থা। কিছুক্ষণ পরপর বোটগুলো ছেড়ে যায় জেটি।'

রোকার্ড যে বোটে উঠেছে ওটা নোঙর তুলছে। ডিলন এবং ব্লেক দৌড়ে উঠে পড়লেন। চলে এলেন মূল সেলুনে। এখানে একটি বার আছে, সেই সঙ্গে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো ডাইনিং টেবিল।

'লোকজন তো তেমন দেখছি না,' বললেন ব্লেক।

'এমন আবহাওয়ায় কে আসবে?' বলল ডিলন।

রোকার্ড বারে এসে ওয়াইনের অর্ডার দিল। গ্লাস নিয়ে একটা সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল, উঠে গেল আপার ডেকে।'

'ওখানে কী?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লেক।

'আরেকটা ডাইনিং ডেক। খোলামেলা। লোকে ওখানে হাওয়া খেতে যায়।'

বার-এ এসে দু'গ্লাস শ্যাম্পেন চাইল ডিলন। 'ডিনার খাবেন?' জানতে চাইল বারম্যান।

'পরে,' চমৎকার ফরাসিতে জবাব দিল ডিলন।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। এখানে একটা ডাইনিং ডেক আছে তবে দু'পাশই উন্মুক্ত। বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে। ক্রুরা চেয়ারগুলো মাঝখানে এনে রেখেছে। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। নদীর ওপর কুয়াশা গড়াচ্ছে। বিপরীত দিক থেকে চলে গেল আকেরটি ভাসমান রেস্তোরাঁ।

রোকার্ডকে স্টার্নে পাওয়া গেল। কাচ লাগানো একটা দরজার বাইরে তিন চারটে টেবিল। রোকার্ড এর একটিতে বসে আছে। সামনে মদের গ্লাস।

ডিলন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। 'ভেজা সন্ধ্যা, মশিউ রোকার্ড।' মুখ তুলে তাকাল রোকর্ড। 'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না, মশিউ...'

'ডিলন, শন ডিলন, ওয়াশিংটনে যার লাশ পড়ে থাকার কথা। তাছাড়া আজ তৃতীয় দিন এবং এর অর্থ কী আপনি জানেন।'

'মাই গড!' বললেন রোকার্ড।

'বাই দা ওয়ে, ইনি ব্লেক জনসন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে এসেছেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর মেয়ের খবর জানার জন্য মরিয়া হয়ে আছেন।'

'আপনি এসব কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল রোকার্ড, ডিলন ধাক্কা মেরে বসিয়ে দিল। বের করল ওয়ালথার। 'সাইলেন্সার পেঁচানো আছে। আমি চাইলে নিঃশব্দে আপনাকে খুন করতে পারব। কেউ কিছুটি টের পাবে না। তারপর লাশটা রেইলিং দিয়ে ফেলে দেব নদীতে।'

'আপনারা কী চান?' অসুস্থ দেখাল রোকার্ডকে।

'গপ্‌সপ করতে চাই। বাঁধাকপি, রাজা-বাদশা, জুডাস ম্যাকাবিয়াস, বেচারি পল বার্গার, তবে সবার আগে মেরি ডি ব্রিসাকের কথা জানতে চাই। কোথায় সে?'

'ঈশ্বরের দোহাই, আমি জানি না,' বলল মাইকেল রোকার্ড।

তেরো

কুয়াশা কেটে এগোচ্ছে বোট। ব্লেক বললেন, 'আপনার কথা বিশ্বাস হয় না।'

'কিন্তু সত্যি কথাই বলছি আমি।'

'শুনুন, খেল খতম' বলল ডিলন রোকার্ডকে। 'আমরা জুডাস এবং তার ম্যাকাবিদের ব্যাপারে জেনে ফেলেছি। নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারবেন না আপনি ওদের একজন?'

'অস্বীকার করছি না। তবে জুডাসের সঙ্গে মুখোমুখি কখনো দেখা হয়নি।'

'তাহলে দলে যোগ দিলেন কীভাবে?'

অনেকক্ষণ ভাবল রোকার্ড। তারপর হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে। বলছি আপনাদেরকে। পুরো ব্যাপারটা নিয়েই আমি অসুস্থ বোধ করছি। ঘটনা গড়িয়েছে অনেক দূর। আমি অসউইজ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে বেঁচে ফিরে আসা স্বল্প কজনের একজন। কৈশোরে পরিবারের সঙ্গে অসউইজ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। ভিচি হারামজাদা সরকার আমাদেরকে নাৎসিদের হাতে তুলে দেয়। ওখানে আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয়।'

'তো?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লেক।

'ক্যাম্পে আমার বাবা, মা এবং বোনকেও পাঠানো হয়েছিল। আমাদেরকে বার্কিনাউর এক্সটারমিনেশন সেন্টার অসউইজ দুই নম্বর ক্যাম্পে পাঠানো হয়। ওখানে দশ লাখ ইহুদিকে হত্যা করা হয়। ব্যাপারটা কল্পনা করতে পারেন? দশ লাখ? আমার পরিবারের মধ্যে কেবল আমি প্রাণে বেঁচে যাই কারণ এক সমকামী এসএস গার্ড আমাকে পছন্দ করত। সে আমাকে অসউইজ তিন-এ পাঠিয়ে দেয়। আই.জি. ফারবেন প্লান্টে কাজে লাগিয়ে দেয় আমাকে।'

'জায়গাটার কথা জানি আমি', বললেন ব্লেক জনসন।

'ক্যাম্পের মেয়েটি পরে আমার স্ত্রী হয়। তাকে এবং তার মাকে ওই লোক আমার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়।' ব্যথাতুর হয়ে উঠল রোকার্ডের চেহারা। 'আমরা প্রাণে বেঁচে যাই, ফিরে আসি ফ্রান্সে। তারপর শুরু হয় জীবনসংগ্রাম। আমি আইনজীবী হই, মেয়েটির মা মারা যায়। এরপর আমরা বিয়ে করি।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'সে সবসময় অসুস্থ ছিল। অসুস্থ অবস্থাতেই বছর কয়েক আগে মারা যায় আমার স্ত্রী।'

'এর মধ্যে জুডাসের আগমন ঘটল কীভাবে?'

'অসউইজে এক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার। সে ইসরায়েলের ভবিষ্যত গড়ে তোলার কথা বলছিল। আমাকে লোভ দেখাচ্ছিল। আমি লোভ সামলাতে পারি নি।'

'আপনি ডি ব্রিসাক পরিবারেও কাজ করছেন?' বলল ডিলন।

'আমি বহুদিন ধরে ওদের পারিবারিক আইনজীবী।'

'এবং মেরির আসল বাবা যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ সত্যটা ফাঁস করে দিয়েছেন জুডাসের কাছে?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লেক।

'আমি ওভাবে বলতে চাইনি। মৃত্যুর আগে জেনারেল ডি ব্রিসাক একটি আইনী কাগজে সই করে বলে যান তিনি মেরির আসল বাবা নন। তবে মেরি পারিবারিক উপাধি ব্যবহার করতে পারবে, এরকম অনুমতিও তিনি দিয়েছেন। আমি বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি কোনো ব্যাখ্যা দেননি।'

'তাহলে আপনি জানলেন কী করে?' জিজ্ঞেস করল ডিলন।

'হঠাৎ করেই। কাউন্টেস তখন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুশয্যায়, মেরিকে নিয়ে একদিন তিনি বাড়ির বারান্দায় বসেছিলেন। রোদ পোহাচ্ছিলেন। আমি কিছু কাগজপত্র নিয়ে কাউন্টেসের কাছে যাচ্ছিলাম সই করানোর জন্য। ওরা আমার উপস্থিতি টের পাননি। কথা বলছিলেন। আমি শুনলাম কাউন্টেস বলছেন, 'কিন্তু তোমার বাবা কী ভাববেন?' আমি এ কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠি। কারণ মেরির বাবা তো আগেই মারা গেছেন। তাহলে কার কথা বলছেন কাউন্টেস? আমি মেরির আসল বাবার কথা জেনে যাই।'

'তারপর জুডাসকে বলে দিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লেক।

'হ্যাঁ,' তেতো গলায় বলল রোকার্ড। 'আমাকে বড় বড় লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা করতে হয়। এদের মধ্যে আছেন রাজনীতিবিদ, উচ্চপদস্থ জেনারেল। ইন্টারেস্টিং কিছু ঘটলে বা জানলে আমি তা জুডাসকে বলে দিই।'

'এবং আপনি মেরি ডি ব্রিসাকের গোপন কথাটাও বলে দিলেন?' বললেন ব্লেক।

'আমি জানতাম না এ তথ্য তার বিশেষ কোনো কাজে লাগবে, কসম খেয়ে বলছি।'

'ঠিক আছে,' বলল ডিলন। 'মেরিকে কীভাবে অপহরণ করা হল বলুন, অস্বীকার করবেন না। কারণ আপনার হারাবার কিছু নেই।'

'জুডাস আমাকে ফোন করে হুকুম দেয় কর্ফুর উত্তর-পুব উপকূলে একটি ছোট কটেজ কেনার জন্য। ওখানে ছুটি কাটাতে আমি রাজি করাই মেরিকে।'

'কর্ফু কেন?'

'জানি না। মেরি যেতে রাজি হয়েছিল কারণ মায়ের মৃত্যুশোক ভুলতে দূরে কোথাও গিয়ে ছবি আঁকাটা ওর জন্য জরুরি ছিল।'

'আপনার কী একবারও মনে হয়নি জুডাসের কোনো দুরভিসন্ধি থাকতে পারে?'

'আমি তার আদেশ পালন করে অভ্যস্ত। সে আদেশ দেয়, লোকে তার আদেশ পালন করে। এভাবেই চলে আসছে। আমি আসলে ক্ষতির কথা ভাবি নি।' ডানে-বামে মাথা নাড়ল রোকার্ড। 'কী ঘটবে বা ঘটতে পারে এরকম কোনো চিন্তা মাথাতেই ছিল না। আমি মেরিকে খুব ভালোবাসি। ছোটবেলা থেকে ওকে আমি খুব আদর করি।'

'কিন্তু আপনি জুডাসের আদেশ অন্ধের মতো মেনে চললেন?' বললেন ব্লেক।

'অসউইজের কথা একবার ভাবুন, মি. জনসন। আমি একজন ভালো ইহুদি। আমি আমার মানুষজন ভালোবাসি, ইসরায়েল আমাদের একমাত্র আশা। আমি শুধু সাহায্য করতে চেয়েছি। বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা?'

ডিলন আইনজীবীর কাঁধে একটা হাত রাখল, 'বুঝতে পারছি।'

'মেরিকে দিয়ে জুডাস কী করতে চায় বলেছে কিছু?' প্রশ্ন করলেন ব্লেক।

আবার ব্যথার ছাপ ফুটল রোকার্ডের মুখে, 'সম্ভবত ওকে নিয়ে কোনো দর কষাকষি করতে চায়।'

'মেরির বাবা যদি ইরাক, ইরান এবং সিরিয়ার ওপর সামরিক হামলার আদেশ না দেন তাহলে জুডাস মেরিকে মঙ্গলবার জবাই করবে বলেছে।'

আঁতকে উঠল রোকার্ড। 'হায়রে, এ আমি কী করেছি? মেরি, এ আমি কী করলাম?' সে সিধে হলো, পা বাড়াল রেইলের দিকে। 'এ জীবন রেখে আর কী লাভ?' সে রেইলের ওপর উঠে ঝাঁপ দিল কুয়াশাঢাকা নদীতে। ব্লেক বা ডিলন কেউ বুঝে ওঠার আগেই কাজটা করল সে। ওরা দৌড়ে গেল রেইলের কাছে। নদীর বুকে পাক খাচ্ছে কুয়াশা। একমুহূর্তের জন্য একটা হাত যেন দেখা গেল, কালো পানি হাতটাকে গ্রাস করে নিল পরমুহূর্তে। রেইল ছেড়ে সিধে হলো ডিলন। বলল, 'কারো কারো জন্য মানসিক অপরাধবোধ সহ্য করা খুব কঠিন।'

ব্লেক ফিরলেন ডিলনের দিকে, 'কিন্তু আমরা তো ওকে বাঁচাতে পারলাম না, শন। এখন কী করব?'

'আপনি কী করবেন জানি না তবে আমি বার-এ ঢুকে বড় একটি আইরিশ হুইস্কি নেব। এরপর লন্ডন ফিরে ফার্গুসনকে দুঃসংবাদটা দেব।'

আর্চিহুডের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন প্রেসিডেন্ট। বাড়িতে নেই তিনি। থাকার কথাও নয়। যে ল-ফার্মে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন হুড, তারা কে ম্যান আইল্যান্ডের একটি নাম্বার দিল। ওখানে ছুটি কাটাতে গেছেন বৃদ্ধ।

অবশেষে যোগাযোগ করা সম্ভব হল। কাজালেট বললেন, 'আর্চি, ইউ ওল্ড বাজার্ড, জেক কাজালেট বলছি। কোথায় আপনি?'

'মি. প্রেসিডেন্ট, আমি পামগাছ ঘেরা একটি সৈকতের টেরেসে বসে আছি

কয়েকজন সুন্দরী পরিবেষ্টিত হয়ে। ঘটনাক্রমে এদের তিনজন আমার নাতনি।'

'আর্চি, আপনার সাহায্য দরকার আমার। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। তবে কারণটা এ মুহূর্তে বলা যাবে না। পরে বলব। এবং বিষয়টি ব্যক্তিগত।'

গলার স্বর বদলে গেল বুড়োর। 'আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, মি. প্রেসিডেন্ট?'

'লেভি, স্যামুয়েল লেভি। নামটা কোনো অর্থ বহন করে আপনার কাছে?'

'ওকে খুব ভালোই চিনতাম। পারিবারিক জাহাজের ব্যবসায় আগে থেকেই কোটিপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি আইন ব্যবসা বেছে নেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দেন। আইনজীবী হিসেবে ছিলেন অসাধারণ। বছর পাঁচেক আগে মারা গেছেন।'

'আর তাঁর ছেলে ডেনিয়েল লেভি?'

'এ এক অদ্ভুত মানুষ। ভিয়েতনামে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে। তারপর সে ইসরায়েল চলে যায়, যোগ দেয় ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে। ইয়োম কিপ্পুর ওয়ারে অংশ নিয়েছে। ওদের পরিবারে খুব করুণ একটা ঘটনা ঘটেছে বছর কয়েক আগে।'

'কী ঘটনা?'

'ড্যান লেভির মা এবং বিবাহিত বোন তার সঙ্গে ছুটিতে দেখা করতে গিয়েছিল। দুজনেই জেরুজালেম বাস স্টেশনে বোমা হামলায় মারা যায়। বুড়ো মানুষটা এ শোক সামলাতে না পেরে মারা গেছেন।'

নিজেকে শান্ত রাখতে কষ্ট করতে হল জেক কাজালেটকে। 'ডেনিয়েল লেভির কী হল?'

'সে প্রায় একশো মিলিয়ন ডলারের মালিক হয়ে যায়। লন্ডনের ঈটন স্কোয়ারে একটি বাড়ি এবং কর্ফুতে একটি প্রাসাদের মালিক বনে যায় সে। পরে শুনেছি সে নাকি ইসরায়েলি এয়ারবোর্নের কর্নেল পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তবে সে রিজাইন করে। তাকে নিয়ে একটা স্ক্যান্ডাল হয়েছিল। সে নাকি কয়েকজন আরব কয়েদিকে জবাই করেছিল।'

'কর্ফুতে ওর প্রাসাদ আছে?'

'অবশ্যই। বছর কয়েক আগে আমি গিয়েছিলাম ওখানে। তখন স্যামুয়েল লেভি বেঁচে আছেন। আমি এবং আমার স্ত্রী জাহাজ-ভ্রমণ করছিলাম, কর্ফু ছিল একটি যাত্রাবিরতি। ওর প্রাসাদ উত্তর-পশ্চিম উপকূলে, নাম ক্যাসল কোয়েনিগ। এক জার্মান ব্যারন একসময় প্রাসাদটির মালিক ছিলেন। ক্রাউটদের খুব পছন্দ কর্ফু। যদ্দূর মনে পড়ে, প্রিন্স ফিলিপের জন্ম ওখানে।' বিরতি। 'এতে কোনো কাজ হবে?'

'কাজ? আর্চি, আপনি আপনার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় কাজটা এইমাত্র করলেন। একদিন সবই বলব আপনাকে, তবে এ মুহূর্তে কিছুই বলতে পারব না।

এটা খুবই গোপন একটি ব্যাপার। এ নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলা যাবে না।'

'সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

টেডি ওভাল অফিসে ঢুকে দেখল প্রেসিডেন্ট জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘুরলেন তিনি। উত্তেজনায় ছটফটে চেহারা। 'কোনো কথা নয়, টেডি, স্রেফ শুনে যাও।'

প্রেসিডেন্টের কথা শেষ হওয়ার পরে টেডি মন্তব্য করল, 'সব খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। জুডাস ডিলনকে বলেছিল তার আত্মীয়-স্বজনকে খুন করা হয়েছে।'

'তাহলে সবকিছু এটাই ইঙ্গিত করে আমার মেয়ে এবং চিফ ইন্সপেক্টর বার্নস্টাইন এখন ক্যাসল কোয়েনিগে আটকে রয়েছে। মেরিকে অজ্ঞান করার আগে ওরা প্লেন যাত্রার কথা বলেছিল। ওটা ছিল একটা ব্লাফ।'

'আমরা কী, নেভি সিলদের পাঠাব?'

'উপায় নেই, টেডি। কোনো উদ্ধার তৎপরতা চোখে পড়লেই জুডাস ওদেরকে খুন করবে।' কোডেক্সের দিকে হাত বাড়ালেন। 'ফার্গুসনের সঙ্গে কথা বলব।'

ফার্গুসন মাত্র ডিলনের সঙ্গে কথা শেষ করেছেন, এমন সময় কাজালেটের ফোন এল। প্রেসিডেন্টের কথা শুনলেন তিনি।

'টেডি ঠিকই বলেছে, মি. প্রেসিডেন্ট। বার্গারও মৃত্যুর আগে এরকম একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল।'

'তো আমরা এখন কী করব?'

'কর্ফুতে আমার কিছু লোক আছে। এ ধরনের অপারেশনের জন্য তারা উপযুক্ত। ডিলন এবং ব্লেক এ মুহূর্তে গালফস্ট্রিমে আছে। ওরা ফার্লে ফিল্ডে কিছুক্ষণ পরে ল্যান্ড করবে। আমি ওদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি। সব কথা জানাব। তারপর যত দ্রুত সম্ভব রওনা হয়ে যাব কর্ফুর পথে।'

ফার্গুসন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা শেষ করে কর্ফুর একটি নাম্বারে ফোন করলেন। এক মহিলা সাড়া দিল। গ্রিক ভাষায় জানতে চাইল, 'কে?'

'ব্রিগেডিয়ার ফার্গুসন,' ইংরেজিতে বললেন তিনি। 'আনা বলছ?'

'ওহ্ হো, ব্রিগেডিয়ার। অনেক দিন পরে যে!'

'তোমার অকম্মার ধাড়ি স্বামীটাকে যে আমার দরকার, কনস্টানটিন।'

'আজ রাতে তাকে পাবেন না, ব্রিগেডিয়ার। কাজে ব্যস্ত।'

'জানি কী কাজ করছে। ফিরবে কখন?'

'চারটার দিকে।'

'ওকে বোলো আমি ফোন করেছিলাম। আর ওকে বাসায় থাকতে বোলো। বড় কাজ পাবে। ভালো পয়সা।'

ফোন নামিয়ে রাখলেন ফার্গুসন। সাইডবোর্ড থেকে স্কচের বোতল নামালেন। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মদ গিললেন, 'এবারে, হারামজাদা, আমরা ধরতে আসছি

তোকে।' বিড়বিড় করলেন তিনি।

কনস্টানটিন অ্যালেকো নিজের ফিশিং বোট ক্রেটানলাভার-এর হুইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে এই মুহূর্তে কর্ফু এবং আলবেনিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় আছে। হালকা বৃষ্টি পড়ছে সেই সঙ্গে বইছে মৃদুমন্দ হাওয়া।

অ্যালেকোর বয়স পঞ্চাশ, গ্রিক নৌবাহিনীতে লেফটেনেন্ট কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছে একসময়। পিরাউস বার-এ এক মহিলাকে নিয়ে মাতাল অবস্থায় এক ক্যাপ্টেনকে প্রহারের দায়ে চাকরি চলে যায় তার।

এরপরে সে কর্ফুর ছোট বন্দর ভিটারিতে চলে আসে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিয়ে কিনে নেয় ক্রেটানলাভার। মাছ ধরার নৌকা তবে ইঞ্জিন লাগানো এ বোট পঁচিশ নট গতিতে চলতে সক্ষম।

প্রিয়তম স্ত্রী আনার সহযোগিতায় অ্যালেকো চোরাচালান শুরু করে দেয়। আলবানিয়ায় ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সিগারেটের খুব কদর। অ্যালেকো এই ব্রান্ডের সিগারেট চোরাচালান করে ভালোই কামায়।

অ্যালেকোর ব্যবসায় বাগড়া দেয়ার লোকের অভাব নেই। এ জন্য সবসময় তার সঙ্গী হয়ে থাকে দুই জোয়ানমর্দ ভাগ্নে দিমিত্রি এবং ইয়ানি, সেই সঙ্গে স্ত্রীর চাচাত ভাই বুড়ো স্টাভরস। সে কফি নিয়ে এল অ্যালেকোর জন্য।

'আলবানিয়ান বাস্টার্ডটাকে আমি একবিন্দু বিশ্বাস করি না। হারামজাদাটা গতবার আমাদের স্কচ হুইস্কির চালানটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল।'

'বোলোর মতো ছিঁচকে চোরের জন্য তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।' কফির কাপে চুমুক দিল অ্যালেকো। 'ওকে কীভাবে সামলাতে হবে তা আমার জানা আছে। কফিটা চমৎকার হয়েছে। নাও, হুইলটা একটু ধরো। আমি ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

হুইল ধরল স্টাভরস। অ্যালেকো ডেক পার হল। এখানে মাছের ঝুড়ি সাজানো থরে থরে। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নেমে এল নিচে। মূল সেলুনে দিমিত্রি এবং ইয়ানি ডাইভিং সুট পরছে। টেবিলে একজোড়া উজি সাব মেশিনগান।

'হাই, মামা,' বলল ইয়ানি। 'আলবানিয়ান বানরগুলো আবার কি হামলার চেষ্টা করতে পারে?'

'অবশ্যই পারে, গর্দভ', বলল দিমিত্রি, 'নইলে আমরা দুশ্চিন্তা করছি কেন?'

'মার্লবোরো সিগারেটের এবারের চালানের জন্য বোলোর কাছে আমি পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার পাবো,' বলল অ্যালেকো। 'কিন্তু সে মাল ছিনিয়ে নেয়ার মতলব করতে পারে। কাজেই—তোমরা জানো কী করতে হবে। ট্যাঙ্ক পরার দরকার নেই। সাঁতার কেটে আলগোছে ওর বোটে উঠে পড়ার চেষ্টা করবে।'

একটা উজি তুলল সে। দিমিত্রি জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কতদূর যাব?'

'ওরা তোমাকে গুলি করলে তুমিও ছেড়ে কথা কইবে না।'

ডেকে চলে এল অ্যালেকো। ঢুকল হুইলহাউজে। দুটো সিগারেট ধরিয়ে একটা দিল স্টাভরসকে।

'আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে,' বলল স্টাভরস, 'ওরা ওই যে চলে এসেছে।'

স্টাভরসের অনুমান ঠিক। বোলো তার বোট নিয়ে চলে এসেছে। তার বোট অ্যালেকোর মতোই, মাস্তুল থেকে ডেকহাউসের ওপর ঝুলে আছে জাল। স্টার্ন ডেকে কাজ করছে কয়েকজন। হুইলহাউজের বাতির আলোয় মাছ বাছাই করছে। হুইলে দাঁড়ানো লোকটাকে চিনতে পারল না অ্যালেকো। বোলো তার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। বোলোর বয়স পঁয়তাল্লিশ, বিশালদেহী, রেফার কোটপরা কাঁধ জোড়া চওড়া। মাথায় ক্যাপ। মুখটা নিষ্ঠুর। সে ডেকে চলে এল।

'এই যে আমার সুবন্ধু কনস্টানটিন। এবারে আমার জন্য কী এনেছ?'

'যা চেয়েছ তাই। মার্লবোরো সিগরেট। এ জন্য আমাকে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার দিতে হবে।'

বোলো রাবার ব্যান্ড বাঁধা একতাড়া নোট বের করল পকেট থেকে। 'গুনে নাও।' সে ছুড়ে দিল তাড়াটা। 'আমার সিগারেট কই?'

'জালের নিচে। দেখাও স্টাভরস।'

অ্যালেকো দ্রুত টাকা গুনছে, স্টাভরস জাল সরাতে কার্ডবোর্ডের অনেকগুলো প্যাকিং কেস দেখতে পেল বোলো। তার সঙ্গে যোগ দিল দুজন নাবিক। বাক্সগুলো নিজেদের বোটে তুলল তারা। তারপর পিছিয়ে গেল রেইলে।

মুখ তুলল অ্যালেকো। 'পুরো টাকাটাই আছে। আশ্চর্য তো!'

'হুঁ। এখন টাকাটা ফেরত চাই আমার।'

বোলো হুইলহাউজের ভেতরে হাত বাড়িয়ে বের করে আনল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের একটি মেশিন-পিস্তল। তার দুই নাবিকের হাতে চলে এল রিভলবার।

'জানতাম,' বলল অ্যালেকো, 'কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না।'

'আমি জানতাম না। এখন টাকাটা দিয়ে দাও নয়তো গুলি করে বোটশুদ্ধ তোমাদের সবাইকে উড়িয়ে দেব।'

'আমার তা মনে হয় না।'

দিমিত্রি এবং ইয়ানি, রাবার সুট পরা, আলবানিয়ান বোটে উঠে পড়েছে। উজি হাতে বোলোর পেছনে এসে দাঁড়াল ভৌতিক মূর্তির মতো।

ইয়ানি বলল, 'গুড ইভনিং, ক্যাপ্টেন বোলো।'

পাঁই করে ঘুরল আলবেনীয়, সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতে গুলি খেল। মুঠো থেকে ছিটকে গেল জার্মান মেশিন পিস্তল। দিমিত্রি এক নাবিকের পা লক্ষ্য করে একই সঙ্গে গুলি করল। সে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল বোট থেকে। অপর নাবিক অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলল।

'দৃশ্যটা বেশ উপভোগ করেছি আমি,' বলল অ্যালেকো। 'চলে এসো, ছেলেরা।'

দুটো বোটের মধ্যে চওড়া হচ্ছে ফাঁক, রক্তাক্ত হাত চেপে ধরে যন্ত্রণাকাতর মুখে কঁকিয়ে উঠল বোলো। 'ড্যাম ইউ, কনস্টানটিন।'

'এ তো সবে শুরু,' হাত নাড়ল অ্যালেকো। 'মনে হয় না খুব শীঘ্রি আবার তুমি চেহারা দেখাতে সাহস পাবে।'

ছেলেরা নিচে গেল পোশাক বদলাতে, স্টাভরস ব্যস্ত হয়ে পড়ল কফি তৈরিতে, হুইল ধরল অ্যালেকো। বুড়ো ফিরে এসে কফির মগ রাখল চার্ট টেবিলে। 'একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম না। আমরা সিগারেট ফেরত নিয়ে এলাম না কেন?'

'দরকষাকষি যখন হয়ে গেছে তো হয়েই গেল,' মুচকি হাসল অ্যালেকো। 'আমি চ্যানেলের গানবোট পেট্রলকে জানিয়ে দিয়েছি বোলোর বোটে অবৈধ সিগারেট আছে। আর আজ পেট্রলের দায়িত্বে আছে লেফটেনেন্ট কিটরোস। ও নেভিতে একসময় আমার অধীনে কাজ করত।'

'বাহ্, তোমার মাথায় তো অনেক বুদ্ধি!'

'জনি তো। এখন বাড়ি ফিরে চলো।'

ভিটারি কর্ফুর উত্তর-পুব উপকূলের ছোট একটি মাছ ধরার বন্দর। এখানে জেটির দিকে মুখ ফেরানো একটি শুঁড়িখানা হলো অ্যালেকোর বাড়ি। আনা শুঁড়িখানা চালায়। সে দেখতে মোটামুটি চলনসই, মাথায় স্কার্ফ, পরনে চাষাদের ঐতিহ্যবাহী কালো পোশাক। স্বামীঅন্ত প্রাণ আনার মনে দুঃখ একটাই—মা হতে পারেনি।

বার-এ ডজনখানেক জেলে। স্থানীয় এক তরুণী তাদের খাবার পরিবেশন করছে। অ্যালেকো বার-এ ঢুকে মেয়েটিকে বলল, 'আমার সঙ্গীদের জন্য তিনটি ড্রিংক নিয়ে এসো। আমি কিচেনে গেলাম।'

আনা রান্নাঘরে। স্টোভে কালো একটা পাত্রে ভেড়ার স্টুজ্বাল দিচ্ছে। ঘুরে হাসল সে। 'কাজ হলো?'

বউর কপালে চুমু খেল অ্যালেকো, টেবিলে রাখা লাল মদের জাগ থেকে গ্লাসে ঢেলে নিল পানীয়। বসল। 'বোলো হামলার পাঁয়তারা করেছিল।'

অন্ধকার ঘনাল আনার চেহারায়। 'তারপর কী হল?'

ঘটনা বলল অ্যালেকো। আনা মন্তব্য করল, 'শুয়োর। কিটরোস ওকে ধরতে পারলেই পাঁচ বছরের জেল হয়ে যাবে।'

'কিটরোস বোলোকে অবশ্যই কব্জা করতে পারবে। ওকে নিজের হাতে ট্রেনিং দিয়েছি না?'

'ইংল্যান্ড থেকে ব্রিগেডিয়ার ফার্গুসন ফোন করেছিলেন,' খাড়া হয়ে গেল অ্যালেকো। 'উনি কী চান?'

'বললেন বড় কাজ ভালো পয়সা। তিনি আবার ফোন করবেন।'

'এ লোক সবসময়ই ভালো পয়সা দেয়।'

স্টাভরস তার সঙ্গীদের নিয়ে ঢুকল কিচেনে। অ্যালেকো বলল, 'আমাদের পুরানো বন্ধু, ব্রিগেডিয়ার ফার্গুসন লন্ডন থেকে ফোন করেছিলেন।'

আগ্রহী হয়ে উঠল ওরা, 'কী ব্যাপার?'

'জানি না। আনাকে ফোনে বলেছেন বড় কাজ ভালো পয়সা। পরে আবার ফোন করবেন জানিয়েছেন।'

আনা স্টু নিয়ে এল। বাটিতে বেড়ে দিতে দিতে বলল, 'পরে কথা হবে। এখন খাও।'

দশ মিনিট পরে অ্যালেকোর ছোট অফিসে বেজে উঠল ফোন। ফার্গুসন।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, বিগ্রেডিয়ার?' ইংরেজিতে জানতে চাইল অ্যালেকো।

'ক্যাসল কোয়েনিগ নামে কোনো জায়গা চেন?'

'এখানকার উপকূল থেকে পনেরো মাইল উত্তরে। আমেরিকান এক পরিবার ওটার মালিক। নাম লেভি।'

'ওখানে এখন কে থাকে?'

'কেয়ারটেকার হিসেবে এক দম্পতি আছে। ওটার বর্তমান মালিক ডেনিয়েল লেভি। ওয়ার হিরো। ভিয়েতনাম। ইসরায়েলিদের জন্যও যুদ্ধ করেছে। মাঝে মাঝে ওখানে যাওয়া-আসা করে শুনেছি। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে সখ্য আছে, ব্যাপার কী বলুন তো?'

'ওখানে দুটি মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছে। এদের একজন আমার সহকারী চিফ ইন্সপেক্টর বার্নস্টাইন। তবে অপরজনের পরিচয় বলা যাবে না। গোপনীয়।'

'রাজনৈতিক কোনো বিষয়?'

'এর সঙ্গে টেরোরিস্টরা জড়িত,' বললেন ফার্গুসন। 'আমি প্রাইভেট জেট নিয়ে তোমার ওখানে শীঘ্রি আসছি। আমার সঙ্গে দুজন প্রথমশ্রেণীর অপারেটিভ থাকবে। ওই মেয়ে দুটিকে উদ্ধার করতে হবে, কনস্টানটিন। তোমার সাহায্য দরকার। এ জন্য প্রচুর টাকা পাবে।'

'টাকার কথা বাদ দিন। বন্ধুরা আছে কীসের জন্য? আপনারা কখন আসছেন?'

'সকালে। এয়ারপোর্টে আমার জন্য একটি রেঞ্জরোভার অপেক্ষা করবে। আমরা গাড়ি নিয়ে তোমার শুঁড়িখানায় চলে আসব। ক্রেটানলাভার ঠিক আছে তো?'

'একদম পারফেক্ট অবস্থায় আছে। সাগর পথে যাবেন?'

'সম্ভবত।'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আপনার কন্টাক্ট নাম্বারটা দিন।'

'আমার স্যাটেলাইট মোবাইল নাম্বার দিচ্ছি। তুমি কী চিন্তা করেছ?'

'আমি এখনই ওখানে একবার ঢুঁ মেরে আসব। মোটরবাইকে আধঘণ্টা লাগবে। আমার গুলোস নামে এক কাজিন আছে, ক্যাসলের ধারেই থাকে। ওর সঙ্গে কথা

বলে দেখি কোনো তথ্য জোগাড় করতে পারি কিনা।'

অ্যালেকো ফিরে এল কিচেনে। দরজার পেছন থেকে কোট নিয়ে গায়ে চড়াল। 'তোমার তো খাওয়া শেষ হল না।' বলল আনা।

'পরে খাবো।' সে ড্রয়ার খুলে একটা ব্রাউনিং বের করে পকেটে গুঁজল।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল স্টাভরস।

অ্যালেকো জবাব দিল, 'পরে বলব। তোমার সুজুকিটা নিয়ে যাচ্ছি, ইয়ানি। চাবিটা দাও।'

ইয়ানি জানতে চাইল, 'যাচ্ছ কোথায়?'

'চাচাত ভাই গুলোসের সঙ্গে দেখা করতে। ক্যাসল কোয়েনিগে কীসব নাকি ঘটছে। আমি দেখতে চাই ব্যাপারটা কী।'

ফার্লে ফিল্ডে অবতরণ করল ডিলনদের বিমান। ওরা বিমানের পাইলট টম ভারনন এবং স্যাম গন্টদের সঙ্গে RAF অফিসার্স মেসে চলে এল। ওখানে লাঞ্চ করছে, এমন সময় ডিলনের মোবাইল বেজে উঠল। ব্লেকের দিকে ইঙ্গিত করে আসন ছাড়ল ডিলন, মেসের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। টারমাকে দাঁড়িয়ে কথা বলল ফার্গুসনের সঙ্গে।

'জানি তোমরা লাঞ্চ করছ,' বললেন ফার্গুসন। 'এদিকে এখানে অনেক কিছু ঘটে গেছে। ও কোথায় আছে জানতে পেরেছি, কর্ফুতে। জুডাস কে তাও জানি।'

'কীভাবে জানলেন?'

ফার্গুসন সব কথা জানালেন ওকে।

ব্রিগেডিয়ারের কথা শেষ হলে প্রশ্ন করল ডিলন, 'এবার?'

'আমি এখুনি ফার্লেতে আসছি। ক্যাপ্টেন ভারননকে বলো আবার উড়বার জন্য প্রস্তুতি নিতে।'

'আমরা তাহলে সাগর থেকে হামলা চালাব?'

'সেটাই ভালো হবে।'

'আমাদের অস্ত্রশস্ত্র লাগবে।'

'অ্যালেকোর কাছে এ জিনিসের অভাব নেই। আমিও কিছু জোগাড় করে রাখব।'

'বেশ। তাহলে শীঘ্রি দেখা হচ্ছে।'

ডিলন ফিরে গেল মেস-এ। 'ব্রিগেডিয়ার ফার্গুসন ফোন করেছিলেন', বলল সে ক্যাপ্টেন ভারননকে। 'আপনাকে কর্ফুতে যেতে বলেছেন।' ভুরু কুঁচকে তাকালেন ব্লেক।

'সকালের আগে সেটা সম্ভব নাও হতে পারে,' প্লেট ঠেলে দিয়ে সিধে হলেন ভারনন।

'আমি আপনার সঙ্গে আসছি,' বলল লেফটেনেন্ট গন্ট। ক্যাপ্টেনের পেছন পেছন এগোল।

'হচ্ছেটা কী?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লেক।

'ওদের সন্ধান পাওয়া গেছে। টেডি খোঁজ বের করেছে। লোকটা ইসরায়েলি নয়, ব্লেক, আমেরিকান।'

'আমাকে সব খুলে বলো। জলদি।' বললেন ব্লেক।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আর্মারার হার্লে ঢুকল ফার্গুসনের অফিসে। সে অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট-মেজর, একদা কোরিয়ান যুদ্ধে অংশ নিয়েছে ফার্গুসনের সঙ্গে। 'আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি, বিগ্রেডিয়ার?' স্যালুট ঠুকল সে।

জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন ফার্গুসন, ঘুরলেন, 'এটা একটা ব্লাক অপারেশন, সার্জেন্ট-মেজর, ভেরি ব্লাক।'

'আপনার কী কী লাগবে, স্যার?'

'তিনটে ফ্লাক জ্যাকেট। কালো। সঙ্গে কালো জাম্পসুট। স্টান গ্রেনেড, নাইট-ভিশন গগল, একজোড়া ভালো নাইট-ভিশন বিনোকিউলার।'

'অস্ত্র, স্যার?'

'হ্যান্ডগান, সাইলেন্সার পেঁচানো অবশ্যই। সাইলেন্সার পেঁচানো মেশিন পিস্তলও। তুমি আর কী অস্ত্র নিতে বলো?'

'ব্রাউনিং নিতে পারেন, স্যার, উজি মেশিন পিস্তল নেয়ার পরামর্শও দেব আমি। একদম লেটেস্ট মডেলটা আছে। আর কিছু?'

'সেমটেক্স সবসময়ই কাজে লাগে। দরজা ওড়ানোর দরকার হতে পারে।'

'আপনাকে কয়েকটি বক্স দিয়ে দেব। ওতে ফাইভ সেকেন্ড টাইমার পেন্সিল থাকবে। যে কোনো দরজা উড়িয়ে দিতে পারবে।'

'চমৎকার, জিনিসগুলো এখুনি দরকার আমার, সার্জেন্ট-মেজর। সোজা ফার্লে-ফিল্ডে পাঠিয়ে দাও।'

'দিচ্ছি, স্যার।'

অ্যালেকো এতক্ষণ হাইওয়েতে বাইক চালিয়েছে, এবার সরু একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল। চলে এল একটা খামারবাড়ির সামনে। মাঝরাত। তবে কিচেনে এখনো আলো জ্বলছে। একটা কুকুর ঘেউঘেউ করে উঠল। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল অ্যালেকো। স্টান্ডে তুলে রাখল সুজুকি। দরজা খুলে বেরিয়ে এল পক্বকেশ গুলোস, হাতে শটগান।

'কে?'

'আমি, তোমার চাচাতো ভাই কনস্টানটিন। বন্দুক নামাও।'

একটা কুকুর ছুটে বেরিয়ে এল ঘেউঘেউ করতে করতে। অ্যালেককে দেখে তর্জন-গর্জন থেমে গেল, কেউকেউ করে চাটতে লাগল হাত।

'এখন কটা বাজে?' বলল গুলোস।

'আরে আগে ভেতরে তো যেতে দাও। তারপর সব ব্যাখ্যা করছি।'

'এসো।'

সুজুকির সাইড-ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেজ নিল অ্যালেক। গুলোসের পেছন পেছন এগোল। ঢুকল কিচেনে। টেবিলে প্যাকেজটা রাখল।

'এক হাজার মার্লবোরো, তোমার জন্য উপহার।'

গুলোস বলল, 'এত দামি জিনিস তোমাকে কে আনতে বলেছে? যাক এনেছ যখন ওটার সদ্ব্যবহার করব'খন।'

গুলোস একটা বোতল নিয়ে এল সিস্টার্ন থেকে। 'এটা জার্মান মদ। হুফ। ঠাণ্ডা অবস্থায় খেতে দারুণ মজা। আর সিস্টার্নটা আইসবক্সের চেয়ে ভালো।'

ককস্ক্রু দিয়ে বোতলের ছিপি খুলল গুলোস। দুটো গ্লাসে ঢালল মদ। অ্যালেকোর দেয়া সিগারেট নিল। 'চমৎকার,' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল সে। ' 'শুনলাম স্মাগলিঙের ব্যবসা ভালোই চালাচ্ছ। তো তোমার গরিব চাচাত ভাইয়ের কাছে কী হেতু আগমন?'

'ক্যাসল কোয়েনিগ,' বলল অ্যালেকো।

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল গুলোসের, 'ক্যাসল নিয়ে কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছ?'

'সিরিয়াস ঝামেলা। ক্যাসেল কোয়েনিগ সম্পর্কে কী জানো, বলো।'

'ওটার মালিক একটি আমেরিকান পরিবার। তবে বর্তমান মালিক ইসরায়েলি আর্মির সাবেক এক কর্নেল, লেভি। স্থানীয়রা এ পরিবারটিকে বেশ পছন্দ করে। ওখানে লেভি ছোটবেলায় ছুটি কাটাতে আসত। এক দম্পতি প্রাসাদটির দেখাশোনা করত। জারচাস দম্পতি। তাদেরকে মাস দুই আগে চাকরি থেকে হঠাৎ করেই বরখাস্ত করেছে লেভি।'

'তারপর?'

'ওখানে পাঁচজন লোক থাকছে বর্তমানে। সবাই ইসরায়েলি। এদের একজনের নাম ব্রাউন। সে মাঝে মাঝে গাঁয়ের মুদি দোকান থেকে সদয়পাতি কিনে নিয়ে যায়।' অ্যালেকোর গ্লাস আবার মদে ভরে দিল গুলোস। 'ওরা এখনো ওখানে আছে। ব্যাপারটা কী, কনস্টানটিন?'

'ওরা দুটি মেয়েকে ওখানে আটকে রেখেছে,' বলল অ্যালেকো।

হাসল গুলোস, 'আমার রাখাল ছেলেটা, স্তেফানোস, কয়েকদিন আগে প্রাসাদের ঢালে গিয়েছিল ছাগল চরাতে। সে দলছুট একটা ছাগল খুঁজতে গিয়ে প্রাসাদের কাছাকাছি চলে যায়। দেখতে পায় দুই ইসরায়েলি এক মহিলাকে নিয়ে প্রাসাদ

থেকে বেরুচ্ছে।'

'মাই গড,' অ্যালেকো বলল, 'তাহলে ওই মহিলাই।'

'আরো আছে। স্তেফানোস গতকালও ওদিকে গিয়েছিল হারানো ছাগলের খোঁজে। এবারে এক মহিলাকে নিয়ে প্রাসাদে ঢুকতে দেখেছে সে।'

দড়াম করে টেবিলে ঘুসি বসাল অ্যালেকো। 'বললাম না ওরা খারাপ লোক।'

'তো তুমি এখন কী করতে চাইছ?'

হাসল অ্যালেকো, 'প্রয়োজনীয় কিছু ব্যবস্থা নেব।' খাড়া হল সে, চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। 'সিগারেটগুলো উপভোগ কোরো। 'দরজা খুলে বেরুল সে। এগোল সুজুকির দিকে।

শুঁড়িখানায় ফিরে দেখল দুই ভাগ্নে আর স্টাভরস ছাড়া আর কেউ নেই বার-এ। আনা বার-এর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

'কী হল?' জিজ্ঞেস করল আনা।

'আগে ব্রিগেডিয়ার ফার্গুসনকে ফোন করি। তারপর সব বলছি।' অফিসে ঢুকল সে। ফিরে এল পাঁচ মিনিট পরে। 'এখন বলো কী জানতে চাও?'

ফার্লে ফিল্ডে যাবার পথে অ্যালেকোর ফোন পেলেন ফার্গুসন। অত্যন্ত উল্লাস বোধ করছেন তিনি। প্রেসিডেন্টকে মোবাইল করলেন তিনি। জানালেন সব কথা। প্রেসিডেন্ট টেডিকে খবরটা দিলেন। বললেন, 'ওরা ক্যাসল কোয়েনিগে আছে। ফার্গুসন ব্যাপারটা কনফার্ম করেছেন।'

চোদ্দ

পরদিন সকালে ওরা যাত্রা শুরু করল। তখনো বৃষ্টি পড়ছে। পঞ্চাশ হাজার ফুট ওপরে উঠে এল বিমান। সার্জেন্ট কার্সি কফি এবং চা নিয়ে এল ডিলনের জন্য। তারপর চলে গেল। ডিলন ফার্গুসনকে বলল, 'ম্যাপে আরেকবার চোখ বুলানো যাক।'

ফার্গুসন ব্রিফকেস খুলে কর্ফুর বড় সাইজের একটি মানচিত্র বের করলেন। ভাঁজ খুললেন। 'এখানে আমরা যাবো ভিটারিতে। এটা অ্যালেকোর গ্রাম। এখান থেকে ক্যাসল কোয়েনিগ পনেরো মাইল উত্তরে।'

'কিন্তু দাগ দেয়া তো নেই,' বললেন ব্লেক।

'এটা সেরকম ম্যাপ নয়।' ফার্গুসন ডিলনের দিকে তাকালেন।

'কাজটা করা যাবে?'

'অন্ধকারের আড়াল নিয়ে, হ্যাঁ।'

'তবে একটা সমস্যা আছে, অ্যালেকো এবং তার সঙ্গীরা লোক ভালো, কর্মঠও। তবে জুডাস মানে লেভির বিরুদ্ধে...' মাথা নাড়লেন ফার্গুসন। 'ও একজন প্রথম শ্রেণীর সৈনিক। তাছাড়া ওর প্রতিটি লোকই ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে কাজ করেছে।'

'তাতে কিছু আসে যায় না,' বলল ডিলন, 'এটা ওয়ান-ম্যান অপারেশন। অ্যালেকো আর তার লোকেরা আমাকে গন্তব্যে পৌছে দিয়েই খালাস। যখন প্রয়োজন হবে, সংকেত দেব। ওরা ফিরে আসবে।'

'তোমার পরিকল্পনাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' বললেন ব্লেক জনসন। 'তুমি বোধহয় গুনতে ভুলে গেছ, ডিলন, লেভির সঙ্গে পাঁচজন আছে—সেসহ ছয়জন। তুমি একা কী করবে? গা ঢাকা দিয়ে ছবির মতো একজন একজন করে খুন করবে?'

'আমি প্রাসাদের গলি-ঘুঁচি চিনি। জানি কোথায় যেতে হবে।'

'তুমি কিছুই জানো না। তোমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তিন তলায়। ওখানে মেরি ডি ব্রিসাক ছিল। আর সেলারটার কথা জানো। কারণ ওখানেও তোমাকে ওরা নিয়ে গিয়েছে। ওহ্, বলতে ভুলে গেছি, লোকটার স্টাডিরুমেও তুমি গিয়েছ। তাছাড়া আর কিছুই চেন না।'

'তো আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'বলতে চাইছি যে, তোমার ব্যাকআপ দরকার। আর সেটা হলাম আমি।'

'এটা আপনার পছন্দের খেলা নয়।'

'আমি ভিয়েতনামে দুবার যুদ্ধ করেছি, ডিলন। এফবিআইতে থাকাকালীন কজন আমার হাতে মারাও পড়েছে। কাজেই এ নিয়ে তর্ক করতে এসো না।' ফার্গুসনের দিকে ফিরলেন ব্লেক। 'ওকে বোঝাও, ব্রিগেডিয়ার।'

হাসলেন ফার্গুসন। 'সত্যি বলতে কী, আমি নিজেও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাই। এজন্য নিজের জন্য একটি জাম্প সুট এবং ফ্ল্যাক জ্যাকেটও নিয়ে এসেছি।'

'আপনারা আসলে পাগল হয়ে গেছেন,' বলল ডিলন।

'হয়তো বা। আমি বোটে থাকব। গোলাগুলি হলে ফ্লাক জ্যাকেটটা কাজে লাগবে। যাকগে, আমার খিদে পেয়েছে। সার্জেন্ট কার্সি!'

গ্যালিতে হাজির হল কার্সি। 'জেনারেল?'

'তোমাকে আমি কতবার বলব আমি ব্রিটিশ আর্মির ব্রিগেডিয়ার ছিলাম? এরা কী খাবে জানি না তবে আমার জন্য চা, টোস্ট এবং মারমালেড নিয়ে এসো।'

'এখুনি নিয়ে আসছি, জেনারেল,' বলল কার্সি, হাসতে হাসতে ফিরে গেল গ্যালিতে।

নিজের স্টাডির জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে জুডাস ওরফে কর্নেল ড্যান লেভি। মুখে সিগার। ধরাতে ভুলে গেছে। দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা, সবার সামনে অ্যারন। অর্ধ-বৃত্তাকারে দাঁড়াল সবাই।

লেভি ফিরল ওদের দিকে, 'গুডমর্নিং, জেন্টলমেন।'

'কর্নেল,' বলল অ্যারন, 'আমাদেরকে ডেকেছেন?'

'অপারেশন এখন ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে এসে দাঁড়িয়েছে। আগামী পরশুদিন প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই নেমেসিস-এ সই করতে হবে।'

ডেভিড ব্রাউন বলল, 'উনি কি সত্যিই সই করবেন?'

'আমি জানি না। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত জানি সই না করলে আমি তার মেয়েকে মেরে ফেলব।' কঠোর দেখাল লেভির চেহারা। 'এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত আছে?'

অ্যারন বলল, 'কারো দ্বিমত থাকার প্রশ্নই ওঠে না।'

'গুড। কাজেই আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা খুব ক্রিটিক্যাল একটা সময়। মেয়েরা কেমন আছে, ডেভিড?'

'বার্নস্টাইনটাকে তার ঘরে রেখে এসেছি।'

বাধা দিল লেভি, 'বার্নস্টাইনটা নয়, ডেভিড। তার প্রাপ্য সম্মান তাকে দিতে শেখো। ব্যক্তিগতভাবে আমি তার ভক্ত। জেরুজালেম ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট ওকে পেলে বর্তে যাবে।'

বিব্রত দেখাল ডেভিড ব্রাউনকে। 'আমি চিফ ইন্সপেক্টরকে তাঁর ঘরে রেখে এসেছি। পরে নাস্তা দিয়ে আসব।'

'ওদের যা যা দরকার তা দেবে,' কর্কশ গলায় হেসে উঠল লেভি। 'খুব ভালো নাস্তা খাওয়াবে।'

'আর কিছু, কর্নেল?' জিজ্ঞেস করল অ্যারন।

'এ মুহূর্তে তেমন কিছু মনে পড়ছে না। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তোমাদেরকে আগেও বলেছি সবখানে আমার নাক এবং চোখ আছে। নৌবাহিনী আমাদেরকে হামলা করার সাহস পাবে না। স্পেশাল ফোর্সের প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমাদের ঠিকানা তারা জানে না বলে নয়, কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানেন তিনি ওদের কাউকে আমাদের কথা বললে সাথে সাথে তাঁর মেয়েকে হারাবেন। তাই না, অ্যারন?'

'জি, কর্নেল।'

'এটা হল জিনিয়াসের কাজ,' মাথাটা ঝট করে হেলে গেল পেছন দিকে, অট্টহাসি দিল লেভি। 'আমি মস্ত এক জিনিয়াস।' ঝকঝক করছে তার চোখ।

ওরা অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে উঠল। অ্যারন বলল, 'আমরা তাহলে যাই, স্যার।'

'আচ্ছা। আজ রাতে দুজন করে গার্ড রাখবে। দু'ঘণ্টা পরপর।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল দলটা। মোশে, রাফায়েল এবং আর্নল্ড চলে গেল। থাকল শুধু ডেভিড ব্রাউন এবং অ্যারন। ব্রাউনকে ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত দেখাচ্ছে। অ্যারন জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে তোমার?'

'এই প্রথম আমার মনে হচ্ছে লোকটা আসলে উন্মাদ।'

'তোমার কথা যদি শুনতে পায় সে, সঙ্গে সঙ্গে লাশ পড়ে যাবে তোমার। এখন চলো নাস্তা খাবে।'

ব্রাউন হান্নার ঘরে গেল। তাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, 'রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?'

'আমার ভালো ঘুম হলো না খারাপ ঘুম হলো তা দিয়ে তোমার দরকার কী?' খেঁকিয়ে উঠল হান্না।

মেরি ডি ব্রিসাকের ঘরের দরজা খুলল ব্রাউন। হান্নাকে ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। 'আপনাদের নাস্তা নিয়ে আসছি।'

মেরি বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। 'কে এসেছিল?'

'ব্রাউন। নাস্তা আনতে গেল।'

'এত দেরিতে!'

হান্না জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তাকাল গরাদের ফাঁক দিয়ে। উপকূলে মাছ ধরার নৌকা। 'বোটের মাথায় পতাকা লাগানো থাকলে বুঝতে পারতাম কোথায় আছি,' হেসে উঠল হান্না।

মেরি ইজেল নিয়ে বসে গেল। দশ মিনিট পরে ট্রে ঠেলে নিয়ে এল ব্রাউন। 'আজ সকালের নাস্তা স্যাম্বলড এগ এবং সসেজ। সঙ্গে স্থানীয় রুটি এবং মধু। থার্মোফ্লাস্কে কফি আছে।'

'এবং শ্যাম্পেন?' আইসবাকেট থেকে বোতল তুলে নিল মেরি।

'আজ এত নাস্তার ঘটা যে! জুডাস দিতে বলল বুঝি?'

অস্বস্তির ছাপ ফুটল ব্রাউনের চেহারায়। 'আ-হ্যাঁ। আপনাদেরকে ফুর্তিতে

রাখতে চায়।'

'বন্দী নারীরা ফুর্তিতে খেতে পারে?' ফোঁড়ন কাটল হান্না।

'এরকম হেভি নাস্তা থাকলে পারে,' বলল মেরি, 'লুইস রোয়োজরার ক্রিস্টাল, ১৯৮৯। জুডাসের রুচি আছে। লোকটা উন্মাদ তবে রুচিশীল।'

'উনি একজন মহান মানুষ,' বিস্ফোরিত হল ব্রাউন, 'ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধে মিশরীয়রা আমাদেরকে আকস্মিক হামলা চালিয়ে বসে। জুডাস শতাধিক সৈন্যের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তারা সিনাইর উত্তপ্ত সূর্যের নিচে সিংহের মতো লড়াই করেছে। ওই লড়াই শেষে মাত্র আঠারোজন ইসরায়েলি বেঁচে ছিল।'

'এ তো অনেক আগের ঘটনা,' বলল মেরি। 'এতদিনে তো তার ও কথা ভুলে যাবার কথা।'

রেগে গেল ব্রাউন, 'ভুলে যাবেন? আরবদের ঘৃণা, হামাসের মতো সন্ত্রাসী দলের ক্রমাগত হামলার কথা ভুলে থাকা যায়? লেবানন এবং গালফে ইরাক যখন আমাদেরকে মিসাইল দিয়ে হামলা করেছিল, তখন?'

'বলে যাও, শুনছি,' বলল হান্না।

'না। শুনছো না। তুমি একজন ইহুদি। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। অ্যারনের ভাইকে সিরিয়ায় গুলি করার পরে অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়। আমার দুই বোন বাসে বোমা হামলায় খুন হয়েছে। তাদের কথা ভুলে যাব?'

খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ব্রাউন। মেরি বলল, 'শান্ত হও, ডেভিড। শান্ত হও।'

'আর জুডাস।'

হান্না নরম গলায় জানতে চাইল, 'তার ব্যাপারটা কী?'

'তার মা এবং বোন আমেরিকা থেকে এসেছিলেন তার সঙ্গে ছুটি কাটাতে। জেরুজালেমে বাস স্টেশনে বোমা হামলায় তারা প্রাণ হারান। ওই হামলায় আশিজনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল কিংবা আহত হয়েছিল। এটা কী মজার ব্যাপার?'

'না, ডেভিড, এটা মোটেই মজার ব্যাপার নয়,' বলল মেরি।

দরজা খুলল ডেভিড। ঘুরে দাঁড়াল। 'কাউন্টেস, আপনি কি মনে করেন এসব আমার ভালো লাগে? আমি আপনাকে পছন্দ করি। খুবই পছন্দ করি। আমি আপনার সঙ্গে মশকরা করছি না।'

দরজা বন্ধ করে চলে গেল সে। হান্না বলল, 'বেচারা। ও তোমাকে খুব ভালোবাসে।'

'কিন্তু তাতে ওরও লাভ হবে না, আমারও না,' বলল মেরি।

ওই সময় ক্রেটান লাভার তীর থেকে কয়েক মাইল দূরে ভেসে চলেছে। হুইলে আছে স্টাভরস। কনস্টানটিনও রয়েছে হুইল হাউজে। ইয়ানি এবং দিমিত্রি জাল নিয়ে ব্যস্ত। অ্যারন মোশেকে নিয়ে ক্যাসল কোয়েনিগ থেকে বিনোকিউলারে ওদের বোট

দেখছিল। অ্যারন Zeiss বাইনোকিউলার নামিয়ে রাখল।

'স্রেফ একটা মাছ ধরার নৌকা।'

মোশে বিনোকিউলার নিয়ে চোখে ঠেকাল, 'ক্রেটান লাভার। হ্যাঁ, ওটাকে ভিটারিতে নোঙর করা দেখেছি মুদি সদয় কিনতে যাবার সময়।'

অ্যারনের কাছে বিনোকিউলার ফিরিয়ে দিল সে। অ্যারন বলল, 'ঘটনার পরিসমাপ্তি যেভাবেই হোক, শেষ হলেই বাঁচি।'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত নই,' বলে চলে গেল মোশে, তার বাম কাঁধে M16 ঝুলছে।

এদিকে অ্যালেকো নৌবাহিনী থেকে পাওয়া পুরানো বিনোকিউলার ফোকাস করেছে। প্রাসাদের প্রতিটি রেখা পরিষ্কার ভেসে উঠল চোখে।

'ব্যাটলমেন্টে দুজন লোক দেখতে পাচ্ছি,' মৃদু গলায় বলল সে।

'একজনের কাঁধে রাইফেল।' স্টাভরসের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল। 'যা দেখার দেখে নিয়েছি। এখন বাড়ি চলো।'

স্টাভরস বলল, 'ওখানে ঢুকতে হলে গোটা একটা সেনাবাহিনীর দরকার হবে।'

'দরকার নাও হতে পারে। দেখা যাক ফার্গুসন কী ব্যবস্থা করেছেন।'

গালফস্ট্রিম কর্ফু এয়ারপোর্টে অবতরণ করল। বিমানবন্দরে পুরোনো বেশ কিছু হ্যাঙ্গার এবং প্রাইভেট প্লেন রয়েছে। একটি গাড়ি অপেক্ষা করছিল ফার্গুসনদের জন্য, ড্রাইভারসহ। এক তরুণ ক্যাপ্টেন গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্লেনের মই বেয়ে ফার্গুসন নেমে এলেন। তাঁর দিকে এগিয়ে গেল তরুণ।

'ব্রিগেডিয়ার ফার্গুসন?' টেনে টেনে ইংরেজি বলল সে, হ্যান্ডশেক করল। 'আমার নাম আন্দ্রিয়াস। এথেন্স থেকে কর্নেল মিকাইলি ফোন করে নির্দেশ দিয়েছেন আপনাদের সবরকম ফ্যাসিলিটি দেয়ার জন্য।'

'ওর বিশেষ দয়া,' বললেন ফার্গুসন।

'কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশনের ঝামেলা আপনাদেরকে পোহাতে হবে না। আপনাদের জন্য রেঞ্জ রোভার নিয়ে এসেছি। আর কী করতে পারি?'

'আমাদের মালপত্রগুলো গাড়িতে তুলে দাও। তারপর আমরা যাত্রা শুরু করব।' বললেন ফার্গুসন।

কার্গো হ্যাচ থেকে বেশ কিছু বাক্স নামিয়ে তোলা হল রেঞ্জ রোভারে। চলে গেল ক্যাপ্টেন আন্দ্রিয়াস।

'কর্নেল মিকাইল মানুষটি ভালো,' বলল ডিলন। 'বিনাবাধায় তার দেশে অস্ত্র নিয়ে ঢোকা গেল। আমরা কেন এসেছি তিনি কি তা জানেন?'

'অবশ্যই না,' বললেন ফার্গুসন। তিনি ভারমন্ট এবং গন্টের দিকে ফিরলেন। তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ফার্সি। 'জেন্টলমেন, আপনাদের মনেও নিশ্চয় আমাদেরকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন জেগেছে। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারছি না কারণ আপনাদের এ বিষয়টির সঙ্গে জড়িত হবার কোনো অবকাশ নেই। যে কাজে এসেছি

ওটা ঠিকঠাক মতো সমাধা হলে আপনাদের পরবর্তী গন্তব্য হবে ওয়াশিংটন।'

'তাহলে আমরা রিফুয়েলিঙের ব্যবস্থা করিগে, ব্রিগেডিয়ার।' বলল ভারনন।

ফার্গুসন রেঞ্জ রোভারের পেছনে বসলেন, সামনের প্যাসেঞ্জার সিট দখল করলেন ব্লেক, ডিলন নিল হুইলের দায়িত্ব। সে গাড়ি ছেড়ে দিল।

ভিটারিতে শুঁড়িখানার বাইরে গাড়ি দাঁড় করাল ডিলন। ফার্গুসন গাড়ি থেকে নেমে এলেন। তাঁকে স্বাগত জানাল অ্যালেকো।

'হেই, ব্রিগেডিয়ার, আপনার বয়স আরো কমে গেছে মনে হচ্ছে,' সে আলিঙ্গন করল ফার্গুসনকে। চপচপ করে দু'গালে চুমু খেল।

'এসব গ্রিক ফাজলামি বাদ দাও,' অ্যালেকোকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন ফার্গুসন। 'এ হলো শন ডিলন, আমার মূল এনফোর্সার।'

হ্যান্ডশেক করল ডিলন, 'আপনার কথা অনেক শুনেছি,' গ্রিক ভাষায় বলল ও।

'আরে, আপনি আমাদের ভাষা জানেন!' ইংরেজিতে বিস্ময় প্রকাশ করল অ্যালেকো।

'আর ইনি আমার আমেরিকান বন্ধু ব্লেক জনসন।'

আবার হ্যান্ডশেক করল অ্যালেকো। 'আসুন। আজকের মতো বন্ধ করে দিয়েছি শুঁড়িখানা। কাজেই নিরিবিলিতে কথা বলতে পারব।'

ইয়ানি, দিমিত্রি এবং স্টাভরস বারে ছিল। তাদের সঙ্গে পুরোনো বন্ধুদের মতো কুশল বিনিময় করলেন ফার্গুসন। আনা ট্রেতে কফি নিয়ে এল। বার-এ ট্রে নামিয়ে রেখে আলিঙ্গন করল ফার্গুসনকে। আরেকবার সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হল ফার্গুসনকে। তারপর সবাই বসল। চলে এল কাজের কথায়।

'আমরা আজ সকালে ক্যাসল-এ একবার চোখ বুলিয়ে এসেছি,' বলল অ্যালেকো। 'সাগর থেকে আমার মাছ ধরার নৌকাটা ব্যবহার করেছিলাম। ব্যাটলমেন্টে দুজন লোক দেখলাম। একজনের কাঁধে রাইফেল ছিল।'

মাথা ঝাঁকালেন ফার্গুসন।

'ভাবছিলাম,' বলল অ্যালেকো, 'আজ রাতে যদি আবার ওখানে যেতে হয়, সঙ্গে কয়েকটি ফিশিংবোট নিয়ে যাব। কাভার হিসেবে মানিয়ে যাবে।'

'বুদ্ধিটা চমৎকার।'

অ্যালেকো জিজ্ঞেস করল, 'আমাদেরকে কী করতে হবে?'

'আমার এই দুই বন্ধু, আগাপাশতলা সশস্ত্র, তারা প্রাসাদে ঢুকে পড়বে এবং জিম্মি হিসেবে রাখা দুই নারীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। ওখানে ছ'জন আছে। সবাই সাবেক ইসরায়েলি সৈন্য।'

'খাইছে!' বলে উঠল ইয়ালি, 'এ তো রক্তের নহর বয়ে যাবে।'

'এটা ওদের ব্যাপার,' ভাগ্নেকে বলল অ্যালেকো, 'আমাদের কাজ তাহলে আপনাদের জমিনে পৌঁছে দেয়া?'

'গার্ডরা যেন কিছু টের না পায়,' বলল ডিলন, 'সম্ভব?'

'সবকিছুই সম্ভব, মি. ডিলন। আপনি কি স্কুবা ডাইভার?'

'আমাদের কাছে ডুব দেয়ার জিনিসপত্র আছে।'

'হ্যাঁ, আমি খুব ভালো ডুব-সাঁতার জানি।'

'তাহলে আমাকে বাদ দিতে হবে,' বললেন ব্লেক। 'বছর কয়েক আগে এফবিআই'র একটা অ্যাকশনে বোমা বিস্ফোরণে আমার ডান কানের পর্দা ছিঁড়ে যায়। পানিতে নামা আমার জন্য নিষেধ।'

'ও নিয়ে ভাববেন না। একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই,' বলল অ্যালেকো।

দিমিত্রি জানতে চাইল, 'এ জন্য কত দেবেন, ব্রিগেডিয়ার?'

ফার্গুসন ব্লেকের দিকে তাকালেন। ব্লেক জবাব দিলেন, 'এক লাখ ডলার পাবে।'

পিনপতন নীরবতা। তারপর ইয়ানি জিজ্ঞেস করল, 'কাকে খুন করতে হবে?'

'ওরা খারাপ লোক,' বলল ডিলন, 'নিজেদেরকে রক্ষা করতেও জানে। ওরা তোমাকে উল্টো খুন করে বসতে পারে।'

'কে কাকে খুন করে সেটা পরে দেখা যাবে,' যৌবনের অহংকার ইয়ানির কণ্ঠে।

অ্যালেকো সিরিয়াস গলায় বলল, 'আপনি বলেছেন একজন আপনার সহকারী, চিফ ইন্সপেক্টর বার্নস্টাইন।'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে অপর নারীটি আসল লোক, তাই না?'

'এখন তার সম্পর্কে কিছুই বলা যাবে না, কনস্টানটিন,' বললেন ফার্গুসন।

সিধে হল ডিলন। 'আমি বোটটা একবার দেখতে চাই।'

'অবশ্যই,' অ্যালেকো তার বাকি ক্রুদের দিকে তাকালো। 'তোমাদের আসতে হবে না।'

'ওই বোট আমার আগেই দেখা,' বললেন ফার্গুসন, 'আমরা কিছু ইকুইপমেন্ট নিয়ে এসেছি। অস্ত্রশস্ত্রসহ আরো কিছু জিনিস, ওগুলো গাড়ি থেকে নামানো দরকার।'

'অবশ্যই, ব্রিগেডিয়ার,' অ্যালেকো ফিরল স্টাভরসের দিকে, 'সবকিছু গাড়ি থেকে নামিয়ে গোলাঘরে রেখে এসো।'

'আচ্ছা,' বলল স্টাভরস।

অ্যালেকো ডিলনকে উদ্দেশ করে মাথা ঝাঁকাল। ডিলন এবং ব্লেক পা বাড়াল দরজায়।

ক্রেটান লাভার সূর্যের উত্তাপে পুড়ছে। লোনা বাতাসে মাছের গন্ধ। ডিলন এবং ব্লেক বোট ঘুরে দেখতে লাগল। হুইল হাউজে ঢুকল ওরা। ডিলন স্টার্টার বাটনে চাপ দিতেই প্রাণ ফিরে পেল ইঞ্জিন। নোঙর তুলল অ্যালেকো। ঢেউ কেটে এগোতে লাগল বোট। জেটি থেকে চার/পাঁচশ গজ দূরে আসার পরে অ্যালেকো বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। ডিলনকে ডাইভিং গিয়ার দিল অ্যালেকো। ডিলন ডাইভারের পোশাক গায়ে চাপিয়ে নেমে পড়ল পানিতে। পানি আশ্চর্য নীল এবং পরিষ্কার। আশি ফুট নিচের সাদা বালুও দেখা যাচ্ছে। চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ছোট ছোট রঙ বেরঙের মাছ। মিনিট পনেরো পানির নিচে কাটিয়ে বোটে উঠে এল ডিলন। সন্তুষ্ট।

অ্যালেকো আবার চালু করল ইঞ্জিন। চলল জেটি অভিমুখে।

গোলাঘর ভারি পাথরে তৈরি। কোনো জানালা নেই। তবে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে। হার্লের দেয়া অস্ত্রশস্ত্র টেবিলে বিছানো। ইয়ানি শিস দিল, 'খাইছে! আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি নাকি?'

অ্যালেকো নাইট-ভিশন বিনোকিউলার তুলে নিল। 'খুব সুন্দর জিনিস। এরকম একটা জিনিস আমার নিজের থাকলে বেশ হতো।'

'কাজ শেষ হবার পরে এ জিনিস তুমি রেখে দিতে পারবে,' বললেন ফার্গুসন। ফিরলেন ডিলনের দিকে, 'তোমার কিছু লাগবে?'

'হ্যাঁ। খুব মজবুত রশি। একশো ফুট লম্বা হলেই হল। প্রতি দুই ফুট অন্তর একটা গিঁট থাকবে রশিতে।' তাকাল অ্যালেকোর দিকে। 'জোগাড় করা যাবে?'

'ব্যবস্থা করে দিচ্ছি,' একটা ব্রাউনিং হাতে তুলে নিল অ্যালেকো।

'এটা দিয়ে একবার চেষ্টা করতে পারি?'

'অবশ্যই।'

অ্যালেকো পরপর তিনবার গুলি করল টার্গেট লক্ষ্য করে। সবগুলো গুলি টার্গেটের বুকে লাগল, তবে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা রেখে। 'এত ভালো লক্ষ্য ভেদ কোনোদিন করিনি আমি।' পিস্তলটা ব্লেককে দিল সে, 'আপনার পালা।'

ব্লেক দু'হাতে ধরলেন পিস্তল। পরপর তিনবার ফায়ার করলেন। হার্ট-এলাকায় তিনটে ফুটো হল।

ডিলনকে অস্ত্রটা দিলেন তিনি। 'এবার তুমি।'

ডিলন তাকাল ফার্গুসনের দিকে। 'আমাকেও পরীক্ষা দিতে হবে?'

'ভণ্ডামি ছাড়ো, ডিলন। তোমরা আইরিশরা সবাই এক। নিজেদের শো করতে ভালোবাস।'

ডিলন ঘুরল, দ্রুত ট্রিগার টিপল। প্রথম টার্গেটের চোখ উঠে গেল। ফিসফিস করল দিমিত্রি। 'জেসাস মেরি।'

ব্রাউনিঙের ওজন পরখ করল ডিলন। 'ভালো অস্ত্র। তবে আমার ওয়ালথারই পছন্দ।' সে পিস্তলটি টেবিলে রেখে দিল।

পনেরো

বৃষ্টিতে ভিজছে জেটি, সাগর থেকে ধেয়ে আসছে বাতাস। হুইল হাউজে স্টাভরস, দুই ভাগ্নে ক্যানভাসের চাঁদোয়ার নিচে আশ্রয় নিয়েছে।

বাকি চারজন মূল সেলুনে। টেবিলে ছড়ানো অস্ত্র। অ্যালেকোর পরনে কালো নাইলনের ডাইভ সুট, ডিলন এবং ব্লেক ইতোমধ্যে জাম্প সুট এবং ফ্লাক জ্যাকেট গায়ে চড়িয়েছে।

'বৃষ্টি হতে পারে আপনি কিন্তু বলেন নি,' বললেন ব্লেক।

'আবহাওয়া অফিস যথারীতি ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। তবে এ বৃষ্টি কাল দুপুরের মধ্যে থেমে যাবে,' কাঁধ ঝাঁকাল অ্যালেকো। 'অবশ্য একদিকে বৃষ্টি হয়ে ভালোই হয়েছে। আপনারা ভিজতে আপত্তি না করলে এটা কাভার হিসেবে কাজ দেবে।'

'মন্দ বলেন নি,' বলল ডিলন। 'অন্য মাছ ধরার নৌকাগুলো কই?'

'ওরা রওনা হয়ে গেছে। মনে হবে সবগুলো সারডিন ধরার অভিযানে বেরিয়েছে। ওরা প্রাসাদ থেকে চেক করতে চাইলে শুধু জেলেই দেখতে পাবে।'

'চমৎকার,' বললেন ফার্গুসন।

সিগারেট ধরাল অ্যালেকো। 'আমরা আপনাকে জেটির ধারে সৈকতে পৌঁছে দেব। কাজ শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বড়জোর আধঘণ্টা,' বলল ডিলন।

'আমরা অন্য ফিশিংবোটগুলোর সঙ্গে যোগ দেব। তীরের অনেকটা কাছ ঘেঁষে চলব। ইয়ানি এবং দিমিত্রি জাল ফেলবে। আপনি সুযোগ বুঝে পানিতে নেমে যাবেন।' চারটে সিগনালিং ফ্লেয়ার বের করল অ্যালেকো। 'দুটো আমার কাছে থাকবে, দুটো আপনার কাছে। কাজ শেষ হলে একটা জ্বালিয়ে দেবেন। আমরা বোট নিয়ে জেটিতে এসে আপনাদের তুলে নেব।'

সবাই বসে প্ল্যান নিয়ে চিন্তা করছে, ফার্গুসন জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্য বোটে তোমার বন্ধুদের কী বলেছ?'

'ওরা জানে আমরা চোরাচালান করতে বেরিয়েছি। ওদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই।'

'বেশ,' বললেন ব্লেক, 'তাহলে কাজে নেমে পড়া যাক।'

মেরি ডি ব্রিসাক জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। উঁকি দিল বৃষ্টিতে, 'ফিশিংবোট। ওদের আলো দেখতে পাচ্ছি।'

হান্না মাত্র তার ডিনার খাওয়া শেষ করেছে। সে এক গ্লাস পানি পান করল তারপর যোগ দিল মেরির সঙ্গে।

'বাইরের জীবনযাত্রার কথা ভাবলে কেমন জানি অদ্ভুত লাগে আমার। আর আমরা এখানে বন্দী হয়ে আছি। শৈশবে ঐতিহাসিক উপন্যাসে এরকম অনেক কাহিনী পড়েছি।'

'আর আমি পড়েছি রূপকথার গল্প,' জানাল মেরি। 'তোমার মতো আমারো একই রকম অনুভূতি হয়েছে। ওইসব গল্পে ওরা তরুণীদের টাওয়ারে আটকে রাখে। একটি মেয়ের গল্প আছে না, তার চুল এত লম্বা ছিল যে সে জানালা দিয়ে নিচে ফেলে রাখত চুল আর রাজপুত্র ওই চুল বেয়ে উঠে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়?'

'রাপুনজেলের গল্প ওটা,' বলল হান্না।

'কী আফসোস! মি. ডিলন এলেও লাভ হবে না। আমার অত লম্বা চুল নেই।' হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল সে। ঘুরে জড়িয়ে ধরল হান্নাকে। 'জানো, আমার খুব ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে হাতে আর সময় নেই।'

'ও আসবে,' হান্নাও ওকে জড়িয়ে ধরে থাকল। 'ও কোনোদিন আমাকে হতাশ করেনি, কখনো না। ওর ওপর আস্থা রাখতে পার তুমি।'

ঝমঝম বৃষ্টির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হান্না। মনে মনে বলছে *ওহ্, শন, কোথায় তুমি? আমার বিশ্বাস ভঙ্গ কোরো না।*

ব্যাটেলমেন্টে দাঁড়িয়ে নাইট গ্লাস চোখে মাছ ধরার নৌকাগুলো দেখছে রাফায়েল। তার এক কাঁধে ঝুলছে M16 রাইফেল। বোটগুলোতে লাল এবং সবুজ আলো জ্বলছে। ডেকলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত স্টার্ন। পায়ের শব্দে ঘুরল সে। অ্যারন এবং লেভি আসছে।

'রিপোর্ট দেয়ার মতো কিছু নেই, কর্নেল,' বলল রাফায়েল, 'ফিশিংবোটের বহর ছাড়া কিছু নেই।'

লেভি মাথায় ছাতা ধরে রেখেছে। ছাতাটা অ্যারনকে দিয়ে বলল, 'দেখি, এটা দাও তো,' রাফায়েলের কাছ থেকে নাইটগ্লাস নিল সে।

গ্লাস অ্যাডজাস্ট করে ফোকাস করল লেভি। দেখতে পেল জাল নিয়ে ব্যস্ত জেলের দল। ক্রেটান লাভার-এর দৃশ্যও ব্যতিক্রম নয়। সে ইয়ানি এবং দিমিত্রিকে দেখতে পেল। দেখতে পেল না ব্লেক জনসন এবং অ্যালেকো স্টারবোর্ড থেকে আলগোছে নেমে পড়েছে পানিতে ভাসমান, আধ-ডুবন্ত একটি অ্যাকুয়ামোবাইলে।

রাফায়েলকে নাইটগ্লাস ফিরিয়ে দিল লেভি।

'চোখ-কান খোলা রেখো,' হুকুম করল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। হেঁটে গেল ব্যাটলমেন্টের শেষপ্রান্তে। প্রবেশ করল প্রাসাদের তিনতলায়। অ্যারন ছাতা নামিয়ে লেভির পেছন পেছন এগোল। ওই সময় মেরি ডি ব্রিসাকের ঘর থেকে ডাইনিং ট্রলি নিয়ে বেরিয়ে এল ডেভিড ব্রাউন।

'ওরা খেয়েছে?' জিজ্ঞেস করল লেভি।

'জি, কর্নেল।'

লেভি আবার জুডাসের ছদ্মবেশ নিল, মুখে আঁটল মুখোশ, ঢুকল ঘরে। দুই নারী জানালার ধারের টেবিলে মুখোমুখি বসেছে।

'এই যে তোমরা,' বলল সে, 'সময় কিন্তু দ্রুত থেকে দ্রুততর বয়ে যাচ্ছে। তবে আইনস্টাইন বলে গেছেন সময় আপেক্ষিক।' হেসে উঠল সে, 'বিশেষ করে যখন খেলা করার মতো কিছু থাকে না হাতে।'

'আমাদের মনে করিয়ে দেয়ার জন্য কৃতার্থ বোধ করছি,' বলল মেরি।

'সত্যিকারের নারীর সঙ্গে কথা বলার মজাই আলাদা, কাউন্টেস,' মশকরা করার ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল সে, ফিরল ব্রাউনের দিকে। 'এদেরকে আজ রাতের মতো তালা মেরে রাখবে, ডেভিড।' সে অ্যারনকে নিয়ে চলে গেল।

একমুহূর্ত নীরবতার পরে ডেভিড ব্রাউন বলল, 'আমি দুঃখিত, তবে আপনাদেরকে যে যার ঘরে ফিরতে হবে, চিফ ইন্সপেক্টর।'

হান্না মেরির গালে চুম্বন করল। 'গুড নাইট। কাল সকালে দেখা হবে।'

করিডোরে পা বাড়াল হান্না। ব্রাউন মেরিকে বলল, 'আমি কিছুই করতে পারি না—কিছুই না।'

'অবশ্যই তুমি কিছুই করতে পার না, ডেভিড। কেনেডি বলেছেন না, শয়তানের জয়লাভের জন্য শুধু প্রয়োজন ভালো মানুষদের অকর্মণ্য করে রাখা?'

ঠোঁট কামড়াল ডেভিড, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজায় তালা মারল। তারপর হান্নাকে নিয়ে তার ঘরে চলল।

ক্রেটান লাভার-এর কেবিনে ওরা যাত্রার জন্য শেষ করেছে প্রস্তুতি। ডিলন এবং ব্লেক পরেছে কালো জাম্প সুট, কোমরে গোঁজা স্টান গ্রেনেড, কালো প্যাকে রয়েছে অতিরিক্ত অ্যামুনিশন এবং সেমটেক্স ডোর চার্জ (দরজা উড়িয়ে দেয়ার জন্য) এবং ইমার্জেন্সির জন্য কোয়ার্টার পাউন্ড ব্লক। প্রত্যেকের হোলস্টারে শোভা পাচ্ছে ব্রাউনিং, কপালে তোলা নাইট গগলস। গলায় ঝুলছে উজি সাবমেশিনগান।

অ্যালেকো কোমরে জড়িয়েছে ওয়েট বেল্ট, স্টাভরস তার জ্যাকেটে একটি এয়ারট্যাঙ্ক আটকে দিল, 'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা ঝাঁকাল অ্যালেকো, 'ওই ডাইভ ব্যাগটা দাও। ওটা সারপ্রাইজ প্রেজেন্ট হিসেবে নেব। আপনি বলছেন আধঘণ্টার মধ্যে ফিরবেন?'

'হুঁ।'

'তাহলে আমি মোটর ক্রুজারে একটি ছোট সেমটেক্স এবং স্পিডবোটে চল্লিশ মিনিটে টাইমিং পেন্সিল ফেলে দেব। ওরা আর আমাদের পিছু নিতে পারবে না।'

সে ডাইভ ব্যাগে কিছু সেমটেক্স এবং টাইমার ঢুকিয়ে ব্যাগটা ঝোলাল ঘাড়ে। ফার্গুসন রশির ভারি কুণ্ডুলিটা তুলে নিলেন, ডিলনের ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিলেন।

অ্যালেকো নিজের এয়ার ট্যাঙ্কের বাতাস ঠিক করে নিল। ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ওরা ভিজে একসা হয়ে গেছে। জেটিতে কোনো আলো নেই, তবে প্রাসাদে আলো জ্বলছে। চোখে নাইট গগলস পরতেই জেটি পরিষ্কার দেখতে পেল ডিলন। অ্যাকুয়ামোবাইলের সঙ্গে রশি বাঁধল সে। এ জিনিস অ্যালেকোর বোটে পেয়েছে সে। ঘণ্টায় চার নট গতিতে চলে। অ্যালেকো অ্যাকুয়ামোবাইল স্টার্ট দিল। পেছনে রশিতে ঝুলে থাকলেন ব্লেক এবং ডিলন। তীরে পৌঁছে ওদেরকে ছেড়ে দিল অ্যালেকো। ফিসফিস করে বলল 'গুডলাক।' তারপর নিজের জ্যাকেট, ট্যাঙ্ক এবং ফিন খুলে জেটির ধারে সাঁতরে মোটর ক্রুজারের কাছে চলে এল। সিঁড়ি বেয়ে উঠল ক্রুজারে। ডাইভ ব্যাগ খুলে বের করল সেমটেক্সের একটা ব্লক। খুঁজে নিল উপযুক্ত টাইমিং পেন্সিল। তারপর গোড়ার দিকটা ভেঙে নিয়ে ওটা ঢুকিয়ে দিল ব্লকে। ইঞ্জিনরুমের হ্যাচ খুলে ওটা ফেলে দিল ভেতরে।

এরপর জেটির কিনার ধরে সাঁতরে স্পিডবোটে উঠল অ্যালেকো। এখানেও একই কাজ করল। তারপর নেমে পড়ল পানিতে। সাঁতরে উঠে এল তীরে। এখানে সে জ্যাকেট, ট্যাঙ্ক এবং ফিন রেখে গেছে। ওগুলো ঝটপট পরে নিল। তারপর সাঁতার কেটে রওনা হল ক্রেটান লাভার-এর উদ্দেশে।

বাগানে পাহারা দিচ্ছে আর্নল্ড। ভিজে চুপচুপে। সে টেরেসের সিঁড়ি বেয়ে পোর্টিকোর নিচে এসে দাঁড়াল। বাতাসের ঝাপটা বাঁচিয়ে বহু কষ্টে ধরাল সিগারেট। দুই তালুর মধ্যে সিগারেট আড়াল করে টানতে লাগল।

ডিলন এবং ব্লেক প্রাসাদের সামনে চলে এসেছে। নাইট গগলসের দৌলতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু। ওপরে মুখ তুলে তাকাতেই রাফায়েলকে দেখল। সে ব্যাটলমেন্টের গায়ে ঝুঁকে আছে। ডিলন উবু হল, ব্লেককেও টান মেরে উবু হওয়ার ইঙ্গিত দিল।

'অ্যাই, আর্নল্ড, তুমি আছ ওখানে?' হিব্রুতে জিজ্ঞেস করল রাফায়েল।

'হ্যাঁ, পোর্টিকোর নিচে।'

'এবং সিগারেট ফুঁকছ। এখান থেকে গন্ধ পাচ্ছি। কর্নেল টের পেলে তোমার খবর আছে। আমি করিডোরে যাচ্ছি রাউন্ড দিতে।'

'আচ্ছা।'

আর্নল্ড ঢুকে পড়ল পোর্টিকোতে। ফিসফিস করল ডিলন, 'আমি বাম দিকে

যাচ্ছি। ওর নাম ধরে ডাকব আমি। আপনি তখন পেছন থেকে হামলা চালাবেন। তবে জানে মারবেন না যেন। ওকে আমাদের কাজে লাগবে।'

একটা ফ্লাওয়ার বেড ধরে শরীরটাকে ওপরে টেনে তুলল ডিলন। পৌঁছে গেল টেরেসে। পা বাড়াল পোর্টিকোয়। নাইট গগলসে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আর্নল্ডকে।

'অ্যাই, আর্নল্ড,' ডিলন হিব্রুতে ডাকল, 'কোথায় তুমি?'

'কে?' এক কদম সামনে বাড়ল আর্নল্ড আর সেই মুহূর্তে পেছন থেকে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ব্লেক। এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন গলা, অপর হাতে চাপা দিলেন মুখ।

ডিলন ব্রাউনিং বের করে আর্নল্ডের থুতনির নিচে ঠেসে ধরল। ইংরেজিতে বলল, 'এতে সাইলেন্সার পেঁচানো আছে। কাজেই তোমার কলজে ফুটো করে দিলেও কেউ শব্দ শুনতে পাবে না। আমি কয়েকটি প্রশ্ন করব। তারপর ঠিকঠিক জবাব দেবে। না দিলে তোমাকে খুন করব এবং ব্যাটলমেন্টে তোমার বন্ধুরও একই দশা করব। বুঝতে পেরেছ?'

আর্নল্ড মাথা দোলানোর চেষ্টা করল। ওর মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলেন ব্লেক। 'ও যা বলছে তা-ই করো।'

'তুমি কে?' জিজ্ঞেস করল আর্নল্ড।

'তোমাদের বধ করতে এসেছি। আমি ডিলন।'

'ওহ্, মাই গড। কিন্তু এ কী করে সম্ভব! কর্নেল বলেছেন তুমি মারা গেছ।'

'ও কর্নেল, না? তবে সে আমার কাছে সবসময়ই জুডাস। যাকগে, এখন প্রশ্নের জবাব দাও। কাউন্টেস কি তিনতলার সেই আগের ঘরেই আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আর চিফ ইন্সপেক্টর বার্নস্টাইন?'

'সে একই করিডোরে, তুমি যে ঘরে ছিলে তাতে আছে।'

'তোমরা মোট ক'জন আছ? আগের মতোই?' জবাব দিতে ইতস্তত করছে আর্নল্ড, ব্রাউনিং দিয়ে ওকে জোরে খোঁচা দিল ডিলন। 'জুডাসসহ তোমরা মোট ছ'জন আছ। ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাটলমেন্টের লোকটা কে?'

'রাফায়েল।'

'শুনলাম ওর সঙ্গে কথা বলছ।'

'তো? ও তো হিব্রুতে কথা বলেছে।'

'আমিও হিব্রুভাষা জানি। কিন্তু জুডাস এ ব্যাপারটা জানে না। রাফায়েল বলল করিডোরে রাউন্ড দিতে যাবে। এ কথার মানে কী?'

'সে করিডোর এবং সিঁড়িতে পাহারা দেবে।'

'আর অন্যরা? তারা কোথায়?'

'ব্রাউন নিচতলায়, রান্নাঘরে। সে নিজের হাতে সব রান্না করে। ছোট একটা লিফট আছে। ওতে চড়ে সে মহিলাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দেয়।'

'বাকিরা?'

'কর্নেল তাঁর স্টাডিতে বসে খানা খান।'

'অ্যারন এবং মোশে কোথায়?'

'লাইব্রেরিতে একটা বিলিয়ার্ড রুম আছে। মেইন হলের পাশে। ওখানে মাঝে মাঝে বিলিয়ার্ড খেলে।'

'অন্য ঘরগুলোর কথা বলো।'

'একতলায় আছে রিক্রিয়েশন রুম। স্যাটেলাইট টিভি ইত্যাদি।'

'তাহলে প্রতিটি ফ্লোরে যেতে হলে মেইন হল দিয়ে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, ওখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে।'

'বেশ,' ওকে পাশ ফেরাল ডিলন। 'আমাদের রাস্তা দেখাও।'

টেরেস ধরে এগোল ওরা। আর্নল্ড একটা লোহার দরজা খুলল। এটার পরে একটা করিডোর। আলো জ্বলছে। শেষ মাথায় আরেকটা ওক কাঠের দরজা।

ডিলন কপালে তুলল গগলস, 'আমরা কোথায়?'

'এন্ট্রান্স হল ওইদিকে।'

'আগে বাড়ো।'

আর্নল্ড দরজার সামনে এসে লোহার হাতল মোচড় দিয়ে খুলল। প্রকাণ্ড একটি হলরুম। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। ফায়ারপ্লেসের ওপরে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা একসার পতাকা। সিলিং ভল্টেড। হঠাৎ দৌড় দিল আর্নল্ড চেঁচাতে চেঁচাতে, 'কর্নেল! বহিরাগত! ডিলন!'

ডিলন ওর পিঠ লক্ষ্য করে গুলি করল। এক সেকেন্ড পরে হলঘরের বিপরীত দিকের দরজা খুলে গেল। হ্যান্ডগান হাতে ঢুকল অ্যারন এবং মোশে। ওদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল ডিলন এবং ব্লেক। ওরা চট করে বিলিয়ার্ড রুমে ঢুকে গেল। বন্ধ করে দিল দরজা।

ডিলন বিরাট পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। পেছনে ব্লেক।

একতলার ল্যান্ডিঙে চলে এল ওরা। তারপর দোতলার ল্যান্ডিঙে দূরপ্রান্তে আবির্ভূত হল রাফায়েল, হাতে M16। গুলি করার জন্য রাইফেল তুলল। ডিলনের ব্রাউনিং একপশলা গুলি বর্ষণ করল। প্রাণ বাঁচাতে মেঝেতে ঝাঁপ দিল রাফায়েল।

'চলুন।' বলল ডিলন। তিনতলার সিঁড়ি বাইতে লাগল, ব্লেক ছুটলেন ওর পেছনে।

স্টাডিরুমে কনিয়াকের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বই পড়ছিল ডেনিয়েল লেভি, বন্দুকের গুলির শব্দে সচকিত হয়ে উঠল। ডেস্ক ড্রয়ার খুলে বের করল একটি বেরেটা, জাম্প সুটের পকেটে রেখে দিল। দেয়ালে ঝোলানো একটা M16 টেনে নিল। তার স্টাডিরুম একতলায়। অ্যারন এবং মোশেকে দেখা গেল করিডোরে, দুজনেরই হাতে A12 অ্যাসল্ট রাইফেল।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল লেভি।

'হলরুমে আর্নল্ডের চিৎকার শুনলাম। 'বহিরাগত! ডিলন!' বলে চেঁচাচ্ছিল। তারপর হলরুমে বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। বেরিয়ে দেখি মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে ও, কালো জাম্প সুটপরা দুজন লোক, চোখে গগলস।' বলল অ্যারন।

'ডিলন?' বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে লেভি। 'এ হতেই পারে না। ডিলন তো মরে গেছে।' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। 'বার্গার, লন্ডনে গাড়ি চাপা পড়েছে। ডিলন—হ্যাঁ, নিশ্চয় ও।' পরের ফ্লোরে বন্দুকের গুলির শব্দ। 'এসো' বলল সে, 'হারামজাদাটা মেয়েদেরকে উদ্ধার করতে যাচ্ছে।' সে পেছনের সিঁড়ি অভিমুখে ছুটল।

তিনতলায় উঠে এল ডিলন এবং ব্লেক। যে ঘরে ডিলনকে আটকে রাখা হয়েছিল তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাথি কষাল।

'হান্না, আমি শন,' ব্লেকের দিকে ফিরল, 'কাউন্টেসের ঘর দু' দরজা নিচে। যান, ব্লেক।'

হান্নার গলা শুনতে পেল ডিলন, 'শন, তুমি?'

'পিছিয়ে যাও। আমি দরজা উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি।'

প্যাক থেকে একটা ডোর চার্জ বের করল ডিলন, ওক কাঠের দরজার কী-হোলে ঢোকাল ওটা। ব্লেক দোতলায় একই কাজ করছেন। ডিলন টাইমার ক্যাপে মোচড় দিয়ে সরে দাঁড়াল একপাশে। চার সেকেন্ড পরে ঘটল বিস্ফোরণ। টুকরো টুকরো হয়ে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল ডিলন।

হান্না দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল ওকে। 'আমি আমার জীবনেও কাউকে দেখে এত খুশি হইনি।' আরেকটা বিস্ফোণের শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করল, 'কীসের শব্দ ওটা?'

'ব্লেক জনসন মেরি ডি ব্রিসাককে উদ্ধার করতে গেছেন,' সে হোলস্টার থেকে বের করল ব্রাউনিং, 'এটা রাখো। জঙ্গল থেকে এখনো বেরুতে পারিনি। আর আমরা মাত্র দু'জন।'

তিনতলার করিডোরের শেষমাথার ছোট বেডরুমে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল ডেভিড ব্রাউন। প্রথম বন্দুকের শব্দেই ঘুম ভেঙে গেল তার। আতঙ্কিত ও বিভ্রান্তবোধ করল। দ্রুত পরে নিল কাপড়। বিছানার পাশে রাখা আর্মালাইট তুলে নিল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

প্রথম যে দৃশ্যটা সে দেখল তা হলো ব্লেক মেরিকে তার ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসছেন, পেছনে ডিলন এবং হান্না। আর্মালাইট তুলল ব্রাউন, গুলি ছুঁড়তে দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। যদি মেরির গায়ে লাগে! তাকে দেখে ফেলল ডিলন। চিৎকার দিয়েই একটা স্টান গ্রেনেডের পিন খুলে গড়িয়ে দিল করিডোরে। ব্রাউন লাফ মেরে কাছের একটা চোরকুঠুরিতে ঢুকে পড়ল। করিডোরের শেষ মাথায় গড়িয়ে গেল গ্রেনেড, বিস্ফোরিত হলো সিঁড়ির মাথায়।

ঠিক ওই মুহূর্তে করিডোরের অন্যপ্রান্তে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাজির হয়ে গেল লেভি, অ্যারন এবং মোশে। ডিলন হান্নাকে ধাক্কা মেরে তার ঘরে ঢুকিয়ে দিল, পেছন পেছন ঢুকল মেরি এবং ব্লেক।

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর রাফায়েল সিঁড়ির মাথায় হাজির হল ব্রাউনকে নিয়ে। হাঁক ছাড়ল, 'আমি রাফায়েল, কর্নেল, সঙ্গে ডেভিড আছে।'

'গুড,' পাল্টা চেঁচাল লেভি। 'আমার সঙ্গে অ্যারন এবং মোশে আছে। ওরা মাত্র দুজন এবং ওরা কোথাও যেতে পারবে না। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, ডিলন?'

'পাচ্ছি,' বলল ডিলন, 'আমি কোথাও যাচ্ছিও না, এখানেই আছি।' সে করিডোরে আরেকটা গ্রেনেড গড়িয়ে দিয়ে একলাফে পিছিয়ে এল।

লেভি ইতোমধ্যে করিডোরের শেষ ঘরটির দরজা খুলে ফেলেছে। চেঁচাল, 'ভেতরে ঢোকো!' অ্যারন এবং মোশে ঢুকে পড়ল ঘরে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল লেভি। স্টান গ্রেনেড বিস্ফোরিত হল ল্যান্ডিঙে।

লেভি দরজা খুলে M16 দিয়ে অনেকগুলো গুলি করল। হান্নার ঘরের দেয়াল ঝাঁঝরা হয়ে গেল। ডিলন উজির নাকটা বের করে করিডোরের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে ঘুরিয়ে গুলি করল। ফিরল ব্লেকের দিকে। তিনি বললেন, 'এখন আমরা কী করব?'

উজি নামিয়ে রাখল ডিলন। মাথার ওপর থেকে গলাল রশি। 'এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ। সবাই বাথরুমে ঢোকো।'

মেরি ডি ব্রিসাক ফাঁকা চোখে তাকাল। 'জলদি যাও। হান্না, আমাদের হাতে সময় নেই।'

হান্না মেরিকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল, ওদের পেছনে ব্লেক। ডিলন উজি দিয়ে করিডোর লক্ষ্য করে আরেকপ্রস্থ গুলি ছুড়ল। তারপর মেঝেতে নামিয়ে রাখল অস্ত্রটি। পাউচ থেকে কোয়ার্টার ব্লক সেমটেক্স বের করে জানালার গরাদে আটকাল, ভেতরে ঢুকিয়ে দিল দুই সেকেন্ডের পেন্সিল টাইমার।

লাফ মেরে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ডিলন। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধাক্কায় ঘর যেন দুলে উঠল, ধোঁয়া সরে যেতে দেখল জানালার গরাদ খসে পড়ে ওখানে

একটা ফাঁকা গর্তের সৃষ্টি করেছে।

জানালায় উঁকি দিল ডিলন, ওর সঙ্গে যোগ দিলেন ব্লেক। তার কাঁধের ওপর দিয়ে নিচে তাকাল দুই নারী। 'এখান থেকে চল্লিশ ফুট নিচে টেরেস।' বলল ডিলন। 'আপনি কাউন্টেস এবং হান্নাকে এক এক করে রশি ধরে নামাবেন। তারপর খাটের সঙ্গে রশির একটা প্রান্ত বেঁধে নিয়ে নিজে নেমে যাবেন। আমি ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখছি। সুযোগ পেলে আমিও নেমে যাব।'

ইতস্তত না করে রশির কুণ্ডলি খুললেন ব্লেক। শেষ মাথায় বড় একটি ফাঁস বা গেঁরো তৈরি করলেন। ডিলন উজিতে নতুন গুলি ভরল। তারপর দরজার ফাঁকে উজির নাক ঢুকিয়ে ফায়ার করল ব্রাউন এবং রাফায়েলের উদ্দেশে। ওরাও সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুড়ে প্রত্যুত্তর দিল।

ক্রেটান লাভার থেকে ওরা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল। তারপর কয়েকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলল পানিতে।

'হচ্ছেটা কী?' বললেন ফার্গুসন। ফ্লাক জ্যাকেট পরে রেইলে দাঁড়িয়ে আছেন। এক হাতে ব্রাউনিং।

'যাই ঘটুক, আমি রেডি হতে যাচ্ছি,' বলল অ্যালেকো। 'আমরা আরো কাছিয়ে যাব, জেটি থেকে বড়জোর শ'খানেক গজ দূরে থাকব। সবাই অস্ত্র হাতে প্রস্তুত হও।'

সে হুইলহাউজে ঢুকল। একমুহূর্ত পরে প্রাণ ফিরে পেল ইঞ্জিন, ক্রেটান লাভার ছুটল জেটি অভিমুখে।

প্রথমে হান্না নামল দেয়াল বেয়ে। কোমরে রশি বেঁধে প্রাসাদের দেয়ালের খাঁজে পা রেখে সরসর করে নেমে এল টেরেসে। মাথা থেকে ফাঁস গলাল। ব্লেক ওটা টেনে নিলেন ওপরে।

মেরির দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি নামতে পারবে তো? ভয় নেই। আমার কাছে নিরাপদেই থাকবে তুমি। নামার সময় নিচে একদম তাকাবে না।'

'আপনার পরিচয়টা কিন্তু এখনো জানি না।'

'আমি জনসন—ব্লেক জনসন। তোমার বাবার স্পেশাল সিকিউরিটি ম্যান।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. জনসন। আমার উচ্চতা ভীতি নেই। আমি প্রতিবছর সুইস আল্পস বেয়ে একবার উঠি। দশ বছর বয়সে বাবা আমাকে প্রথম পাহাড়ে নিয়ে যান।' মাথায় ফাঁস গলাল মেরি। 'ধন্যবাদ, মি. ডিলন। আপনাকে দেখেই মনে হয়েছিল আপনি সবসময় নারীদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন।'

'একেবারে শেষ অধ্যায়ে, কাউন্টেস। তবে এটা শেষ অধ্যায় নয়। নাও, শুরু করো,' করিডোরে গুলিবৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে সরে এল ডিলন।

টেরেসে নিরাপদেই অবতরণ করল মেরি ডি ব্রিসাক। এবার ব্লেক দড়ি আর ওপরে টেনে তুললেন না। তিনি রশির শেষপ্রান্ত প্রকাণ্ড খাটের মোটা একটা পায়ার সঙ্গে বাঁধলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কী?'

'আপনার উজিটা দিন। তারপর রশি বেয়ে নেমে পড়ুন। তারপর মেয়েদের নিয়ে জেটিতে চলে যাবেন।'

'আর তুমি?'

'আমি ওদেরকে গুলি করে ব্যস্ত রাখব। তারপর সুযোগ বুঝে টারজানের মতো ঝুলে পড়ব রশি বেয়ে।' নিজের উজিতে গুলির নতুন একটা ক্লিপ ভরল। ওর দু'হাতে দুটো উজি। 'যান, ব্লেক।'

ব্লেক কিছু বলার সাহস পেলেন না, ঘুরলেন, দু'হাতে রশি ধরে পিছিয়ে এলেন। নামতে লাগলেন। ডিলন উঁকি দিয়ে দেখল। বৃষ্টি নেমে গেছে। আকাশে মেঘ কেটে হেসে উঠছে পূর্ণিমার চাঁদ। ব্লেক নামছেন, দুই নারী মুখ তুলে দেখল।

হাঁক ছাড়ল লেভি, 'অ্যাই, ডিলন। আমার কথা শোনো।'

'কেন জুডাস ওরফে কর্নেল ড্যান লেভি? আত্মসমর্পণ করতে চাইছ?'

লেভি রাগত গলায় বলল, 'ওকে ধরো।'

বুকভরে দম নিল ডিলন। বেরিয়ে এল করিডোরে। দূরপ্রান্তে উদয় হল রাফায়েল হাতে M16 নিয়ে, তার পেছনে ডেভিড ব্রাউন। মোশে অপরপ্রান্তে হাজির হল। ডিলন একসঙ্গে দুটো উজি দিয়ে একটানা গুলি চালাল। গুলির আঘাতে রাফায়েল ছিটকে পড়ল ব্রাউনের গায়ে আর মোশে বাড়ি খেল দেয়ালে। কমপক্ষে চার/পাঁচটা গুলি খেয়েছে সে।

খালি হয়ে গেছে উজি, মেঝেতে অস্ত্রজোড়া ফেলে দিল ডিলন। একছুটে চলে গেল জানালায়। রশি ধরে ঝুলে পড়ল। হড়হড় করে নামতে লাগল নিচে।

মৃত্যুযন্ত্রণায় পা ছুঁড়ছে মোশে, লেভি রক্তাক্ত শরীরটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ডিলন, ইউ বাস্টার্ড! সাহস থাকে তো সামনে আয়!'

করিডোর ধরে ছুটল লেভি, M16 দিয়ে গুলি করছে দেয়ালে। ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। জানালার হাঁ করা গর্ত এবং রশি দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে। নড়াচড়া করতেও ভুলে গেল। অ্যারন ওর পেছন পেছন আসছিল, লেভিকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে জানালার ধারে গিয়ে উঁকি দিল।

সম্বিৎ ফিরে পেল লেভি। দুই বিদ্যুৎগতি কদমে জানালার সামনে চলে এল, 'ওদেরকে দেখতে পাচ্ছ?'

ঘরে ঢুকল ডেভিড ব্রাউন, হাতে আর্মালাইট। অ্যারন বলল, 'বাগানের ওপাশে। দুই মহিলা আর একজন পুরুষ সৈকতের দিকে ছুটছে।'

'সরে দাঁড়াও,' বলল লেভি, তুলল M16, 'মাগীকে আমি শায়েস্তা করছি।'

'না, কর্নেল, যথেষ্ট হয়েছে।' লেভির কাঁধ লক্ষ্য করে আর্মালাইট তাক করল ব্রাউন। 'রাইফেল ফেলুন। ওকে যেতে দিন।'

'মানে! এসব কী বলছ, ডেভিড?'

লেভি টেবিলে নামিয়ে রাখল M16। দু'হাত পকেটে ঢোকাল। ডান হাত স্পর্শ পেল বেরেটার। ঘুরেই পরপর দু'বার গুলি করল। ছিটকে করিডোরে পড়ে গেল ব্রাউন, হাত থেকে ছুটে গেছে আর্মালাইট। শুয়ে গোঙাতে লাগল। লেভি M16 তুলে নিল আবার।

'এসো,' বলল সে অ্যারনকে, 'ওদের পিছু নেব।' ব্রাউনের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওর মাথায় গুলি করে থামিয়ে দিল গোঙানি।

বাগান দিয়ে দৌড়াচ্ছে ডিলন, একটা সিগনাল ফ্লেয়ার বের করে সুতো ধরে টান দিল। ছোট রকেটটি বাঁক কেটে শূন্যে উঠল, লাল টকটকে আলো নিয়ে বিস্ফোরিত হল। শুধু ক্রেটান লাভার নয়, উদ্ভাসিত করে তুলল গোটা মাছ ধরার বহর।

অ্যালেকো বোটের ইঞ্জিন চালু করে দিল। 'সবাই রেডি তো? আমরা যাচ্ছি।'

দুই নারীকে নিয়ে জেটিতে পৌঁছে গেছেন ব্লেক। ডিলন ওদের পেছনের রাস্তা ধরে ছুটে আসছে। অন্ধকারে ক্রেটান লাভারের গর্জন শোনা গেল।

ডিলন ওদের সঙ্গে যোগ দিল। হান্না ওর বাহুর মাঝে সেঁধিয়ে গেল। 'থ্যাংক গড।'

'হ্যাঁ, আমি বেঁচে আছি,' ওকে বুকের সঙ্গে পিষতে পিষতে হেসে উঠল ডিলন।

ক্রেটান লাভার জেটির গায়ে এসে ঠেকল। থরথর করে কাঁপছে ইঞ্জিন। ইয়ানি এবং দিমিত্রি হাত বাড়িয়ে দুই নারীকে তুলে নিল বোটে। অ্যালেকো হুইলহাউজ থেকে গলা বাড়িয়ে ডিলনকে বলল, 'তোমরা যুদ্ধে জিতে গেছ, না?'

এমন সময় গুলির শব্দ হল। জেটির পাথরে বিদ্ধ হল বুলেট।

'এখনো জিতিনি,' জবাব দিল ডিলন। সে এবং ব্লেক ডাইভ দিয়ে পড়ল ডেকে। 'জলদি ভাগুন,' অ্যালেকো বিনাবাক্যব্যয়ে পালন করল নির্দেশ।

লেভি এবং অ্যারন ছুটতে ছুটতে আসছে, ক্রেটান লাভার মাছ ধরার বহরের দিকে এগোল।

'ওদেরকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি, কর্নেল,' বলল অ্যারন।

'স্পিডবোটের কথা ভুলে গেছ, গর্দভ? ওটা ত্রিশ নটে চলে। ওরা স্পিডবোটের

সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে না। তুমি বোট চালাবে।'

স্টার্নে উঠে পড়ল লেভি, অ্যারন দাঁড়াল হুইলের পেছনে। খুঁজতেই রাবার ম্যাটের নিচে পেয়ে গেল ইগনিশন কী। অন করল সুইচ। শক্তিশালী ইঞ্জিন গর্জন ছাড়ল। লেভি বলল, 'ধরো, ওদের।'

স্টাভরস বলল, 'ওরা আসছে।'

'ভয় নেই,' বলল অ্যালেকো। 'আমরা একটু পরেই বহরের মধ্যে ঢুকে পড়ব। মেয়েদেরকে নিচে নিয়ে যাও।'

ফার্গুসন হান্না এবং মেরিকে নিয়ে কেবিনে ঢুকলেন, ফিরে এসে ডিলন এবং ব্লেকের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁর হাতে তৃতীয় উজি। ইয়ানি এবং দিমিত্রির কাছে রিভলবার। ফার্গুসন ডিলনকে নিজের ব্রাউনিংটা দিলেন।

'চিফ ইন্সপেক্টর বলল এটা তোমার দরকার হবে।'

চাঁদের আলোয় দেখা গেল সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে স্পিডবোট। লেভি হামাগুড়ি দিয়ে বসেছে পেছনে। ফার্গুসন উজি দিয়ে গুলি ছুঁড়লেন। অ্যারন স্পিডবোট ডানে-বামে বাউলি কাটছে, গুলি লাগল না। হঠাৎ সিধে হল লেভি, M16-এর পুরো ম্যাগাজিন খালি করল ক্রেটান লাভারের ওপর।

হুইলহাউজের কাচ ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল। একটা গুলি খেলেন ফার্গুসন। গায়ে ফ্লাক জ্যাকেট থাকায় বেঁচে গেলেন প্রাণে। তবে আরেকটা বুলেট দিমিত্রির কাঁধের মাংস তুলে নিল এক খাবলা।

ডিলন একপশলা গুলি করল। কিন্তু বাউলি কেটে এগোচ্ছে বলে লাগল না একটাও। লেভির গুলি ফুটো করে দিল ডেক।

'গেছি রে!' চেঁচিয়ে উঠলেন ব্লেক।

'এখনো নয়,' বলল অ্যালেকো। জেটি থেকে বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল। বিস্ফোরিত হয়েছে মোটর ক্রুজার।

'এক নম্বরটা গেল,' বলল অ্যালেকো।

স্পিডবোট আরো কাছিয়ে এসেছে। খাড়া হল লেভি, M16 উঁচিয়ে ধরে বলল, 'এবার তোমাকে পেয়েছি, ডিলন।'

আর ঠিক তখন বিস্ফোরণ ঘটল স্পিডবোটে। ওদের চোখের সামনে আগুনের গোলায় পরিণত হল ওটা। শূন্যে ছিটকে যেতে লাগল ধ্বংসাবশেষ। হিসহিস শব্দ তুলল বাষ্প। ধ্বংসাবশেষের শেষটুকু তলিয়ে গেল পানির নিচে।

'আর ওই গেল দুই নাম্বারটা,' বলল অ্যালেকো,' এখন আমরা বাড়ি যাব।'

স্টাভরস দিমিত্রির কাঁধ পরীক্ষা করে দেখছে, ফার্গুসন ফ্লাক জ্যাকেটের ফুটোর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, 'মনে হয়েছিল ট্রাকের ধাক্কা খেয়েছি।'

হান্না এবং মেরি সাবধানে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

'সব কী শেষ?' জিজ্ঞেস করল মেরি ডি ব্রিসাক।

'তা বলা যায়,' বললেন ফার্গুসন, 'তবে আগে তোমার বাবার সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।'

হোয়াইট হাউজে রুশদের একটি প্রতিনিধি দল এসেছেন। জেক কাজালেট রুশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে গভীর আলাপে মগ্ন, হাজির হল টেডি।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মি. প্রেসিডেন্ট। আপনার খুব জরুরি একটি ফোন এসেছে।'

কাজালেট রুশ রাষ্ট্রদূতের কাছে ক্ষমা চেয়ে টেডির সঙ্গে ক্ষুদ্র এন্টাররুমে ঢুকলেন। দরজা বন্ধ করে দিল টেডি। প্রেসিডেন্টের হাতে দিল বিশেষ মোবাইল।

'ব্রিগেডিয়ার ফার্গুসন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

ফোন কানে লাগালেন কাজালেট, চেহারা বিবর্ণ। 'হ্যাঁ, ব্রিগেডিয়ার। প্রেসিডেন্ট বলছি।'

ও পক্ষের কথা শুনছেন তিনি, হঠাৎ যেন দশ বছর বয়স কমে গেল তাঁর। উদ্ভাসিত চেহারা। 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন, ব্রিগেডিয়ার। ঈশ্বর আপনাদের সবার মঙ্গল করবেন। সোজা ওয়াশিংটনে চলে আসুন। কাল আপনাদের দেখতে চাই।'

ফোনের সুইচ অফ করে দিলেন তিনি। টেডি বলল, 'মি. প্রেসিডেন্ট?'

'কী খবর শুনেছি জানো, টেডি?' বলে প্রেসিডেন্ট তাঁর বিখ্যাত হাসিটি উপহার দিলেন, 'এ মুহূর্তে এক গ্লাস শ্যাম্পেন চাই আমার। এবং চাই তুমি আমার সঙ্গে যোগ দেবে।'

উপসংহার
ওয়াশিংটন

গালফস্ট্রিম অবতরণ করল এন্ড্রুজে। বিমানবন্দরে একজোড়া লিমুজিন অপেক্ষা করছিল। একটি গাড়ির পাশে দাঁড়ানো টেডি গ্রান্ট।

কার্সি খুলে দিল প্লেনের দরজা। ফার্গুসন সবার আগে নেমে এলেন মই বেয়ে। পেছন পেছন ডিলন এবং ব্লেক। টেডি দ্রুত এগিয়ে গেল, হ্যান্ডশেক করল ব্লেকের সঙ্গে।

'আমি ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছি না, প্রেসিডেন্টও না।' সে ফিরল অন্যদের দিকে। 'ব্রিগেডিয়ার—মি. ডিলন। আ গ্রেট ডে।'

ফার্গুসন হাত মেলালেন টেডির সঙ্গে, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

একটু পরে মেরি ডি ব্রিসাক এবং হান্না বার্নস্টাইন নেমে এল প্লেন থেকে।

টেডি মেরির হাত ধরল সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য, তারপর হান্নার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। 'তোমাদেরকে দেখে যে কী ভাল্লাগছে আমার ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। প্লিজ, এসো।'

টেডি ওদেরকে নিয়ে লিমুজিনের দিকে পা বাড়াল। ফার্গুসন বললেন, 'এক মিনিট,' তিনি ক্রুদের দিকে ফিরে বললেন, 'মাই থ্যাংকস, জেন্টলমেন।' তিনি সবার সঙ্গে হাত মেলালেন। তারপর এগোলেন লিমুজিনের দিকে। ওখানে সবাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

'কাউন্টেস সরাসরি হোয়াইট হাউজে যাবেন,' বলল টেডি। 'আমি তাঁকে নিয়ে যাচ্ছি। ব্লেকও আমার সঙ্গে যাবেন। প্রেসিডেন্ট তাঁকেও দেখা করতে বলেছেন। আপনাদের সবার জন্য রিজ-কার্লটন হোটেলে সুইট বুক করা আছে। আপনারা ওখানে বিশ্রাম নেবেন। ফ্রেশ হবার পরে প্রেসিডেন্ট আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন।'

'ঠিক আছে,' বললেন ফার্গুসন। 'তাহলে পরে দেখা হবে।'

মেরিকে ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত লাগছে। বলল, 'হ্যাঁ। অবশ্যই দেখা হবে।'

টেডি এবং ব্লেকের সঙ্গে সে চলে গেল। ডিলন, ফার্গুসন এবং হান্না দ্বিতীয় লিমুজিনে উঠল। গাড়ি ছেড়ে দিল। চলল রিজ-কার্লটন হোটেল অভিমুখে।

হোয়াইট হাউজে, আগুনের পাশে বসে আছেন জেক কাজালেট। আবেগ দমন করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কী ঘটবে? ও কীরকম প্রতিক্রিয়া দেখাবে? দরজায় টকটক শব্দ হল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল টেডি।

'মি. প্রেসিডেন্ট, আপনার মেয়ে,' একপাশে সরে দাঁড়াল সে।

সিধে হলেন কাজালেট, টের পেলেন কাঁপছেন, ঘরে ঢুকল মেরি ডি ব্রিসাক। তাঁর দিকে একমুহূর্ত তাকাল।

'বাবা,' ডাকল সে।

আবেগের জোয়ারে ভেসে গেলেন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মানুষটি, দুহাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি, ছুটে এল তাঁর কন্যা, বাঁধা পড়ল পিতার স্নেহের বন্ধনে।

তিন ঘণ্টা পর। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেজেগুজে প্রস্তুত ওরা। আরমানির সুটে খুব সুন্দর লাগছে হান্নাকে। হান্নাকে সে কথা বলতে মেয়েটা বলল, 'হোটেলে ফুলের অভাব নেই। একটা বুকে নিয়ে এসো। খালি হাতে হোয়াইট হাউজে যাই কী করে।'

ফার্গুসন বললেন, 'শুনলাম আজ রাতে এ হোটেলে রুশ প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করেছেন প্রেসিডেন্ট।'

'মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন,' মন্তব্য করল ডিলন, 'ভোজটা উপভোগ করতে পারবেন তিনি।'

বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। হোয়াইট হাউজ থেকে পাঠানো লিমুজিনে চেপে বসল ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল গন্তব্যে। ওদেরকে ইস্ট এন্ট্রান্স দিয়ে ঢুকতে হলো। বিশেষ দর্শনার্থীদের জন্য এ প্রবেশপথ। মিডিয়ার কবলে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

ওদেরকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল টেডি। 'আপনাদেরকে আবার দেখতে পেয়ে খুশি হলাম। আসুন। প্রেসিডেন্ট অপেক্ষা করছেন।'

ওভাল অফিসে ডেস্কে বসে আছেন জেক কাজালেট, জানালার সামনে ব্লেক জনসনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেরি। সেই প্রথম নড়ে উঠল দলটাকে দেখে। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল হান্নাকে।

ডেস্ক ঘুরে সামনে চলে এলেন কাজালেট। ওদের তিনজনের সঙ্গে হাত মেলালেন। 'আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই। ব্লেক আমাকে সব বলেছে। এটা বাকিংহাম প্যালেস হলে আপনাদেরকে পুরস্কৃত করা হতো। কিন্তু এটা আমেরিকা।'

'এ জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বলল ডিলন।

হাসলেন প্রেসিডেন্ট, আবার হ্যান্ডশেক করলেন ডিলনের সঙ্গে। 'আপনি সবসময় আমার বিপদে ত্রাতা, আইরিশ বন্ধু।' ফিরলেন ফার্গুসনের দিকে। 'আমি নাম্বার টেনে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি, কী ঘটেছে বলেছি। আপনাকে এরকম যুদ্ধের মধ্যে পাঠানোর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনাও করেছি। বলেছি উপায় ছিল না।'

'উনি নিশ্চয় বিব্রতবোধ করেছেন,' বললেন ফার্গুসন।

'মোটেই না। বরং আপনার মুখ থেকে সব শোনার জন্য তিনি মুখিয়ে আছেন। আপনাদের জন্য কী করতে পারি?'

'নেমেসিস, মি. প্রেসিডেন্ট?'

কাঁধ ঝাঁকালেন কাজালেট, 'ওটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

'বেশ,' বললেন ফার্গুসন, 'তাহলে শেষ উপকারটা করুন। আমি জলদি লন্ডন ফিরতে চাই। আপনার গালফস্ট্রিম ধার দেয়া যাবে?'

'অবশ্যই।' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনাদের সবাইকে আবারো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।'

মেরি চুমু খেল ব্রিগেডিয়ারের গালে, আলিঙ্গন করল হান্নাকে, চেয়ে থাকল ডিলনের দিকে, হঠাৎই যেন হারিয়ে ফেলেছে মুখের ভাষা। অবশেষে রা ফোটাল গলায়, 'আপনার মতো আশ্চর্য মানুষ আমি দেখিনি, মি. ডিলন।'

'এ কথা আগেও বলা হয়েছে, কাউন্টেস,' গলা ছেড়ে হেসে উঠল ডিলন। টেডি ওদের জন্য মেলে ধরল দরজা।

দুই ঘণ্টা পরে ফার্গুসন, ডিলন এবং হান্না এন্ড্রুজ এয়ারপোর্ট থেকে গালফস্ট্রিমে চড়ল। বিমান উড়াল দিল লন্ডনের উদ্দেশে।

সেদিন সন্ধ্যায়, ওয়াশিংটনের রিজ-কার্লটন হোটেলের নৈশভোজে অংশ নিতে এলেন রুশ প্রধানমন্ত্রী। তিনি অপেক্ষা করছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য। ফ্রন্ট এন্ট্রান্সে থামল প্রেসিডেন্টের গাড়ি, তিনি লিমুজিন থেকে নামলেন কমতেসে মেরি ডি ব্রিসাককে নিয়ে। মেরির পরনে সাধারণ কালোরঙের ইভনিং ড্রেস। গলায় সোনার লকেট। তাতেই তাকে অপূর্ব সুন্দর লাগছে। টেডি পরের লিমুজিন থেকে নেমে পড়ল দুজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টকে নিয়ে। দৌড়ে এল প্রেসিডেন্টের কাছে।

কাজালেট হাসলেন, 'কাউন্টেস?' মেরি প্রেসিডেন্টের বাড়ানো হাত পুরে নিল নিজের মুঠোয়, পা বাড়াল ফয়েরের দিকে। থমকে দাঁড়াল ডাইনিংরুমের প্রবেশমুখে।

টেডি আগেই ঢুকে পড়েছে ভেতরে। সে বলল, 'মি. প্রাইম মিনিস্টার, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, মে আই হ্যাভ ইয়োর অ্যাটেনশন?'

সবাই একযোগে ঘুরে তাকালেন।

বুক ভরে দম নিল টেডি, তারপর পরিষ্কার উচ্চারণে বলল, 'দ্য প্রেসিডেন্ট... অ্যান্ড দ্য প্রেসিডেন্ট'স ডটার।'

দ্য প্রেসিডেন্ট'স ডটার সম্পর্কে পত্র-পত্রিকার মন্তব্য

হাই টেনশন অ্যাকশন এবং দুর্দান্ত টুইস্ট—হিগিন্সের সেরা থ্রিলার।

-মিডওয়েস্ট বুক রিভিউ।

প্রচুর অ্যাকশন, দুর্দান্ত হিরো এবং ভয়ঙ্কর ভিলেন নিয়ে আটসাঁট কাহিনী।

-চাট্টানুগা নিউজ-ফ্রি প্রেস

এই চমকপ্রদ থ্রিলারটি একবার ধরলে শেষ না করে উঠতে পারবেন না।

-কপলি নিউজ সার্ভিস